লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

প্রকাশনার ৯৫ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

পাক্ষিক আহ্‌মদী

The Ahmadi Fortnightly
Since 1922

নব পর্যায় ৮০ বর্ষ | ২৪তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৬ আষাঢ়, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ | ১৫ শাওয়াল, ১৪৩৯ হিজরি | ৩০ ইহসান, ১৩৯৭ হি. শা. | ৩০ জুন, ২০১৮ ঈসাব্দ

কমনওয়েলথ সরকার প্রধানদের ২৫তম এ সম্মেলনে
হযরত খলীফাতুল মসীহ (আই.) প্রেরীত খোলা চিঠি ২য় প্রচ্ছদে দেখুন

An Open Letter

FROM

The Caliph of the Ahmadiyya Muslim Community

TO

All Commonwealth Heads of Government Meeting in London

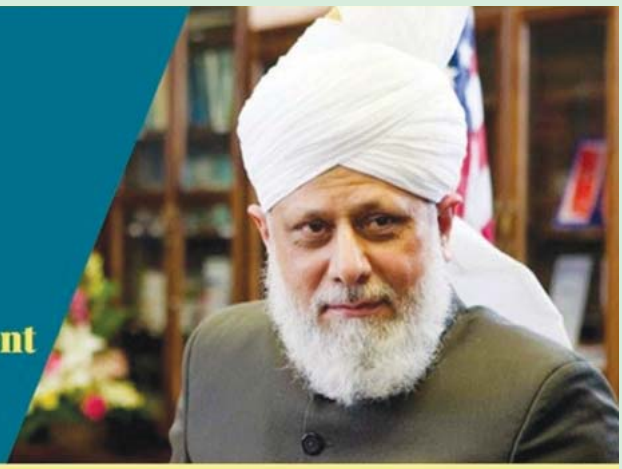

COMMONWEALTH HEADS OF GOVERNMENT MEETING LONDON 2018

@AhmadiyyaUK

www.LoveForAllHatredForNone.org

Ahmadiyya Muslim Community UK — Love For All Hatred For None

"The 2018 meeting of the Commonwealth Heads of Government comes at a time of great anxiety in the world. We are witnessing a deeply disturbing increase in conflicts and tensions between nations that is leaving a trail of death and heart-wrenching suffering for tens of millions of innocent men, women and children.

The rise in nationalism and the growing entrenchment of ideologies of opposing blocs is feeding a climate of mistrust, suspicion and hate. Economic and political superiority is becoming the driving force that is resulting in the usurping of human rights in favour of national interest.

This year marks one hundred years since the end of the First World War and soon after the world was again thrown into the darkness and horror of war that resulted in the terrible destruction caused by the Second World War. Yet it seems that man has not learned any lessons from history. For the same factors prevailing then are prevailing now and if the world continues along its current path then a further catastrophic conflict is, sadly, fast becoming a plausible reality.

As you gather in London for the Commonwealth Heads of Government Meeting, it is imperative that you use your goodwill, friendships and your mutual bond as human beings to renew and reinvigorate all measures that can generate peace. It is your moral duty to act with a greater sense of urgency to end the suffering of people across the world, to focus minds on education that leads to progress rather than turn a blind eye to the hopelessness and poverty that feeds resentment and revenge.

We are all God's creatures and this implores us to act with greater love, compassion and absolute justice with each other to build bridges, to forge partnerships and to strive for the good of all– especially the weak and the vulnerable in society.

I pray that as you convene in peace you are able to rekindle a hope for peace, not just for the Commonwealth nations but for the whole of mankind. The Ahmadiyya Muslim Community is a peace-loving community that spans 210 countries and we stand ready to serve with all who seek to establish peace. May God bless your noble efforts with success, Ameen."

MIRZA MASROOR AHMAD
Head of the Worldwide Ahmadiyya Muslim Community

সম্পাদকীয়

লন্ডনে সমবেত কমনওয়েলথ সরকার প্রধানগণের উদ্দেশ্যে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সম্মানিত খলীফার প্রেরিত একটি খোলা চিঠি

কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর সরকার প্রধানগণের ২০১৮ এর এপ্রিলে অনুষ্ঠিত ২৫তম এ সম্মেলনটি এমনই এক সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যখন বিশ্বে বিশাল এক উত্তেজনা বিরাজ করছে। জাতিগুলোর মাঝে সংঘর্ষ আর সংশয় বৃদ্ধির এমন গভীর এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি আমরা প্রত্যক্ষ করছি, যা কোটি কোটি নিরপরাধ পুরুষ, মহিলা আর শিশুদের মৃত্যু ও হৃদয়বিদারক কষ্টের এক পদচিহ্ন রেখে যাচ্ছে।

জাতীয়াতাবাদের উত্থান এবং বিরোধী-গোষ্ঠীগুলোর চিন্তারীতিতে অবিশ্বাসে ক্রমবর্ধমান দৃঢ়তা, সন্দেহ আর ঘৃণার চরম এক পরিস্থিতির রসদ যোগাচ্ছে। অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক প্রাধান্যই সেই চালাকি শক্তিতে পরিণত হচ্ছে, যার ফলে জাতীয় স্বার্থের জন্য মানবাধিকারে জবরদখল সংঘটিত হচ্ছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর এ বছরই এর শতবর্ষ পূর্ণ হলো আর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই বিশ্বকে আরেকটি যুদ্ধের অমানিশা ও বিভীষিকায় পুনর্বার নিক্ষেপ করা হয়, যার ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়, যাদ্বারা ভয়াবহ এক ধ্বংস সাধিত হয়। এরপরও মনে হয় যে, ইতিহাস থেকে মানুষ কোন শিক্ষা গ্রহণ করেনি। কারণ সেসময় এর যেসব উপাদান বিদ্যমান ছিল, তার সবগুলোই এখন বিদ্যমান আর বিশ্ব যদি এর বর্তমান পথে চলতে থাকে, তবে আরো একটি সর্বনাশা সঙ্ঘাত দুঃখজনকভাবে দ্রুতই এক বাস্তব সত্যে পরিণত হবে।

লন্ডনে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর সরকার-প্রধানগণের এ সভায় আজ যেভাবে আপনারা মিলিত হয়েছেন, সে প্রেক্ষাপটে মানবসত্তা হিসেবে আপনাদের জন্যে এটা একান্ত জরুরী এক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, শুভেচ্ছা, বন্ধুত্ব এবং পারস্পরিক অঙ্গীকার পালনে আপনারা আপনাদের সেসব আইনের নবায়ন ও তাতে নবশক্তি দান করতে সামগ্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, যাতে শান্তি স্থাপিত হয়।

সমগ্র বিশ্বের মানুষের দুঃখ-কষ্টের নিরসন ঘটাতে মানুষের মনকে জরুরী ভিত্তিতে সেই শিক্ষার ওপর কেন্দ্রীভূত করা আপনাদের নৈতিক দায়িত্ব, যা মানুষের অন্ধদৃষ্টিকে নৈরাশ্য আর দারিদ্র, যা অসন্তোষ ও প্রতিহিংসা বৃদ্ধি করে, তা থেকে ফিরিয়ে উন্নতির দিকে পরিচালিত করে।

আমরা সবাই খোদারই সৃষ্টি আর এটাই পারস্পরিক সেতুবন্ধ রচনায়, অংশীদারিত্ব কায়েমে এবং সবার মঙ্গলের জন্যে, বিশেষ করে যারা দুর্বল এবং সমাজে যারা অরক্ষিত, তাদের জন্যে অধিকতর ভালবাসা, সহানুভূতি আর অবিমিশ্র ন্যায়বিচার কায়েম করার মিনতি জানায়।

আমি দোয়া করি যে, আপনারা যেহেতু শান্তির জন্যই সমবেত হয়েছেন, শান্তির এক আশা পুনরুদ্দীপ্ত করতে আপনারাই সক্ষম হবেন, আর তা কেবল কমনওয়েলথভুক্ত জাতিগুলোর জন্যই নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির জন্যেই। আহমদীয়া মুসলিম জামাত হচ্ছে শান্তিকামী একটি জামাত, যেটা বিশ্বের ২১০ টি দেশে বিস্তৃত আর শান্তি প্রতিষ্ঠায় আমরা তাদের সবার সাথেই কাজ করতে প্রস্তুত, যারা শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আপনাদের মহৎ প্রচেষ্টাগুলোকে খোদা সফলতা দান করুন, আমীন।

মির্যা মাসরূর আহমদ
নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের খলীফা

সূচিপত্র

৩০ জুন, ২০১৮

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখের **জুমুআর খুতবা** ৬

বিশ্বশান্তি: সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান ১৫
হযরত মির্যা তাহের আহমদ

আহমদী ও অ-আহমদীর মধ্যে পার্থক্য ১৮
মোহাম্মদ আব্দুর রশীদ

কলমের জিহাদ ২১
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

ভারতে আগত নবীদের মধ্যে গৌতম বুদ্ধ নবী ছিলেন কি না এর সন্ধানে ২৫
শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন

খেলাফতের তাৎপর্য ৩২
মোহাম্মদ জানে আলম (মনি)

মহিলাদেরকে সংশোধন করার পদ্ধতি ৩৪

হে পাঠক! সুলতানুল কলমের জ্ঞান সম্ভারে নিজেকে সমৃদ্ধ করুন ৩৫
কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ইলাহী

ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-কে মানার গুরুত্ব ৩৮
মোহাম্মদ নূরুজ্জামান

সংবাদ ৩৯

পাক্ষিক **'আহমদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক **'আহমদী'**র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে
Log in করুন
www.ahmadiyyabangla.org

কুরআন শরীফ

সূরা বনী ইসরাঈল-১৭

وَاِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ ؕ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِيْٓ اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِي الْقُرْاٰنِ ؕ وَنُخَوِّفُهُمْ ۙ فَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا طُغْيَانًا كَبِيْرًا ﴿٦١﴾

৬১। আর (স্মরণ কর) তোমাকে যখন আমরা বলেছিলাম, 'নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক (এ) লোকদের ঘিরে ফেলেছেন। [খ]আর আমরা তোমাকে যে স্বপ্ন[১৬২৭-ক] দেখিয়েছিলাম একে এবং কুরআনে বর্ণিত সেই অভিশপ্ত[১৬২৮] বৃক্ষটিকেও আমরা কেবল মানুষের জন্য পরীক্ষার কারণ করেছিলাম। আর আমরা তাদের ক্রমাগতভাবে ভয় দেখিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু তা কেবল তাদের ঔদ্ধত্যকে বাড়িয়ে দিচ্ছে।'

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ قَالَ ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا ﴿٦٢﴾

৬২। [গ]আর (স্মরণ কর) আমরা যখন ফিরিশতাদের বলেছিলাম, 'তোমরা আদমের[১৬২৯] জন্য সিজদাবনত হও' তখন ইবলীস ছাড়া তারা (সবাই) সিজদা করলো। সে বললো, 'আমি কি তার জন্য সিজদা করবো যাকে তুমি কাদামাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছো?'

১৬২৭-ক। এ সূরার ২ আয়াতে যে স্বপ্নের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিজেকে জেরুযালেমের উপাসনালয়ে (অর্থাৎ মসজিদুল আকসাতে) যা ইহুদীদের কিবলা ছিল, তাদের অন্যান্য নবীগণের নামাযের ইমামতি করতে দেখেছিলেন। এ দিব্যদর্শন বা কাশফ ইঙ্গিত করে যে, সেইসব নবীর উম্মত বা অনুসারীরা ভবিষ্যতে কোন এক সময় ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হবে। এটাই হচ্ছে 'নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক (এ) লোকদের ঘিরে ফেলেছেন' বাক্যের মর্মার্থ। ইসলামের সাধারণ বিজয় বা প্রসার ঘটবে বিশ্বব্যাপী এক ধ্বংসকাণ্ডের অব্যবহিত পরে। এর উল্লেখ রয়েছে ৫৯ আয়াতে।

১৬২৮। 'অভিশপ্ত বৃক্ষটি' সম্ভবত ইহুদীজাতি, যাদের সম্বন্ধে কুরআন মজীদ বার বার উল্লেখ করেছে যে, তারা আল্লাহ তা'লা কর্তৃক অভিশপ্ত (৫:১৪, ৬১, ৬৫, ৭৯)। আল্লাহ তা'লার অভিশাপ এ দুর্ভাগা জাতির পিছনে লেগে রয়েছে হযরত দাউদ (আ.)-এর সময় থেকে শুরু করে বর্তমান যামানা পর্যন্ত। এ ব্যাখ্যা এ সূরার 'বনী ইসরাঈল' নামকরণে নিহিত আছে এবং এ সূরাতে বিশেষভাবে ইহুদী জাতির কথাই বলা হয়েছে। এ আয়াতের শুরুতে যে স্বপ্নের উল্লেখ করে বলা হয়েছে এতে রসূল করীম (সা.) দেখেছেন, ইহুদী ধর্ম বিশ্বাসের কেন্দ্র জেরুযালেমে তিনি নামাযে ইসরাঈলী নবীদের ইমামতি করছেন। এ ঘটনার মাধ্যমে আরো সমর্থন পাওয়া যায়, 'অভিশপ্ত বৃক্ষ' ইহুদী জাতিকেই বুঝাচ্ছে। 'শাজারাহ' শব্দের অর্থ এখানে জাতি বা গোত্র। তফসীরাধীন আয়াতে কাশফ এবং ইহুদী জাতি (অভিশপ্ত বৃক্ষ) উভয়ের সম্পর্কে বলা হয়েছে। ইহুদীদের প্রতি বিশেষভাবে 'মানুষের জন্য পরীক্ষার কারণ করেছিলাম' কথাটি আরোপিত হয়েছে। ইহুদীরা যুগ যুগ ধরে মানবজাতির জন্য বিশেষভাবে মুসলমান জাতির জন্য দুঃখ-দুর্দশার কারণরূপে সাব্যস্ত হয়েছে।

১৬২৯। অন্যান্য অর্থ ছাড়াও 'লাম' এর অর্থ সঙ্গে। অতএব 'লেআদামা' এর অর্থ হতে পারে আদমের সঙ্গে (বিস্তারিত জানার জন্য ৬৫ নং টীকা দ্রষ্টব্য)।

১৬৩০। 'পুনরুত্থানের' মর্ম এখানে আধ্যাত্মিক পুনরুত্থান, যার সম্বন্ধে প্রত্যেক মুমিনের অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান লাভ হয় যখন তার ঈমান পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। তখন শয়তান তাকে আর কাবু করতে পারে না।

হাদীস শরীফ

মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ যিকরে ইলাহীতে নিহিত

হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেন, আদম সন্তানকে যিকরে ইলাহী ব্যতিরেকে অন্য আর কোন আমল নেই, যা তাদেরকে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে বাঁচাতে পারে।

কুরআন :

'এরপর তোমরা যখন নামায শেষ কর, তখন দাঁড়িয়ে, বসে ও কাৎ হয়ে শোয়া অবস্থায় তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর...' (সূরা আন-নিসা:১০৪)।

'যারা দাঁড়ানো ও বসা অবস্থায় এবং কাৎ হয়ে শোয়া অবস্থাতেও আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে..' (সূরা আলে ইমরান: ১৯২)।

'যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে তাদের হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে। মনে রেখো! আল্লাহ্‌কে স্মরণ করলে হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে' (সূরা আর্ রা'দ: ২৯)।

হাদীস :

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ পার হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্ তা'লা আকাশের নিম্নস্তরে চলে আসেন এবং বলেন, আমি মালিক, আমাকে কে ডাকছে, যার ডাকের উত্তর আমি দিব, আমার থেকে কে চাচ্ছে, যাকে আমি দিব, আমার থেকে কে ক্ষমা প্রার্থনা করছে, যাকে আমি ক্ষমা করব, এরকম অবস্থা সকাল পর্যন্ত থাকে। (তিরমিযি)

অপর এক হাদীসে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, রোযার রাত্রে ইব্রাহীম (আ.)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়, তিনি বলেন, হে মুহাম্মদ (সা.)! তুমি তোমার উম্মতকে আমার তরফ হতে সালাম পৌঁছে দিও এবং তাদেরকে বলো, জান্নাতের মাটি খুব উর্বর এবং পানি খুব মিষ্ট, কিন্তু সেখানে কোন বৃক্ষ নেই। তোমরা যদি জান্নাতে বৃক্ষ রোপন করতে চাও, তাহলে **'সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার'** বার বার পাঠ কর।

আরেক স্থানে হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেন, আদম সন্তানদের জন্য যিকরে ইলাহী ব্যতিরেকে অন্য আর কোন আমল নেই, যা তাদেরকে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে বাঁচাতে পারে।

ব্যাখ্যা :

কুরআন ও হাদীস দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, মানব জাতির সার্বিক-কল্যাণ যিকরে ইলাহীতে নিহিত। 'যিকরে ইলাহী'-দ্বারা আল্লাহ্‌র ফযল ও রহমতের অধিকারী হওয়া যায়। তাই আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেছেন, একমাত্র যিকরে ইলাহীই মানব সন্তানকে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচাতে পারে। কারণ, যে ব্যক্তি সর্বদা যিক্‌রে ইলাহীতে রত থাকে, তার হৃদয় খোদার ভয়ে ভীত থাকবে এবং ঐ সমস্ত কর্ম হতে বিরত থাকবে, যার দরুন খোদা অসন্তুষ্ট হোন। আল্লাহ্‌র যিক্‌র হৃদয়কে নরম ও কোমল করে এবং রূহানী উন্নতি লাভ হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বেশী বেশী 'যিকরে ইলাহী' করার তৌফিক দান করুন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরুব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

প্রত্যেক পুণ্য কর্মের মূল তাক্‌ওয়া

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

জগদ্বাসী তাদের সম্পদ ও বন্ধু-বান্ধবদের উপর খোদাকে প্রধান্য দেয় না, কিন্তু তোমরা তাঁকে প্রাধান্য দাও, যাতে আকাশে তোমরা তাঁর জামা'তভুক্ত বলে গণ্য হতে পার। রহমতের নিদর্শন দেখানো আদিকাল থেকেই খোদা তাআলার রীতি, কিন্তু তোমরা এই রীতির দ্বারা তখনই উপকৃত হতে পারবে, যখন তাঁর এবং তোমাদের মধ্যে কোন দূরত্ব না থাকে এবং তোমাদের সন্তুষ্টি তাঁর সন্তুষ্টি ও তোমাদের ইচ্ছা তাঁর ইচ্ছাতে পরিণত হয় এবং প্রত্যেক সফলতা ও বিফলতার সময় তোমাদের মস্তক তাঁর দ্বারে অবনত থাকে, যেন তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হয়। যদি তোমরা এইরূপ কর, তাহলে সেই খোদা তোমাদের মধ্যে প্রকাশিত হবেন, যিনি দীর্ঘকাল যাবৎ আপন চেহারা লুক্কায়িত রেখেছেন। তোমাদের মধ্যে কি কেউ আছে, যে এই উপদেশ মত কাজ করতে ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষী হতে এবং তাঁর 'কাযা' ও 'কদরে' (ফয়সালা ও নিয়তিতে) অসন্তুষ্ট না হতে প্রস্তুত?

> **যে-ব্যক্তি আমার নিকট সত্যিকার বয়আত গ্রহণ করে সরল অন্তঃকরণে আমার অনুগামী হয় এবং আমার আনুগত্যে বিলীন হয়ে স্বীয় কামনা-বাসনাকে পরিত্যাগ করে, সেই ব্যক্তির জন্যই এই বিপদসঙ্কুল দিনে আমার রূহ শাফায়াত (সুপারিশ) করবে।**

অতএব বিপদ দেখলে তোমরা আরও সম্মুখে অগ্রসর হবে, কারণ, এটাই তোমাদের উন্নতির উপায়। তাঁর তৌহীদ জগতে প্রচার করতে নিজেরা সমস্ত শক্তি প্রয়োগ কর। তাঁর বান্দাগণের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর ও তাদেরকে নিজ জিহ্বা বা হস্ত দ্বারা বা অন্য কোনও উপায়ে উৎপীড়ন করো না এবং সৃষ্ট-জীবের উপকার সাধনে সচেষ্ট থাক। কারো প্রতি, সে তোমার অধীনস্থ হলেও, অহঙ্কার দেখাবে না এবং কেউ গালি দিলেও তুমি গালি দিও না। বিনয়ী, সহিষ্ণু, সদুদ্দেশ্য-পরায়ণ ও সৃষ্ট জীবের প্রতি সহানভূতিশীল হও, যেন খোদা তাআলার নিকট গ্রহণীয় হতে পার। অনেকে এইরূপ আছে, যারা বাহ্যতঃ সরল, কিন্তু অভ্যন্তরে সর্প-বিশেষ। সুতরাং কেউ তাঁর নিকট কখনো গ্রহণীয় হবে না, যে পর্যন্ত তোমাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা এক না হয়। বড় হয়ে ছোটকে অবজ্ঞা করবে না, তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে। বিদ্বান হলে বিদ্যাহীনকে আত্মগরিমাবশতঃ অবমাননা না করে তাকে সুদপদেশ দিবে। ধনী হলে আত্মাভিমানে দরিদ্রের প্রতি গর্ব না করে তাদের সেবা করবে। ধ্বংসের পথ হতে সাবধান থাকবে। সর্বদা আল্লাহকে ভয় করবে এবং তাক্‌ওয়া অবলম্বন করবে। কোন সৃষ্ট জীবের উপাসনা করবে না। নিজ প্রভুর প্রতি একনিষ্ঠ হও। সংসার হতে মনকে নির্লিপ্ত রাখ এবং তাঁর জন্য সকল প্রকার অপবিত্রতা ও পাপকে ঘৃণা কর; কেননা তিনি পবিত্র। প্রত্যেক প্রভাত যেন সাক্ষ্য দেয় যে, তুমি তাক্‌ওয়ার সাথে রাত্রি যাপন করেছ এবং প্রত্যেক সন্ধ্যা যেন সাক্ষ্য দেয় যে, তুমি ভীতির সাথে দিন অতিবাহিত করেছো।

সুতরাং যে-ব্যক্তি আমার নিকট সত্যিকার বয়আত গ্রহণ করে সরল অন্তঃকরণে আমার অনুগামী হয় এবং আমার আনুগত্যে বিলীন হয়ে স্বীয় কামনা-বাসনাকে পরিত্যাগ করে, সেই ব্যক্তির জন্যই এই বিপদসঙ্কুল দিনে আমার রূহ শাফায়াত (সুপারিশ) করবে। সুতরাং, হে লোক সকল! যারা নিজেকে আমার জামা'তভুক্ত বলে গণ্য করে থাক, আকাশে তোমরা কেবল তখনই আমার জামা'তভুক্ত বলে পরিগণিত হবে, যখন তোমরা সত্যিকারভাবে তাক্‌ওয়ার (খোদাভীরুতার) পথে অগ্রসর হবে।

সুতরাং তোমরা তোমাদের দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের নামায এরূপ ভীতিসহকারে এবং নিবিষ্ট-চিত্তে আদায় করবে, যেন তোমরা আল্লাহ্ তা'লাকে সাক্ষাৎভাবে দেখতে পাচ্ছো। নিজেদের রোযাও তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নিষ্ঠার সাথে পালন করবে। যারা যাকাত দিবার উপযুক্ত, তারা যাকাত দিবে। যাদের জন্য হজ্জ ফরজ হয়েছে এবং তা পালনে কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকলে তারা হজ্জ করবে, সকল পুণ্যকর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন এবং পাপকে ঘৃণার সাথে বর্জন করবে। নিশ্চয় স্মরণ রেখো যে, কোন কর্মই আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, যাতে তাক্‌ওয়া নেই। প্রত্যেক পুণ্য-কর্মের মূল তাক্‌ওয়া (কিশতিয়ে নূহ্ পুস্তকের বাংলা সংস্করণের ২২-২৩ ও ২৬-২৭ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত)।

জুমুআর খুতবা

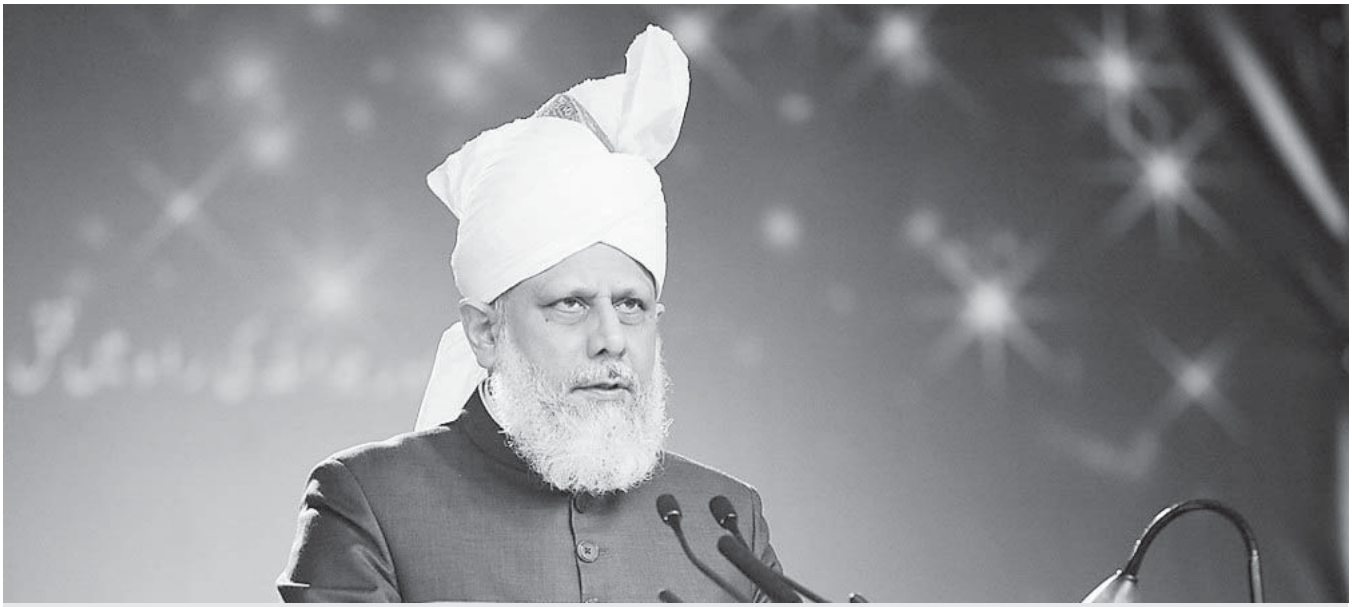

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

আল্লাহ্‌র প্রকৃত বান্দা হওয়া

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাঁর বিভিন্ন খুতবা ও বক্তৃতায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণিত বিভিন্ন শিক্ষণীয় কথা এবং গল্প-কাহিনী তুলে ধরেন। আমি বিভিন্ন সময় সেগুলো উপস্থাপন করে আসছি। আজও তা-ই করব।

এক খুতবায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ বিষয়টি বর্ণনা করেন যে, 'খোদা তা'লা যখন নিজের পক্ষ থেকে কাউকে দণ্ডায়মান করেন অথবা নবীদেরকে প্রেরণ করেন তখন তিনি তাদের সাহায্য-সমর্থনও করে থাকেন, আর সত্য প্রকাশার্থে যদি পৃথিবীর বিশাল জনগোষ্ঠীকেও তাদের অপকর্মের জন্য শাস্তি দিতে চান তাহলে (তা করতে) ভ্রুক্ষেপ করেন না এবং শাস্তি দেন। এই প্রেক্ষাপটে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণিত একটি কাহিনীর উল্লেখ করে তিনি (রা.) বলেন, শৈশবে আমাদের গল্প শোনার সুগভীর আগ্রহ ছিল। আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে অনুরোধ করলে তিনি আমাদের এমন সব গল্প শোনাতেন যা শুনে শিক্ষা লাভ হয়। (এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন,) সেসব কাহিনীর মাঝে একটি কাহিনী এখন আমার মনে পড়ছে যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মুখে আমি শুনেছি। তিনি (আ.) বলতেন, হযরত নূহ্ (আ.)-এর যুগে এ কারণে প্লাবন এসেছিল যে, মানুষ তখন চরম নোংরামিতে নিমজ্জিত ছিল আর পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের পাপের মাত্রা যতই বৃদ্ধি পাচ্ছিল আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে তাদের মূল্যও ততই হারিয়ে যেতে থাকে। কাহিনী হলো, কোন পাহাড়ের চূড়ায় একটি গাছ ছিল। সেখানে পাখির বাসায় একদিন একটি চড়ুই-ছানা বসে ছিল। সেই ছানার মা কোন জায়গায় গিয়ে আর ফিরে আসতে পারেনি। হয়তো মারা গিয়ে থাকবে বা অন্য কোন কারণে তার ফিরে আসা হয়নি। পরবর্তীতে সেই চড়ুই-ছানার পিপাসা লাগে এবং পিপাসায় কাতর হয়ে সে নিজের মুখ খুলতে থাকে। এটি দেখে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় ফিরিশ্‌তাদের নির্দেশ দেন যে, যাও এবং পৃথিবীতে বৃষ্টি বর্ষণ কর, আর এত পরিমাণ বৃষ্টি বর্ষণ কর যেন সেই পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত বৃক্ষস্থ পাখির

বাসা পর্যন্ত পানি পৌঁছে যায়, যাতে সেই চড়ুইছানা পানি পান করতে পারে। ফিরিশ্‌তারা বলে, হে আল্লাহ্! সে পর্যন্ত পানি পৌঁছাতে গেলে সারা পৃথিবীই তলিয়ে যাবে। তখন আল্লাহ্ তা'লা উত্তর দেন, আমি কোন ভ্রুক্ষেপ করি না, এখন আমার দৃষ্টিতে পৃথিবীর মানুষের ততটাও মূল্য নেই যতটা এই চড়ুই-ছানার মূল্য রয়েছে। (খুতবাতে মাহমুদ, ১৭শ খণ্ড, পৃ: ৬৭৮-৬৭৯)

অতএব যদিও এটি একটি কাহিনী কিন্তু এই কাহিনীর শিক্ষণীয় দিক হলো, সত্য এবং সততা বিবর্জিত গোটা বিশ্বের সবাই সম্মিলিতভাবেও খোদার দৃষ্টিতে এক চড়ুই-ছানার সমান মর্যাদাও রাখে না।

অতএব আজ এই কাহিনী থেকে আমরা যেখানে এই শিক্ষা লাভ করি যে, সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত, সেখানে আমাদের আত্মজিজ্ঞাসাও করা উচিত যে, আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনেছি ধর্মকে জাগতিকতা বা পার্থিবতার উপর প্রাধান্য দেয়ার জন্য, নিজেদের অভ্যন্তরীণ পাপ-পঙ্কিলতা দূরীভূত করার জন্য এবং পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য। কিন্তু কালের প্রবাহে আমাদের অবস্থায় উন্নতির পরিবর্তে যদি অবনতি হয় তাহলে আমরা আমাদের লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। এমন পরিস্থিতিতে খোদাও আমাদের প্রতি আর ভ্রুক্ষেপ করবেন না।

অনুরূপভাবে আজ পৃথিবীর অবস্থা কোন দিকে যাচ্ছে, একথাও কারো অজানা নয়। বহু দেশে সরকার এবং জনসাধারণের কেউই পরস্পরের প্রাপ্য প্রদান করছে না। অশান্তি ও নৈরাজ্য বিরাজমান রয়েছে। যেখানে বাহ্যত অশান্তি এবং নৈরাজ্য দেখা যায় না বা অবস্থা খুব বেশি খারাপ প্রতীয়মান হয় না সেখানেও খোদার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে মানুষ শুধু খোদা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে না বরং আল্লাহ্ তা'লার বিরুদ্ধে বাজে কথা বলে এবং অপলাপ করে তাঁর অবমাননার চেষ্টা করা হচ্ছে, একইসাথে নোংরামিতেও তারা এতটাই তলিয়ে যাচ্ছে যে, (চরিত্র বিধ্বংসী) অস্বাভাবিক কার্যকলাপকে আইন পাশ করে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। বরং বলা হয়, যারা এসব নোংরা কাজের সমর্থন করে না তারা আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে অপরাধী।এসব ভূমিকম্প, ঝড়-তুফান, নৈরাজ্য এবং প্রবল বর্ষণ- যা ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টি করে রেখেছে এর কারণ হলো, পাপ চরম রূপ ধারণ করেছে। এটি কেবল সতর্ক-সংকেত মাত্র যা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে সাবধান করছেন। অতএব এ দৃষ্টিকোণ থেকেও আহমদীদের কাঁধে পৃথিবীবাসীকে সতর্ক করার এবং একথা বলার গুরুভার বর্তায় যে, তারা যদি নিজেদের সংশোধনের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ না করে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা অনেক ধ্বংসাত্মক বিপদাপদ পৃথিবীতে নাযিল করতে পারেন। পৃথিবীবাসী সম্বিত ফিরে পাক– আল্লাহর কাছে এ দোয়াই করি।

আজকালকার বিষয়াদির মাঝে একটি বিষয় আমরা দেখি যে, পৃথিবীতে নিজের অধিকার আদায়ের চেষ্টা করা হয়,এর ফলে অন্যের যত ক্ষতিই হোক না কেন; অবশ্য আদি থেকেই এটি হয়ে আসছে। এ সম্পর্কে একজন প্রকৃত মুসলমানের চিন্তাধারা কেমন হওয়া উচিত? একটি ঘটনা এবিষয়ে সর্বোত্তম পথের দিশারী।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) শোনাতেন যে, একজন সাহাবী নিজের ঘোড়া বিক্রির উদ্দেশ্যে অন্য একজন সাহাবীর কাছে নিয়ে যান আর এর মূল্য দৃষ্টান্তস্বরূপ দু'শত রুপি নির্ধারণ করেন। দ্বিতীয় সাহাবী তখন বলেন, আমি এই মূল্যে ঘোড়া ক্রয় করতে পারি না কেননা এর মূল্য দ্বিগুণ। সেই সাহাবী বিক্রেতা সাহাবীকে বলেন, ঘোড়ার বাজারদর সম্পর্কে আপনি মনে হয় অবহিত নন। কিন্তু ঘোড়ার মালিক সাহাবী অধিক মূল্য নিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, আমার ঘোড়া যেহেতু বেশি মূল্যের নয় তাই আমি কেন অধিক মূল্য গ্রহণ করবো? আর এটি নিয়ে তাদের মাঝে বচসা-বিতর্ক চলতে থাকে। অবশেষে তারা সালিসের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত করান। এটি ছিল ইসলামিক চেতনা এবং প্রেরণা যা এই দু'জন সাহাবী প্রদর্শন করেছেন। ইসলামী শিক্ষা হলো, প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নিজের অধিকার নেয়া এবং এর জন্য নাছোড় মনোবৃত্তি প্রদর্শনের পরিবর্তে অন্যের অধিকার প্রদান এবং তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। [(সে যুগেকোন কোন ক্ষেত্রে হরতাল বা ধর্মঘট চলছিল। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,)] এই চেতনাবোধ জাগ্রত হলে সকল হরতাল বা ধর্মঘট আপনা-আপনিই বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু নূন্যতম পুণ্য হলো, কারো পক্ষ থেকে যখন অধিকার দাবী করা হয় তখন সেটি যদি তার প্রাপ্য হয়ে থাকে তাহলে তাকে তা প্রদান করা। এটি অ-ইসলামিক মনোবৃত্তি যে, অন্যের অধিকার যেহেতু আমরা দীর্ঘকাল থেকে কুক্ষিগত করে আছি, তা ভোগ করছি আর একে নিজের অধিকার মনে করার এক মনোবৃত্তি আমাদের মাঝে গড়ে উঠেছে তাই অন্যকে আমরা সেই প্রাপ্য দিতে পারি না। (খুতবাতে মাহমুদ, ১৭শ খণ্ড, পৃ: ১৩৭) এটি অত্যন্ত ভ্রান্ত একটি রীতি যা সম্পূর্ণরূপে ইসলামী শিক্ষা পরিপন্থী।

উদাহরণস্বরূপ আজকালকার উন্নত বিশ্বেও হরতাল বা ধর্মঘটের যে অধিকার দেয়া হয়েছে, তা একটি অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত। তারা এই চিন্তা করে না যে, এর সীমারেখা কী হওয়া উচিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে অর্থাৎ যুক্তরাজ্যে আজকাল জুনিয়র ডাক্তারদের ধর্মঘট চলছে যার ফলে রোগীরা দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য রোগীদের শুধু চিকিৎসা-সুবিধার অধিকার থেকেই বঞ্চিত করা হচ্ছে না বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। আমার মনে পড়ে, এবারকার জাপান সফরের সময় খুবই ভদ্র একজন খ্রিষ্টান পাদ্রি আমাকে প্রশ্ন করেন যে, শান্তির সংজ্ঞা কী? কীভাবে তা প্রতিষ্ঠা করা যায়? তিনি বলেন, আজ

পর্যন্ত আমি এই প্রশ্নের সন্তোষজনক কোন উত্তর পাইনি যে, শান্তির সংজ্ঞা কী। তখন আমি তাকে বললাম, যা আমি পূর্বেও বলেছি যে, ইসলাম বলে– যা নিজের জন্য পছন্দ কর অন্যের জন্যও তা-ই পছন্দ কর। যদি এমনটি কর তাহলে তাহবে পরস্পরের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার নামান্তর। আর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে শান্তি আসবে। এভাবে তোমরা পরস্পরের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার কারণ হবে। তিনি বলেন, এই সংজ্ঞা আমার খুবই পছন্দ হয়েছে যা আমি প্রথমবার শুনেছি।

অতএব আজ কেবল ইসলামই সকল বিষয়ে সঠিক পথপ্রদর্শন করতে পারে। কিন্তু এর ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করা ছাড়া আমরা জগদ্বাসীকে কোনভাবেই মানাতে সক্ষম হব না। অন্যের অবৈধ অধিকার আদায়ের তো প্রশ্নই উঠে না, আমরা যদি শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নিজেদের বৈধ অধিকারও ছেড়ে দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাই তাহলেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা যদি বৈধ অধিকারও ছেড়ে দেই তাহলে কিছুই যায় আসে না। যখন এমনটি হবে, যেহেতু এক সমাজে উভয় পক্ষ থেকে অধিকার প্রদানের চেষ্টা থাকবে অর্থাৎ দ্বিতীয় পক্ষও যদি মু'মিন হয় তাহলে সে-ও অন্যায় অধিকার চাইবে না। এটি হতেই পারে না যে, সে অবৈধভাবে অন্যের অধিকার কুক্ষিগত করবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, অনেক সময় আমাদের কাযা বা বিচার বিভাগে এমন অনেক মামলা আসে অর্থাৎ আমাদের জামা'তেও ভাই-ভাইয়ের অধিকারকে পদদলিত করে বা আত্মীয়স্বজনের অধিকারকে কুক্ষিগত করে। আমরা যদি এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করি তাহলে আমাদের বিচার বিভাগেরও অনেক সমস্যার সমাধান হতে পারে।

ঝগড়াবিবাদ নিরসনের জন্য ইসলাম আমাদের কী শিক্ষা দেয় আর সাহাবীদের কেমন আদর্শ আমাদের সামনে রয়েছে? ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, একবার হযরত ইমাম হাসান এবং ইমাম হোসেন (রা.)-এর মাঝে কোন বিষয়ে তর্ক হয়। ভাইয়ে ভাইয়ে অনেক সময় মনোমালিন্য হয়েই থাকে বা বিতর্ক হয়ে যায়। প্রকৃতিগতভাবে হযরত ইমাম হাসান খুবই শালীন ও কোমলমতী ছিলেন কিন্তু হযরত ইমাম হোসেন-এর স্বভাবে আবেগপ্রবণতা ছিল। তাদের মাঝে যে বাগ্‌বিতণ্ডা বা ঝগড়া হয় তাতে হযরত ইমাম হোসেনের পক্ষ থেকে অধিক কঠোরতা প্রদর্শিত হয় কিন্তু হযরত ইমাম হাসান ধৈর্য প্রদর্শন করেন। সেই বাগ্‌বিতণ্ডার সময় আরো কতিপয় সাহাবী অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন। ঝগড়া শেষ হয়ে গেলে পরবর্তী দিন একজন দেখেন যে, হযরত ইমাম হাসান খুব দ্রুত হেটে কোন দিকে যাচ্ছেন। সেই ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করে, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? হযরত ইমাম হাসান বলেন, আমি হোসেনের কাছে ক্ষমা চাইতে যাচ্ছি। সেই ব্যক্তি বলে, আপনি ক্ষমা চাইতে যাচ্ছেন? ঝগড়ার সময় আমি নিজে অকুস্থলে উপস্থিত ছিলাম আর আমি জানি যে, হযরত হোসেন আপনার সাথে কঠোর ব্যবহার করেছেন। তাই আপনার তার কাছে নয় বরং তার আপনার কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত। হযরত হাসান বলেন, আপনি ঠিক বলেছেন, তিনি আমার সাথে কঠোর হয়েছেন, কিন্তু আমি তার কাছে ক্ষমা চাইতে যাচ্ছি এজন্য যে, এক সাহাবী আমাকে বলেছেন, একবার মহানবী (সা.) বলেন, দু'জনের মাঝে যখন ঝগড়া হয় তখন তাদের মাঝে যে প্রথমে মিমাংসার হাত বাড়ায় সে দ্বিতীয় জনের চেয়ে পাঁচশ' বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এটি শুনে আমার হৃদয়ে এই ধারণা জাগ্রত হয় যে, গতকাল আমি হোসেনের কঠোর কথার সম্মুখীন হয়েছি, তিনি আমার সাথে কঠোর ব্যবহার করেছেন। এখন যদি হোসেন আমার কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য প্রথমে এসে যান আর মিমাংসা করে নেন তাহলে উভয় জগতেই আমি ক্ষতিগ্রস্ত হলাম, কেননা এখানেও আমার সাথে কঠোর ব্যবহার করা হলো আর পরকালেও আমি পিছিয়ে থাকলাম। তাই আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমার সাথে যে কঠোর ব্যবহার করা হয়েছে তা-তো হয়েই গেছে, এখন আমি তার কাছে আগে ক্ষমা চেয়ে নিব যেন এর বিনিময়ে অন্ততপক্ষে তার পাঁচশ' বছর পূর্বে আমি জান্নাত লাভ করতে পারি। (আল ফযল, ২৩ মে ১৯৪৪, পৃ:৪, কলাম: ২-৩, ৩২শ খণ্ড, সংখ্যা: ১১৯) অতএব এটি হলো সেই মনমানসিকতা যা আমাদের মাঝে সৃষ্টি করা উচিত বা জাগ্রত হওয়া উচিত।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক জায়গায় বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে আমি একটি কৌতুক শুনেছি যা হয়ত মাকামাতে হারীরি বা অন্য কোন গ্রন্থ হতে নেয়া হয়েছে। তিনি (আ.) বলতেন, একজন মেহমানকোন জায়গায় গোসল করতে যান। হামামের মালিক অতিথিদের সেবার জন্য বিভিন্ন চাকর-বাকর নিয়োজিত রেখেছিলেন। কোন কোন দেশে এমন হামাম বা স্নানাগার থাকে যেখানে সেবকও থেকে থাকে যারা অতিথিদের মালিশ করে এবং গোসল করায়। তিনি বলেন, দৈবক্রমে তখন হামামের মালিক সেখানে উপস্থিত ছিল না। মেহমান যখন গোসল করার জন্য হামামে প্রবেশ করে তখন সব সেবক একসাথে এসে তার সাথে চিমটে যায়। আর যেহেতু মাথা সহজেই মালিশ করা সম্ভব তাই সবাই একসাথে তার মাথা মালিশ করতে আরম্ভ করে। একজন বলে, এটি আমার মাথা, দ্বিতীয় জন বলে, তা আমার মাথা। যাল ফলে ঝগড়াবিবাদ আরম্ভ হয়ে যায় আর একজন আরেকজনকে ছুরি মারে, ফলে সে আহত হয়ে পড়ে। হইচই এর ফলে পুলিশও এসে যায় আর বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। আদালতেও একজন চাকর বলে, এটি আমার মাথা আর দ্বিতীয় জন বলে, এটি আমার মাথা। যে গোসল করতে গিয়েছিল আদালত তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলে, হুযূর! এরা হলো মাথাবিহীন, বোকা। এদের কথা শুনে আমি অবাক হই নি, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, আপনিও

আমাকে একই প্রশ্ন করলেন! অথচ মাথা এরও নয় আর ওরও নয়, মাথা হলো আমার।

ইহজাগতিক ঝগড়া-বিবাদ অসার হয়ে থাকে,তা বোঝানোর জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই দৃষ্টান্ত দিতেন। আমার কী আর তোমারই বা কী, গোলাম বা দাস কোন কিছুর মালিক নয়, সে যখন বলে যে, আমি আবদুল্লাহ্, তখন এর অর্থ হলো, এখন কোন কিছুই তার নিজের নয়। একজন প্রকৃত মুসলমান সম্পর্কে কথা হচ্ছে আর এ ঘটনা এই প্রেক্ষাপটেই বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বান্দা হয়ে থাকে, সে আমার বা তোমার প্রশ্ন করে না, সে তো খোদার বান্দা হয়ে থাকে। যখন সে বলে যে, আমি আব্দুল্লাহ্ তখন তার নিজের বলতে কিছুই থাকে না। সবকিছু খোদা তা'লার। সে যখন প্রকৃত মু'মিন হয়ে যায়, তখন সে বলে যে, সবকিছু আল্লাহ্‌র। এরপর আর এই প্রশ্ন বাকি থাকে না যে কোন্‌টি আমার আর কোন্‌টি তোমার।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, কুরআন পাঠ করে দেখ! এতে মহানবী (সা.)-এর নামও আব্দুল্লাহ্ রাখা হয়েছে। যেমনটি বলা হয়েছে–

لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ

(সূরা আল্ জিন্ন: ২০)। অতএব আল্লাহ্ তা'লার বান্দা হিসেবে আমাদের নিজেদের আর কিছুই থাকে না বরং সব কিছুই আল্লাহ্‌র হয়ে যায়। এ কারণেই পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, আমরা মু'মিনদের কাছ থেকে তাদের প্রাণ এবং সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছি। এখানে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন সবাই প্রাণ শব্দের অধীনে চলে আসে আর বাকি সমস্ত ধনসম্পদ 'মাল' শব্দের অধীনে এসে যায়। আর মানুষ এই দু'প্রকার জিনিসেরই মালিক বা স্বত্বাধিকারী হয়ে থাকে। আর আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, আমরা এই উভয় জিনিস মানুষের কাছ থেকে ক্রয় করে নিয়েছি, তাদের প্রাণও নিয়েছি আর তাদের সম্পদও। এর অর্থ হলো, তোমাদের মাঝে এমর্মে ঝগড়া-বিবাদ থাকা উচিত নয় যে, এই জিনিসটি আমার বা সেই জিনিসটি তার, এই বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়ো না। এখানে আমার বা তোমার বলার কোন সুযোগ নেই। তোমরা নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা কর আর এসব বিতর্ক ছেড়ে দাও যে, অমুক ব্যক্তি কেন প্রেসিডেন্ট হলেন। (এখানে নির্বাচনের কথা হচ্ছে, পদধারীদের কথা বলা হচ্ছে। অনেকেই এই ঝগড়া আরম্ভ করে যে, অমুক ব্যক্তি কেন নামাযের ইমাম নিযুক্ত হলো, আমরা তার পিছনে নামায পড়ব না।) অমুক ব্যক্তি কেন প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হলো, অমুক কেন হয়নি? অমুক কেন সেক্রেটারী মনোনীত হলো, সে কেন হলো না, অথবা যতক্ষণ পর্যন্ত অমুক ব্যক্তি ইমাম না হবেন আমরা অমুকের পিছনে নামায পড়তে পারি না। (খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড: ১৬, পৃ: ২৭০-২৭১)

এ কথাগুলো কেবল শোনার জন্য নয়। কেউ কেউ হয়তো ভাববেন, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর যুগে এমন মানুষ ছিল, বর্তমান যুগে এমন মানুষ আর নেই। আজও এমন অভিযোগ এসে থাকে। সেযুগে সাহাবীরাও জীবিত ছিলেন যারা এমন বক্র প্রকৃতির লোকদের সংশোধন করতেন। কিন্তু আমরা নবুওয়তের যুগ বা নবীর যুগ থেকে ক্রমশ দূরে যাচ্ছি আর ভবিষ্যতে আরো দূরে যেতে থাকব। তাই এযুগে এদিকে আমাদের সজাগ দৃষ্টি দেয়া উচিত। পূর্বেও এ বিষয়ের প্রতি আমি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছি যে, আমাদের অনেক সতর্ক থাকা উচিত। আমাদের একথা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি বোঝার প্রয়োজন রয়েছে যে, আব্দুল্লাহ্ হিসেবে আমরা আমাদের দায়িত্ব কীভাবে পালন করতে পারি এবং কীভাবে নিজেদের হঠকারিতা ও আমিত্বকে বিসর্জন দিয়ে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করতে পারি? নির্বাচনের সময়ও এমন প্রশ্নাবলী উঠে থাকে। কোন কোন সময় অবস্থার প্রেক্ষিতে যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়, তখন মানুষ এমন প্রশ্ন পাঠাতে থাকে। এ বছরটিও নির্বাচনের বছর। জামা'তগুলোতে এ বছর নির্বাচন হবে। অতএব এ দৃষ্টিকোণ থেকেও সকলের উচিত নিজেদের চিন্তাধারার সংশোধন করা। অর্থাৎ দোয়ার পর সকল প্রকার সম্পর্ক এবং আত্মীয়তাকে ভুলে গিয়ে নিজেদের অধিকার সঠিকভাবে প্রয়োগ করুন, নিজের পরামর্শ দিন, আর এরপর যে সিদ্ধান্ত দেয়া হয় তা সানন্দে গ্রহণ করুন। সম্পূর্ণরূপে নিজের আমিত্ব বা স্বার্থের ঊর্ধ্বে থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। অঙ্গ সংগঠনগুলোর ক্ষেত্রেও এমন প্রশ্ন সামনে আসে। মাত্র দু'দিন পূর্বেই কোন একটি দেশের লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র নির্বাচন হয়, সেখান থেকে আমার কাছে পত্র আসে যে, অমুককে কেন মনোনীত করা হলো, অমুককে কেন করা হলো না, ইনি এমন আর তিনি তেমন। অতএব এমন আজেবাজে চিন্তাধারা আমাদের এড়িয়ে চলা উচিত। আর যাকেই যতদিনের জন্য নিযুক্ত করা হয় ততদিন অবশ্যই তার সাথে পুরোপুরি সহযোগিতা করা উচিত।

আরেকটি কথার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, একটি কথা হলো, মু'মিনের উচিত দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে চেষ্টা করা এবং বিষয়কে চূড়ান্ত পর্যায়ে নেয়া। আর অন্যদের ওপর নির্ভর করার পরিবর্তে অর্থাৎ কর্মকর্তা হোক বা কোন ওহদাদার হোক তারা যেন কেবল স্বীয় অধীনস্তদের ওপরই নির্ভর না করে বরং নিজেরাও যেন সরাসরি সব কাজের নিগরানী বা তত্ত্বাবধান করে এবং কাজে অংশগ্রহণের চেষ্টা করে। তাহলেই সঠিকভাবে কাজ সমাধা হতে পারে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন যে, এক সম্পদশালী ব্যক্তি ছিল। তার বিশাল এক লঙ্গরখানা ছিল যাতে বহু সংখ্যক

গরীব-দুস্থ প্রতিদিন খাবার খেত। কিন্তু বিশৃঙ্খলা ছিল এর সবচেয়ে বড় একটি সমস্যা। সে ব্যক্তি সম্পদশালী ছিল, তার মাঝে নিগরানী বা দেখাশুনার মনমানসিকতা ছিল না, সেদিকে দৃষ্টি দিত না। আর কর্মচারীরা ছিল অসৎ ও দুর্নীতিবাজ। যারা বাজার করতো তারা বেশি দাম দিয়ে জিনিসপত্র ক্রয় করতো আর পরিমাণে আনতো কম। ব্যবহারকারীরা কিছুটা নিজেদের ঘরে নিয়ে যেত। যারা খাবার রান্না করতো তারা কিছুটা নিজেরা খেয়ে ফেলতো, কিছু আত্মীয়স্বজনকে খাইয়ে দিত আর কিছু এদিক-সেদিক নষ্ট করতো।

একইভাবে স্টোররুম খোলা থাকতো আর সারা রাত কুকুর এবং শিয়াল ইত্যাদি সেসব খাদ্যসামগ্রী খেতো এবং নষ্ট করতো। ফলশ্রুতিতে সেই ব্যক্তি অনেকটা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে আর বিশ বছরের অব্যবস্থার পর তাকে জানানো হয় যে, তুমি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছ। সে যেহেতু প্রকৃতিগতভাবে উদার ছিল তাই সে লঙ্গরখানা বন্ধ করতে চায়নি কিন্তু একইসাথে ঋণ পরিশোধের চিন্তাও তার ছিল। সে তার বন্ধুবান্ধবদের ডাকে এবং তাদের সবাইকে বলে যে, আমি ঋণে জর্জরিত,নিজের দোষ-ত্রুটির কথা সে কিছুই বলেনি আর কেউ বলেও না।তারা সবাই বলে যে, স্টোর রুমের কোন দরজা নেই, সারারাত শিয়াল-কুকুর ইত্যাদি খাদ্যসামগ্রী নষ্ট করতে থাকে, তাই অনেক জিনিস নষ্ট হয়। স্টোরে যদি দরজা লাগিয়ে দেয়া হয় তাহলে অনেকটা সাশ্রয় হতে পারে। সে দরজা লাগানোর নির্দেশ দেয় আর দরজা লাগিয়ে দেয়া হয়। এটি একটি কাহিনী মাত্র আর কাহিনীতে কুকুর-শিয়াল এবং অন্যান্য প্রাণীরাও কথা বলে থাকে। তিনি বলেন, রাতের বেলা শিয়াল এবং কুকুরেরা স্টোর রুমের দরজা বন্ধ পেয়ে অনেক হইচই বা হট্টগোল করে। হঠাৎ এক বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ কুকুর বা শিয়াল সেখানে আসে আর জিজ্ঞেস করে, তোমরা কেন হইচই করছ? অন্যরা উত্তর দেয়, স্টোর রুমে দরজা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে, এখন আমরা খাব কোত্থেকে? আমাদের এলাকার সব কুকুর ও শিয়াল এখান থেকেই খাবার খেতো। সে বলে যে, তোমরা অনর্থক কান্নাকাটি এবং হইচই করছো আর নিজেদের সময় নষ্ট করছো। যে ব্যক্তি বিশ বছর পর্যন্ত নিজের ঘর লুটপাট হতে দেখেছে এবং এর সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেয়নি তার স্টোরের দরজা কে বন্ধ করবে? সে নিজে তো আর এর তত্ত্বাবধান করবে না। তাই চিন্তা করো না।

সুতরাং এই কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, 'যদি চায়' এবং 'চায়'-এর মাঝে অনেক পার্থক্য রয়েছে। কুকুর এবং খেকশিয়ালরা হইচই করে যে, সে 'যদি চায়' আর দরজা বন্ধ করে দেয় তাহলে আমরা খাব কোত্থেকে? আর তাদের যে বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ নেতা ছিল সে বলে যে, সে অর্থাৎ সেই সম্পদশালী ব্যক্তি চাইবেই না। সেএদিকে মনোযোগই দিবে না,তাই হইচই করার কী প্রয়োজন? এটি বর্ণনা করার পর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমাদের জামাতের সদস্যরা যদি না-ইবা চায় তাহলে কিছু হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তারা যদি চায় তাহলে অনেক কঠিন কাজও স্বল্পতম সময়ে সমাধা করতে পারে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমাদের শৈশবের বিভিন্ন কাহিনীর মাঝে আলাদিনের প্রদীপের কাহিনী অনেক প্রসিদ্ধ ছিল। আলাদিন এক দরিদ্র ব্যক্তি ছিল, তার একটি প্রদীপ হস্তগত হয়। সে যখনই সেই প্রদীপে ঘর্ষণ করত এক দৈত্য সামনে আসত। (এটি শিশুদের একটি কাহিনী বানানো হয়েছে।) সেই দৈত্যকে সে যা-ই বলত সে তাৎক্ষণিকভাবে তা প্রস্তুত করে তার সামনে হাজির করত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সে তাকে রাজপ্রাসাদ নির্মাণের নির্দেশ দিলে সে নিমিষেই রাজ প্রাসাদ তৈরি করে দিত। তিনি (রা.) বলেন, শৈশবে যখন বিচারবুদ্ধি ছিল না তখন আমরা মনে করতাম, আলাদিনের প্রদীপের ঘটনা একটি সত্য ঘটনা। কিন্তু বড় হলে আমরা বুঝতে পারি যে, এটি শুধু একটি ধারণা এবং কল্পকাহিনী। কিন্তু এরপর যৌবন পেরিয়ে যখন বৃদ্ধ বয়সে পদার্পণ করলাম তখন বুঝতে পারলাম, এই কথা সঠিক। [(এখানে যারা বসে আছে তারা হয়ত আশ্চর্য হচ্ছে যে, মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেছেন যে, বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়ে জানতে পারলাম এ কথা সঠিক।)] আলাদিনের প্রদীপ অবশ্যই রয়েছে। তিনি বলেন, কিন্তু সেই প্রদীপ তেলের প্রদীপ নয় বরং তা দৃঢ় সংকল্প এবং প্রত্যয়ের প্রদীপ। খোদা তা'লা যাকে সেই প্রদীপ দান করেন, সে সেই প্রদীপকে কাজে লাগায়, একারনে যে সংকল্প এবং প্রত্যয় খোদা তা'লার গুণাবলীর অন্তর্গত বিষয়। আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে 'কুন' বললে কাজ হওয়া আরম্ভ হয়ে যায় অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশের অধীনে তাঁর নির্ধারিত নীতির অধীনে তাঁর নির্দেশাবলী মান্য করে, (স্মরণ রাখবেন এগুলো হলো শর্ত) তাঁর কাছে দোয়া করা এবং সাহায্য যাচনার মাধ্যমে কোন মানুষ যদি 'কুন' বা হও বলে তাহলে তা হয়ে যায়। এক কথায় শৈশবে আমরা আলাদিনের প্রদীপের কথা বিশ্বাস করতাম। যৌবনে আমাদের সেই ধারণা দোদুল্যমান হয়ে পড়ে কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে এক দীর্ঘ অভিজ্ঞতা লাভের পর বুঝতে পেরেছি যে, আলাদীনের প্রদীপের কাহিনী সত্য। কিন্তু এটি একটি রূপক ঘটনা আর সেই প্রদীপ পিতলের নয় বরং তা সংকল্প এবং প্রত্যয়ের প্রদীপ। যখন তাতে ঘর্ষণ করা হয় তখন কাজ যত বড়ই হোক না কেন তা স্বল্পতম সময়ে হয়ে যায়। (আল ফযল, ২৪ জানুয়ারি ১৯৬২, পৃ: ২-৩, খণ্ড: ৫১/১৬, সংখ্যা: ২০)

অতএব এটিই আমাদের প্রত্যেকের চিন্তাধারা হওয়া উচিত যে, আমরা শুধুমাত্র 'যদি চাই' পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকব না বরং আমাদেরকে সত্যিকার অর্থে চাইতে হবে আর চাওয়ার পাশাপাশি

নিজেদের সকল শক্তিসামর্থ্য ব্যয়ে সেই কাজ করতে হবে এবং আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চাইতে হবে। কেউ কেউ এমনও আছে যারা চায়ও কিন্তু অনেক সময় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বা চাওয়া সত্ত্বেও কোন কোন কাজ হয় না। কেননা, তাদের সেই ইচ্ছা এবং চাওয়াতে পূর্ণ আন্তরিকতা থাকে না। সেই চাওয়ার সাথে সেই সমস্ত অনুসঙ্গ যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা থাকে না, অর্থাৎ সংকল্প থাকে না, প্রত্যয় থাকে না, পরিশ্রম করা হয় না, শুধু মনে করা হয় যে, আমরা চাই।

এই বিষয়টি আমি বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করি যখন নামাযের প্রশ্ন আসে। অনেকেই আমার কাছে এসে বলে, দোয়া করুন, আমরা নিয়মিত নামায পড়তে চাই কিন্তু আমরা নিয়মিত নামায পড়তে পারি না। অন্যান্য কাজ করার ইচ্ছা হলে করে ফেলে, কিন্তু নামাযকে যেহেতু অনিহার সাথে চায়, এর জন্য নিজেদের সকল শক্তিসামর্থ্য নিয়োজিত করে না এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য চায় না, তাই নামাযের অভ্যাসও গড়ে উঠে না। এমন লোকদের চাওয়া আসলে না চাওয়ারই নামান্তর। এটি হতেই পারে না যে, মানুষের চাওয়া সত্ত্বেও কোন কাজ হবে না। নামায সত্যিকার অর্থে তাদের কাছে একটি গৌণ বিষয় হয়ে থাকে। তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে থাকে জাগতিক কাজ, যা একটি ভ্রান্তরীতি। তাই সেই চাওয়া অনুসারে কাজ হয় না। এটি কীভাবে সম্ভব যে, মানুষ কোন কাজ করতে চাইবে, তার জন্য দৃঢ়-প্রত্যয় থাকবে আর কাজ করার দৃঢ় সংকল্পও করবে অথচ সে কাজ হবে না? অতএব এটি মানুষের নিজের আলস্য ও অনিহা হয়ে থাকে যাকে বিনাকারণে চাওয়া আখ্যা দেয়া হয়।

একটি ঘটনা বর্ণনা করার পূর্বে তিনি (রা.) বলেন, আমরা শৈশবে একটি গল্প শুনতাম আর শুনে হাসতাম; অথচ হাসির জন্য নয় বরং ক্রন্দনের জন্য সেই কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছিল। তাতে বর্তমান যুগের মুসলমানদের চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। কিন্তু সেই কাহিনী যিনি শুনিয়েছেন তিনি ইঙ্গিতে মুসলমানদের অবস্থা তুলে ধরেছেন যেন মৌলবীরা তার পিছু ধাওয়া না করে। (কোন আহমদীও যদি এমন কাজ করে তাহলে তাকেও আত্মবিশ্লেষণ করতে হবে।) সেই কাহিনীটি হলো, কারো এক দাসী বা চাকরানী ছিল যে সেহরীর সময় রীতিমত উঠতো কিন্তু সে রোযা রাখতো না। গৃহকর্ত্রী ভাবলেন, সে হয়ত কাজে সাহায্য করার জন্য ওঠে। কিন্তু সে যেহেতু রোযা রাখতো না তাই গৃহকর্ত্রী চিন্তা করলেন যে, তাকে অনর্থক সেহরীর সময় কষ্ট দেয়ার কী প্রয়োজন। সেই সময়ের কাজ আমি নিজেই করে নিব। দু'চার দিন পর গৃহকর্ত্রী বলেন, তুমি সেহরীর সময় উঠো না, আমি নিজেই এ সময়ের কাজ সেরে নিব, তোমার এই সময়ে কষ্ট করার প্রয়োজন নেই।

একথা শুনে সেই মেয়ে বিস্ময়ের সাথে গৃহকর্ত্রীর দিকে তাকায়। (তার চেখো এ প্রশ্ন ছিল যে) আমাকে বলছে কী? আর বলে, বেগম সাহেবা! আমি নামায পড়ি না, রোযাও রাখি না, যদি সেহরীও না খাই তাহলে তোকাফের হয়ে যাব। আসলে এটি প্রতীকি ভাষায় মুসলমানদের অবস্থা (অথবা সেসব লোকের অবস্থা যারা নামাযের প্রতি মনোযোগ দেয় না)। তিনি বলেন,অন্য ভাষায় তুমি এটি বলতে পার যে, যদি কোন মুসলমানকে বলা হয় যে,(এটি জুমুআতুল বিদার প্রেক্ষাপটে বলা হচ্ছে, কিন্তু প্রত্যেক জুমুআ এবং প্রত্যেক নামাযের ক্ষেত্রেই এই কথাটি প্রযোজ্য) মিঞাঁ! জুমুআতুল বিদা পড়ে কী লাভ। তুমি কেন অযথা নিজেকে এর জন্য কষ্ট দাও?অন্যান্য জুমুআ যেহেতু পড় না, তাই এই জুমুআও পড়ো না। তখন সে বিস্ময়ের সাথে তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে আর বলবে, ভাইজান! এটি আপনি কী বলছেন? আমি প্রাত্যহিক নামাযের জন্য মসজিদে যাই না, রোযাও আমি রাখি না, জুমুআতুল বিদাও যদি না পড়ি তাহলে তো কাফের হয়ে যাব। অতএব একবেলা মসজিদে এসে নামায পড়ে মনে করা যে, আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন হয়ে গেছে-এটিও একটি হাস্যকর বিষয়। (অথবা তাদের জন্যও হাস্যকর, যারা মনে করে মসজিদে গিয়ে এক বেলার নামায পড়লেই তার আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন হয়ে গেল আর এটিই যথেষ্ট।) (খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড: ২৩, পৃ: ৪৩৮-৪৩৯)

অতএব যারা রীতিমত নামাযের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে না তারা এমন লোকদেরই দলভুক্ত। পাঁচবেলার নামায প্রত্যেক সুস্থ্য-সাবালক মুসলমানের জন্য আবশ্যক। আর পুরুষদের জন্য মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামায পড়া আবশ্যক এবং এর ব্যবস্থা থাকা উচিত। যদি এটি বল যে, আমরা সাবালক নই বা আমাদের কোন বিচারবুদ্ধি নেই, তাহলে ঠিক আছে। কিন্তু এই উভয় কারণের কোনটি যদি না থাকে তাহলে সব জায়গায় বা সর্বত্র জামাতের সাথে নামায পড়ার চেষ্টা থাকা উচিত।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে নিজেই শুনেছি যে, (হুযূরের রচনাবলীতেও এটি বিদ্যমান) কোন বাদশাহ্ বা সম্পদশালী ব্যক্তি যখন কোন স্থানে যায় তার আর্দালী বা পিয়নও সাথে যায়। যে-ই তার সাথে থাকে তার ভেতরে যাওয়ার জন্য অনুমতির প্রয়োজন হয় না। আজকালও দেখুন! কোনমন্ত্রী বা অন্য কোন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা আসলে তাদের প্রটোকল কর্মকর্তা বা নিরাপত্তা রক্ষীরা সবাই তার সাথে যায়।তাদের জন্য পৃথক অনুমতি নেয়া হয় না যে, তারাও সাথে আসবে। উদাহরণস্বরূপ ভাইসরয় যদি কোন গভর্ণরকে তলব করেন (সেযুগে ভারতে বা পাকিস্তানে ইংরেজদের রাজত্বকালে সেখানে ভাইসরয় ছিল) তখন গভর্ণরের আর্দালি কোন নিমন্ত্রণ ছাড়াই তার কাছে যাবে আর সেই দাওয়াতে তার

নিরাপত্তারক্ষী এবং সেবকরাও যোগ দিবে। তিনি (রা.) বলেন, তাই তোমাদের অবস্থা যত নিম্নমানেরই হোক না কেন, তোমরা যদি ফিরিশ্‌তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন কর তাহলে তারা যেখানেই যাবে তোমরা তাদের সাথে যাবে। (আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হলে তাঁর ফিরিশ্‌তাদের সাথেও সম্পর্ক গড়ে উঠবে) তোমরা তাঁর আর্দালি বা চাপরাসিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। তারা যদি মানুষের হৃদয় ও মনমস্তিষ্কে প্রবেশ করে তাহলে তোমরাও তাদের সাথে যাবে। তিনি (রা.) বলেন, অতএব তোমরা এই অসাধারণ শক্তিকে উপলব্ধি করার চেষ্টা কর যা খোদা তা'লা তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের শক্তি আধ্যাত্মিকতার সাথে সম্পৃক্ত। তোমরা একে দৃঢ় করার জন্য ফিরিশ্‌তাদের সাথে যত বেশি সম্ভব সম্পর্ক গড়ে তোলো যেন তোমরা মানুষের হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছার শক্তি অর্জন করতে পার। যদি মানুষের হৃদয়ে পৌঁছার শক্তি তোমাদের অর্জন হয়ে যায় তাহলে সকল পর্দা দূরীভূত হবে আর খোদার জ্যোতি যেখানে পৌঁছবে তোমরাও সেখানে পৌঁছে যাবে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সেই সময় জলসায় আগমনকারীদের নসীহত করেছিলেন যে, তোমরা নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হও আর যে আগ্রহ নিয়ে এখানে এসেছ তা বাস্তবায়নের সম্ভাব্য সকল চেষ্টা কর। কুস্তি দেখার জন্য কিছু মানুষ যেভাবে প্রথমে এসে যায় তোমাদের আগমন যেন তদ্রুপ না হয়, বরং আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলো। আর আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক গড়ার ফলে আল্লাহ্‌র ফিরিশ্‌তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হবে। আর এই আধ্যাত্মিকতা যখন মানুষের মনমস্তিষ্কে প্রভাব ফেলবে তখন তোমাদের কাজ ফিরিশ্‌তারাই করবে আর যেখানেই তারা পৌঁছবে সেখানে তোমাদের নামও পৌঁছে দিবে, কেননা তোমাদের উদ্দেশ্য হবে পুত, আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে তোমরা হবে উন্নত আর তোমাদের কাজ খোদা তা'লার কাজ বলে প্রতিয়মান হবে। (আল ফযল, ৯ জানুয়ারি ১৯৫৫, পৃ: ৩, কলাম: ১, খণ্ড: ৪৪/৯, সংখ্যা: ৮)

অতএব এই মৌলিক নীতিটি সবসময় স্মরণ রাখা উচিত যে, জলসা হোক বা ইজতেমা,আমরা যখন কোন জায়গায় সমবেত হই, আধ্যাত্মিকতার উন্নতির জন্য যখন আমরা একত্রিত হই তখন আমাদের তা অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। আমাদের বৈঠক বা মজলিসসমূহকে যেন ক্ষণস্থায়ী আধ্যাত্মিক বৈঠক না হয় বরং আধ্যাত্মিক বৈঠক সমূহের যে প্রভাবই রয়েছে, তা যেন স্থায়ীভাবে বিদ্যমান থাকে আর ফিরিশ্‌তারাও যেন সকল স্থানে আমাদের সাহায্যকারী হয়ে যায়। অধিকন্তু যেখানেই আমরা চেষ্টা করি সেখানে ফিরিশ্‌তারা এসে যেন প্রভাব বিস্তার করে এবং আমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে ফলপ্রসূ করে।

সব সময় স্মরণ রাখতে হবে, সে-ই সত্যিকার মু'মিন,যে কোন সৎকাজ করলে পূর্বের চেয়ে অধিক বিনয় এবং ইস্তেগফারের মাধ্যমে খোদার কাছে বর্ধিত নেক কর্মের সামর্থ্য লাভের জন্য দোয়া করে, যাতে করে এই ধারা অব্যাহত থাকে এবং তার পরিণামও শুভ হয়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, কোন কোন সাহাবী বলেন, মহানবী (সা.)-কে যখন দোয়া করতে দেখতাম তখন আমাদের মনে হতো যেন একটি পাতিলে টগবগ করে পানি ফুটছে। অতএব নিজের নফস বা অবাধ্য প্রবৃত্তির সংশোধনের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ কর এবং তাকওয়া ও পবিত্রতা অবলম্বন কর। এটি মনে করো না যে, তোমরা নেক কাজ করছ। কেননা, বড় বড় নেক কর্ম করার পরও ঈমানহীনতা সৃষ্টি হতে পারে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, জানি না কেন আজকাল মানুষ হজ্জ করে আসার পর তাদের হৃদয়ে পূর্বের চেয়ে বেশি অহংকার, আত্মশ্লাঘা এবং পাপ দানা বাঁধে। এই ত্রুটি দেখা দেয়ার কারণ হলো তারা হজ্জের প্রকৃত মর্ম এবং অর্থ বোঝে না। আধ্যাত্মিকভাবে বিন্দুমাত্র লাভবান হওয়ার পরিবর্তে নিরেট হাজী সেজে অহংকার প্রদর্শন আরম্ভ করে। এর পাশাপাশি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একটি কাহিনী শোনাতেন যে, এক বৃদ্ধা শীতকালে রাতের বেলায় ষ্টেশনে বসে ছিল। কেউ তার চাদর নিয়ে যায়। তার শীত লাগলে চাদর গায়ে দেয়ার ইচ্ছা হয় কিন্তু দেখে যে সেটি নেই। সে চিৎকার করে বলে, ভাই হাজী! আমার শুধু একটিই চাদর, আমার যে সেটি একান্তা প্রয়োজন রয়েছে, তা আমাকে ফেরত দাও। চাদরটি যে ব্যক্তি নিয়েছিল, সে নিকটেই বসে ছিল, নিয়ে চলে যায় নি। একথা শুনে যে ব্যক্তি চাদরটি নিয়েছিল সে লজ্জিত হয় আর সেই চাদর তাকে ফেরত দেয়, কিন্তু একই সাথে সে জিজ্ঞেস করে যে, চাদর যে ব্যক্তি চুরি করেছে সে যে একজন হাজী, একথা তুমি কীভাবে জানলে? সেই মহিলা বলেন, এযুগে এমন পাষণ্ডতা হাজীরাই প্রদর্শন করতে পারে।

অতএব একথা ভেবো না যে, আমরা নেক কর্মে নিয়োজিত। একথা মনে করো না যে, আমরা নেক সংকল্প রাখি। মানুষ যত নেক কাজই করুক না কেন, তা থেকে পাপের সূচনা হতে পারে। আর মানুষের ইচ্ছা যতই নেক বা পবিত্র হোক না কেন, তা তার ঈমানকে বিকৃত করতে পারে কেননা ঈমান আমাদের কর্মের ফলে লাভ হয় না বরং খোদা তা'লার দয়ায় লাভ হয়। (এটি একটি মৌলিক কথা যা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত।) আমাদের আমল বা কর্ম যত বেশিই হোক না কেন, খোদার দয়া যদি না হয়, তাঁর কৃপা যদি না থাকে তাহলে ঈমান কোনভাবেই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। অতএব সব সময় খোদার দয়ামায়ার ওপর দৃষ্টি রাখ আর তোমাদের দৃষ্টি যেন সব সময় তাঁর পবিত্র হাতের দিকে যায়, কেননা যে ভিখারী এই বিশ্বাস রাখে যে, খোদার দ্বার

পরিত্যাগের পর আমার জন্য অন্য কোন দ্বার খুলতে পারে না এমন ব্যক্তি খোদা তা'লার কৃপারাজিকে আকর্ষণ করে। সুতরাং তোমাদের দৃষ্টি যেন সব সময় খোদার প্রতিই নিবদ্ধ থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর সত্তায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে ততক্ষণ তোমরা নিরাপদ থাকবে, কেননা যার চোখ খোদার সত্তায় নিবদ্ধ বাযে খোদার পথপানে চেয়ে থাকে, কেউ তার ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু যখনই দৃষ্টি অন্য দিকে ফেরানো হয় আর তাঁর দরজা থেকে মানুষ যদি চলে যায় (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার দরজা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়) তাহলে ইচ্ছা যতই নেক বা পবিত্র হোক আর যত ভালো কাজই করুক না কেন, তার কোন ঠাঁই থাকে না বরং সে শয়তানের ক্রোড়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়। (খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড: ১৭, পৃ: ২১৬-২১৮) অতএব তওবা, ইস্তেগফার এবং আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যাচনা করা , তাঁর কৃপারাজি ভিক্ষা চাওয়া ও তা আকর্ষণের স্থায়ী চেষ্টা করা মানুষকে শুভ পরিণাম বা পরিণতির দিকে নিয়ে যায়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একটি ঘটনা শোনাতেন। তিনি বলতেন, হযরত আবু বকর (রা.)-এর ঘরে বা হযরত ওমর (রা.)-এর ঘরে, (আমার সঠিক মনে নেই,) চুরির ঘটনা ঘটে আর তাদের কিছু গহনা চুরি হয়। তাঁর এক চাকর ছিল, সে হইচই করছিল যে, এমনসব দুর্ভাগাও পৃথিবীতে আছে যারা আল্লাহ্‌র খলীফার ঘরে চুরি করতেও লজ্জা বোধ করে না। চোরকে সেই চাকর অনেক বেশি অভিশাপ দিচ্ছিল আর বলছিল যে, আল্লাহ্ তার চুরি প্রকাশ করুন এবং তাকে লাঞ্ছিত করুন। অবশেষে তদন্ত করে জানা যায় যে, এক ইহুদীর ঘরে সেই গহনা বন্ধক রাখা হয়েছে। সেই ইহুদীকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় যে, এই গহনা তুমি কোথায় পেয়েছ? তখন সে সেই চাকরের কথাই বলে যে অনেক হইচই করছিল আর চোরকে অভিশাপ দিচ্ছিল। অতএব অভিশাপ দেয়া বা আনুগত্যের দাবি করা কোন অর্থ রাখে না, আসল জিনিস হলো কর্ম। নতুবা কেবল মৌখিকভাবে আনুগত্যের দাবিদার কোন কোন সময় সবচে বড় মুনাফিক বা কপটাচারীও হতে পারে। (খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড: ১৭, পৃ: ৫১৬)

অতএব এটি বড় চিন্তার বিষয় আর এদিকে বা এই কথার প্রতি সবসময় আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ থাকা চাই।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক জায়গায় আহমদীয়াতের এক শত্রুর কথা উল্লেখ করেন যে কিনা তাঁর (রা.) সামনে হম্বি-তম্বি করেছিল আর বলেছিল যে, আমরা আহমদীয়াতকে পিষ্ট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তিনি (রা.) বলেন, আমিও তাকে এই উত্তর দিতে পারতাম যে, তুমি পিষ্ট করে তো দেখাও। কিন্তু তা না করে আমি তাকে বলেছি, কাউকে নিশ্চিহ্ন করা বা না করা বা কাউকে প্রতিষ্ঠিত রাখা বা স্থায়িত্ব দেয়া এটি খোদা তা'লার নিয়ন্ত্রণে। যদি তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা) আমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে চান তাহলে আপনাদের চেষ্টার কোন প্রয়োজনই নেই, তিনি নিজেই নিশ্চিহ্ন করে দিবেন। কিন্তু তিনি যদি আমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে চান তাহলে কেউ আমাদের কিছু করতে পারবে না। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আর তাকওয়াই মানুষকে এমনসব দাবি করা থেকে বিরত রাখে যে, হেন করেঙ্গে তেন করেঙ্গে। আমিত্ব বা অহমের কোন মূল্যই নেই। তাকওয়াই প্রকৃত উত্তর বুঝিয়ে দেয়। তাই হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, আমি তাকে এই উত্তরই দিয়েছি যে, আমারা কিছু করতে পারব না কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যদি আমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে চান তাহলে তোমরা কিছুই করতে পারবে না আর আমাদের কেউ নিশ্চিহ্ন হবে না। তিনি বলেন, তাকওয়াই মানুষকে এমন দাবি থেকে বিরত রাখে যে, আমি হেন করব, তেন করব। এমন দাবি করে লাভ কী?

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন যে, কাদিয়ানে বা অন্য কোন স্থানে কলেরার ভয়াবহ প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। এক জানাযার সময় একজন বলে বসে যে এরা নিজেরাই ইচ্ছা করে মরে। কলেরার প্রাদুর্ভাব হয়েছে, মানুষ তবুও পানাহার থেকে বিরত হয়না, আর পেট ভরে খায়। একথাও চিন্তা করে না যে, এখন কলেরার সময়। যে ব্যক্তি অনেক বেশি বলছিল, সে বলে, দেখ! আমরা শুধু একটি ছোট চাপাতি খাই। কিন্তু এই হতভাগারা পেটপুরে খেতে থাকে আর এরপর কলেরায় মরতে থাকে। দ্বিতীয় দিন আরো একটি জানাযা আসলে কেউ একজন জিজ্ঞেস করে, এটি কার জানাযা? সেখানকার অনেক মানুষ তার কথা শুনতে শুনতে বিরক্ত ছিল। কোন এক মনপোড়া ব্যক্তি বলে বসে যে, এই জানাযা সেই ব্যক্তির যে শুধু একটি চাপাতি খায়। অতএব এমন দাবি করে লাভ কী যে, আমরা এটি করে ফেলব বা সেটি করে ফেলব। হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'লা যা বলেন তা আমরা বলতে পারি যে, এমনটি হয়ে যাবে। বিনয়ের অর্থ এটি নয় যে, খোদা তা'লা যা বলেন তাও গোপন করব। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ

(সূরা মুজাদেলা: ২২) অর্থাৎ আমরা এটি অবধারিত করে রেখেছি যে, আমরা এবং আমাদের রসূলগণ জয়যুক্ত হব। এখন যদি কেউ আমাদেরকে বলে, আমরা তোমাদেরকে পিষ্ট করব তাহলে আমি বলতে পারি যে, যদি আমার শক্তির প্রশ্ন হয় তাহলে আমি কিছু বলতে পারব না। কিন্তু এই শব্দ যদি আহমদীয়াত সম্পর্কে বলা হয় তাহলে এটি কখনো হতে পারে না। আহমদীয়াত অবশ্যই জয়যুক্ত হবে, ইনশাআল্লাহ্। (খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড: ১৭, পৃ:৩৪৩) আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতিতে আমাদের এত পরিমাণ বিশ্বাস রয়েছে যতটা আমাদের নিজেদের প্রাণের ওপরও নেই। অতএব আহমদীয়াত অবশ্যই জয়যুক্ত হবে।

আমাদের জীবদ্দশায় হোক বা পরে, কিন্তু এই বিজয় যাত্রায় শরীক হওয়ার জন্য আমাদের তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা অত্যাবশ্যকীয় যেন বংশপরম্পরায় এটি প্রতিষ্ঠিত থাকে। আর আমাদের যুগে না হলেও আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন সেই বিজয় প্রত্যক্ষকারী হয়।

দোয়া কীভাবে করা উচিত, আর আহমদীরা যে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন তা থেকে উত্তরণ কীভাবে সম্ভব?– এর ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, পৃথিবীতে ভালোবাসার সর্বোত্তম বহিঃপ্রকাশ সেটিই যা মা তার পুত্রের সাথে বা সন্তানের প্রতি প্রদর্শন করে। অনেক সময় মায়ের বক্ষের দুধ শুকিয়ে যায়, কিন্তু শিশু যখন ক্রন্দন করে তখন আবার দুধ নেমে আসে। অতএব যেভাবে শিশুর ক্রন্দন ছাড়া মাতৃবক্ষে দুধ আসতে পারে না অনুরূপভাবে খোদা তা'লাও তাঁর রহমতকে বান্দার ক্রন্দন এবং আহাজারির সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। বান্দা যখন আহাজারি করে তখন রহমতের দুগ্ধ অবতীর্ণ হওয়া আরম্ভ হয়। অতএব আমি যেমনটি বলেছি, আমাদেরকে নিজেদের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত, কিন্তু মোনাফিকরা চেষ্টার যে অর্থ করে থাকে সেই চেষ্টা নয়। আর এরপর যত বেশি দোয়া করা যায়, আমাদের করা উচিত অর্থাৎ দোয়াকে সর্বোচ্চ মার্গে পৌঁছানো উচিত।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সেই সময়ও তাহরীক করেছিলেন যে, ৭টি রোযা রাখুন আর দোয়া করুন। কয়েক বছর পূর্বে আমিও বলেছিলাম যে, জামা'তের রোযা রাখা উচিত। (খুতবাতে মসরূর, খণ্ড: ৯, পৃ: ৫০১-৫০২) জামাতে এখনও কেউ কেউ এমন আছে যারা এর ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং রোযা রাখে। এখন আমাদের সপ্তাহে একটি করে হলেও অন্ততপক্ষে ৪০টি রোযা রাখা উচিত। অর্থাৎ ৪০ সপ্তাহ পর্যন্ত বিশেষভাবে রোযা রাখুন, দোয়া করুন, নফল পড়ুন এবং সদকা দিন, কেননা কোন কোন জায়গায় জামা'ত কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছে। আমরা যখন আল্লাহ্ তা'লার দরবারে আহাজারি করব তখন যেভাবে শিশুর ক্রন্দনে মায়ের বক্ষে দুধ নেমে আসে তেমনিভাবে আকাশ থেকে আমাদের প্রভুর সাহায্যও ইনশাআল্লাহ্ তা'লা নাযিল হবে আর সেসব প্রতিবন্ধকতা এবং সমস্যা, যা আমাদের পথে বিদ্যমান, তা দূর হবে। পূর্বেও দুরীভূত হয়েছে আর এখনও ইনশাআল্লাহ্ তা'লা তা দুরীভূত হবে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, কিছু সমস্যা এমন হয়ে থাকে যা দূর করা আমাদের শক্তির ঊর্ধ্বে। শত্রুর মুখ আমরা বন্ধ করতে পারি না। তাদের কলমকে আমরা বাধাগ্রস্ত করতে পারি না। তাদের মুখ এবং কলম থেকে এমন কিছু বের হয় যা শোনা এবং পড়ার শক্তি আমাদের নেই। (আর আজকাল আমরা দেখি, পাকিস্তানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে চরম নোংরা ভাষা ব্যবহার করে বিজ্ঞাপনওলাগানো হয়। তখনও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হতো, ইংরেজদের রাজত্ব ছিল কিন্তু তখনও কথায় কর্ণপাত করা হতো না। তারা সেভাবেই শুনতো যেভাবে এক বধির শুনে।) হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, সে যুগে মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে যেসব কথা বলা হতো সেসব কথাই অন্য কারো সম্পর্কে বলা হলে দেশে আগুন লেগে যেতো। কিন্তু সেসব কথা অবিরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে বলা হয় কিন্তু যারা এমন কথা বলে তাদেরকে এতটুকুও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় না। অথচ আমরা এই রিপোর্টও পেয়েছি যে, (এটি সেই যুগের কথা) কোন কোন বিরোধী পরিমণ্ডলে একথাও বলা হয় যে, সরকারী কর্মকর্তারা আমাদেরকে নিশ্চয়তা দিয়েছে, আহমদীদের বিরুদ্ধে যা ইচ্ছে লেখ, তোমাদের কোন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। (খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড: ১৭, পৃ: ১৫২-১৫৩)

জামাতের সাথে সব সময় এমন ব্যবহারই হয়ে আসছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সকল প্রতিবন্ধকতার মুখে জামা'তে উন্নতি-অগ্রগতি অব্যহত ছিল। এটি সেই সময়ের সরকারের অবস্থা ছিল যেই সরকার জামা'তের বিরুদ্ধে কোন আইন পাশ করেনি। পাকিস্তানে আহমদীদের বিরুদ্ধে আইনও রয়েছে আর সেই আইন বিরোধীদের সাহায্যও করে থাকে আর তারা যা ইচ্ছে তা-ই করে। মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে মুখে যা আসে, যে অপলাপ করতে চায় এবং বাজে কথা বলতে চায় তারা বলে। আহমদীদেরকে অত্যাচার এবং নির্যাতনের লক্ষ্যে পরিণত করা হয়। আদালতও এখন তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে আহমদীদের শাস্তি দিতে বদ্ধ পরিকর। অতএব এর জন্য খোদার দরবারে আমাদের অনেক বেশি আহাজারি করা প্রয়োজন। বিশেষ করে পাকিস্তানের আহমদীদের এ দিকে পূর্বের চেয়ে অধিক মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। বিশুদ্ধচিত্তে বা একনিষ্ঠভাবে খোদা তা'লার দরবারে ঝুঁকুন, নফল পড়ুন, সদকা দিন, রোযা রাখুন। দোয়া ছাড়া এবং খোদার রহমতকে উদ্বেলিত করা ছাড়া আমাদের আর কোন গত্যন্ত নেই। আল্লাহ্ তা'লা বিশেষত সেসব আহমদীকে, যেখানে এই নির্যাতন এবং অত্যাচার হচ্ছে, যেসব দেশে হচ্ছে বা যেসব স্থানে হচ্ছে, এমন দোয়া করার তৌফিক দিন যা খোদার আর্‌শকে প্রকম্পিত করবে। আর সামগ্রিকভাবে সারা পৃথিবীর আহমদীদেরও জামা'তের উন্নতি এবং যুলুম ও নির্যাতন থেকে নিরাপদ থাকার জন্য দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরও এই তৌফিক দান করুন। (আমীন)

(সূত্র: আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৪-১০ মার্চ ২০১৬, খণ্ড: ২৩, সংখ্যা ১০, পৃ. ৫-৯)

বিশ্বশান্তি: সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান

হযরত মির্যা তাহের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)

(৩১ কিস্তি)

গরীবদের দাওয়াত গ্রহণ

বিত্তশালী সমাজ ব্যবস্থার উচ্চস্তরের ব্যক্তিদেরকে যদি কোন গরীব থেকে গরীব ব্যক্তিও তার পর্ণকুটীরে নিমন্ত্রণ জানায় তবে তাদেরকে সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করার জন্য জোরালো ভাষায় উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অবশ্য, আগে থেকেই যদি তাদের কোন নির্ধারিত ব্যস্ততা বা প্রতিশ্রুতি বা কোন অসুবিধা থাকে তবে সে ভিন্নকথা। কিন্তু, ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার (সা.) এটা বারবার একটা প্রাক্টিস ছিল যে, তিনি এমনকি সর্বাপেক্ষা গরীব ব্যক্তিটিরও দাওয়াত কবুল করতেন। যারা তাঁকে (সা.) তাঁদের পবিত্র মনীব হিসেবে মানতেন ও ভালবাসতেন তারা তাঁর এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করাতে গৌরবান্বিত বোধ করতেন। অবশ্য, সমকালীন সমাজে, ধনী ব্যক্তিরা যদি গরীবদের সকলেরই দাওয়াত গ্রহণ করে, তাহলে গরীবদের সঙ্গে খানাপিনা করা ছাড়া তাদের আর অন্য কাজ করবার ফুরসৎ মিলবে না। তবে, মাঝেমধ্যে এ ধরনের দাওয়াতে শামিল হতে হবে, যাতে করে ঐ উপদেশের মর্ম ও স্পিরিটকে অক্ষুন্ন রাখা যায়।

আমরা ইতোপূর্বে বলে এসেছি যে, মদ্যপান ও জুয়াখেলা নিষিদ্ধ। অতএব, ধূমধাম ও হৈ চৈ-পূর্ণ পান-ভোজনের উৎসবাদি এমনিতেই বাদ পড়ে যায়। ব্যয়বাহুল্য এবং অতিরিক্ত উচ্চ মানের জীবনযাত্রাকে নিষেধ করে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তা শুধু বিয়েশাদীর ব্যাপারেই প্রযোজ্য নয়, বরং তা মানবীয় কর্মকাণ্ডের সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই শিক্ষার সৌন্দর্য এটাই যে, এটা জোর করে চাপানো হয়নি, উপদেশ ও ভালবাসার মাধ্যমে দান করা হয়েছে, অনুপ্রাণিত করা হয়েছে।

পরিমিত খাদ্যাভাস

"হে আদম সন্তানগণ! তোমরা প্রত্যেক মসজিদে উপস্থিতির সময় সৌন্দর্য অবলম্বন কর, এবং আহার কর ও পান কর, কিন্তু অপব্যয় করো না, কারণ তিনি অপব্যয়কারীকে ভালবাসেন না।" (আল্ আ'রাফ- ৭ঃ৩২)

সময় থাকলে আমি ক্ষুধার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলতাম, যার একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে খাদ্য-দ্রব্যাদির নষ্ট করা বন্ধ করা। তবু, বিষয়টা নিয়ে পরে সংক্ষেপে হলেও আমি কিছু বলবো।

টাকা-পয়সা ধার করা

জীবন যাপনের মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য টাকা-পয়সা কর্জ করার ব্যাপারে ইসলাম জোরালোভাবে এবং বার বার করে বলে যে, জরুরী অবস্থায় যে ঋণ দেওয়া হয় তা যেন সুদমুক্ত হয়। যাদের আছে তারা যেন যাদের নেই তাদের আর্থিক সহায়তা দান করে। এটাও পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, ঋণগ্রহীতা যদি তার আর্থিক অনটনের দরুন সময়মত ঋণ পরিশোধ করতে না পারে, তাহলে তাকে আরও সময় দিতে হবে। ঋণ গ্রহীতাকে নিকট আত্মীয়রা সাহায্য করতে পারে কোন মৃতব্যক্তির সম্পত্তি থেকেও ঋণ শোধ করা যেতে পারে। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে যাকাতের টাকা দিয়েও দায়মুক্ত করা যেতে পারে। ঋণী ব্যক্তি যদি তার পাওনা টাকা মাওকুফ্ করে দেয়, তাহলে সেটাই হবে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সব চাইতে উত্তম। তবে, যে ঋণ গ্রহীতা তার ঋণ পরিশোধে সক্ষম তার উচিত শর্ত পালন করা এবং যথাসময়ে ঋণ শোধ করা। পারলে গৃহীত ঋণের চাইতে কিছু বেশী পরিমাণে ফেরৎ দেওয়া। এটা অবশ্য বাধ্যতামূলকও নয়, পূর্ব-নির্ধারিতও নয়; নইলে এটাও আবার 'সুদ' এর

ব্যাপক সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে যাবে। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা হচ্ছেঃ

"হে যারা ঈমান এনেছো! যখন তোমরা নির্দিষ্ট কালের জন্য ঋণ সম্পর্কে পরস্পরের মধ্যে লেনদেন কর, তখন তোমরা তা লিখে নেও। এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন তা ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখে দেয়, এবং লেখক যেন লিখতে অস্বীকার না করে, কারণ আল্লাহ্ তাকে শিখিয়েছেন; অতএব সে যেন লিখে; এবং যার ওপরে (ঋণ-শোধের) দায়িত্ব সে যেন (সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু) লেখায়, এবং তার প্রভু আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে, এবং তার মধ্যে যেন সে কিছু কম না করে। কিন্তু ঋণ গ্রহণকারী যদি নির্বোধ বা দুর্বল হয় অথবা স্বয়ং (বিষয়বস্তু) লিখতে অসমর্থ হয়, তাহলে তার অভিভাবক যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে (বিষয়বস্তু) লিখায়। এবং তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুজনকে সাক্ষী রাখ, কিন্তু যদি দুজন পুরুষ না পাওয়া যায়, তাহলে উপস্থিত দর্শকদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পসন্দ কর একজন পুরুষ এবং দু'জন স্ত্রীলোককে (সাক্ষী রাখ), এইজন্য যে, দু'জন স্ত্রীলোকের মধ্যে যদি একজন ভুলে যায়, তাহলে অপরজন স্মরণ করিয়ে দেবে। এবং যখন সাক্ষীগণকে ডাকা হয়, তখন তারা যেন অস্বীকার না করে এবং লেনদেন ছোট হোক কিংবা বড় হোক তোমরা তা মেয়াদসহ লিখতে অবহেলা করো না। এটা আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক ন্যায়সঙ্গত এবং প্রমাণের জন্য সর্বাধিক দৃঢ় এবং সর্বাধিক নিকটবর্তী পন্থা, যাতে তোমরা সন্দেহে পতিত না হও।

কিন্তু যদি নগদ কারবার হয়, যাতে তোমরা পরস্পর (মাল ও মূল্যের) বিনিময় কর, সেরূপ ক্ষেত্রে এর কোন লেখা-পড়া না করলে তোমাদের ওপর কোন পাপ বর্তাবে না। এবং যখন পরস্পরের মধ্যে বেচাকেনা কর তখন সাক্ষী রাখো, এবং লেখক ও সাক্ষী কাউকেও যেন ক্ষতিগ্রস্ত করা না হয়। কিন্তু যদি তোমরা এরূপ কর তাহলে তা তোমাদের অবাধ্যতা বলে গণ্য হবে। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর। এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন। বস্তুতঃ, আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।" (আল্ বাকারা- ২ঃ২৮৩, ২৮৪)

একটা কথা স্মরণ রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, এই আয়াতগুলিকে সম্পূর্ণরূপে অপপ্রয়োগ করা হয়েছে এবং সম্পূর্ণ প্রসঙ্গ বহির্ভূত ভাবে ব্যবহারও করা হয়েছে। এবং এটা করেছে সেই সব মধ্যযুগীয় মনোভাবপন্ন উলেমা বা পণ্ডিতরা যারা জিদ করেই বলে থাকে যে, ইসলামের মতে একজন মাত্র স্ত্রীলোকের সাক্ষী যথেষ্ট নয়। তাদের কথা হচ্ছে, প্রতিটি আইনগত শর্ত পূরণের জন্য যেক্ষেত্রে একজন পুরুষের সাক্ষ্যই যথেষ্ট, সেক্ষেত্রে একজন পুরুষ সাক্ষীর তুলনায় দু'জন স্ত্রীলোক সাক্ষীর প্রয়োজন। তারা এই আয়াতগুলির অর্থের সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা করে ইসলামী আইনশাস্ত্রমতে পুরুষ ও স্ত্রীলোক সাক্ষীর যে ভূমিকা সে সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করেছে। তারা মনে করে যে, পবিত্র কুরআন যখন বলে যে, সাক্ষী হিসেবে একজন পুরুষ হলেই চলবে, তখন তার জায়গায় তার বদলে দু'জন স্ত্রীলোকের সাক্ষের প্রয়োজন হবে। এমনিভাবে, দু'জন পুরুষের সাক্ষ্যের বদলায় চারজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যের প্রয়োজন হবে; চারজন পুরুষ সাক্ষীর বদলায় প্রয়োজন হবে আটজন স্ত্রীলোক সাক্ষীর...।

এই ধারণাটা এত অবাস্তব এবং কুরআনী শিক্ষার সঙ্গে এত সম্পর্কহীন যে, এই গুরুত্বপূর্ণ বিচার বিভাগীয় বিষয়টির ব্যাপারে মধ্যযুগপন্থীদের অবস্থান দেখে যে কেউ বিরক্ত না হয়ে পারে না। এই আয়াতগুলি সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো প্রণিধানযোগ্যঃ

১. এ আয়াতগুলিতে একথা আদৌ বলা নেই যে, উভয় স্ত্রীলোককেই সাক্ষ্য দিতে হবে;

২. দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটির ভূমিকা পরিষ্কারভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে এবং তার সেই ভূমিকা তিনি পালন করবেন মাত্র একজন সহকারীরূপে, তার বাইরে নয়;

৩. দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটি, যিনি সাক্ষ্য দান করেছেন না, তিনি যদি দেখেন যে, সাক্ষীর প্রদত্ত বয়ানের কোন অংশ থেকে প্রতিভাত হচ্ছে যে, সাক্ষী চুক্তির মর্ম সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেননি, তাহলে তিনি সাক্ষীকে বিষয়টা সঠিকভাবে মনে করিয়ে দিতে পারেন এবং সাক্ষীকে তার উপলব্ধি শোধরাতে সহায়তা করতে পারেন, অথবা তাঁর স্মরণকে তাজা করে দিতে পারেন।

৪. এটা সম্পূর্ণরূপে সাক্ষ্যদানকারিণী স্ত্রীলোকটির এখতিয়ারাধীন যে, তিনি তার সহায়তাকারিণীর সঙ্গে একমত হবেন কি, হবেন না। তার সাক্ষ্যই একমাত্র স্বাধীন সাক্ষ্যরূপে স্বীকৃত এবং তিনি যদি তার সহায়তাকারিণীর সঙ্গে একমত না হন, তাহলে তার কথাই চূড়ান্ত।

কিছুটা ভিন্ন এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাটুকুর পর, এখন আমরা আবার মূল প্রসঙ্গে ফিরে যেতে চাই।

ইসলামের শিক্ষানুসারে চুক্তি সম্পাদনের বিশেষ প্রয়োজনীয় দিকগুলো হচ্ছেঃ

মালপত্র বিক্রীর বেলায়, ঋণগ্রহীতার সঙ্গে ঋণের দলীল লেখার সময় সাক্ষীদের সামনে শর্তাদি নিরূপণ করা; অঙ্গীকার পূরণে সম্পূর্ণরূপে সততা রক্ষা করা এবং আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন বরা; ট্রাষ্টীদের সততার সঙ্গে ট্রাষ্ট পালন করা। এসবই ইসলাম কর্তৃক চুক্তি সম্পাদনে আরোপিত বাধ্যবাধকতার প্রয়োজনীয় বৈশিষ্টাবলীর আওতাভুক্ত।

মনে রাখতে হবে যে, যে অর্থনীতিতে সুদমুক্ত ঋণ দেওয়া হয়, সেখানে ঋণদাতা অহেতুক ঋণ দিয়ে দিয়ে অর্থনৈতিক স্থিতি গড়ে তুলবে না। সুতরাং সমাজের

ক্রয় ক্ষমতা যুক্তিযুক্ত সীমার মধ্যেই থাকবে এবং সম্পর্কযুক্ত থাকবে বর্তমানের সঙ্গে। ভবিষ্যৎ থেকে ধার করবার প্রবণতা আপ্‌সে আপ দূরীভূত হবে। এই পটভূমিতে স্থাপিত শিল্প অবশ্যই সুদৃঢ় থাকবে এবং অর্থনৈতিক ঝুঁকির সব উত্থান-পতন কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে।

ইসলাম এমন একটা জীবনযাপন পদ্ধতি বা লাইফ-ষ্টাইলের চর্চা করে যা সহজ সরল এবং যার মধ্যে, সত্য বলতে কি, যদিও কোন কৃপণতা নেই, তবু তা এমন আড়ম্পরপূর্ণ ও অপব্যয়ী না যে, তা গরিবদের মনে লাগে এবং তাদের অন্তর্জ্বালার কারণ হয় এবং উভয় শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি করে।

অর্থনৈতিক শ্রেণী-পার্থক্য

এ ব্যাপারে একটা বিষয় ভালভাবে বুঝা উচিত যে, কিছু সংখ্যক লোকের হাতে সম্পদ জমা হওয়াটাই শ্রেণী সৃষ্টি হওয়ার এক মাত্র কারণ নয়। বরং মালিক ও শ্রমিক এবং জমিদার ও কৃষকের মধ্যে পুঁজির বিভাজন দ্বারাও শ্রেণীর সৃষ্টি হয়।

একটা শ্রেণী-সমাজ সৃষ্টির আরও বহুবিধ কারণ আছে। এ সম্পর্কিত সবগুলো উপাদানের উল্লেখ করাই সম্ভব নয় যে, কী করে সেগুলো যৌথভাবে বা এককভাবে শ্রেণী সৃষ্টির ক্ষেত্রে সহায়তা করে।

ঐতিহ্যগত ভারতীয় সমাজের ওপর গবেষণা চালালে হাজার বছর যাবৎ বিবর্তিত এক সমাজ-কাঠামোর অস্তিতের এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যবে। দেখা যাবে যে, বিবর্তনের গোটা ব্যাপারটা সম্পদ বিতরণের কারণে প্রভাবান্বিত হয় নি, বরং তা প্রভাবান্বিত হয়েছে গোত্রীয়, সামাজিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক কারণের দ্বারা। বহিরাক্রমণ, অভ্যন্তরীণ কলহ-বিবাদ, উত্তরণের জন্য সংগ্রাম এবং শাসন-দমনের এক দীর্ঘ ইতিহাস সংরক্ষিত আছে ভারতের বর্ণ-ব্যবস্থার ভেতরে, যা খণ্ড খণ্ড বহুবিধ শ্রেণীর জন্ম দিয়েছে।

মার্কস এ অবস্থাটার প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। তিনি এ বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে পত্র লিখেছিলেন নিউ ইয়র্কের 'দি হেরাল্ড ট্রিবিউন'। তিনি এই অবস্থাকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দর্শনের সঙ্গে বিসদৃশ বলে মনে করেছেন। অবশেষে মার্কস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এই শ্রেণী-ব্যবস্থা থাকার কারণেই ভারতে কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠার সম্ভবনা একবারেই ক্ষীণ।

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী সমাজে শ্রেণীর সৃষ্টি হওয়াটা কেবল তখনই ক্ষতিসাধন করতে শুরু করে, যখন সেখানে অর্থ কীভাবে ব্যয় করা উচিত, সে ব্যাপারে কার্যকর কোন নীতিমালা থাকে না। এমন একটা সমাজের কথা ধরুন, যেখানে মানুষ সহজ সরলভাবে জীবনযাপন করে, পোষাক-পরিচ্ছেদ, আহার ও বাসস্থানের জন্য খামাখা অতিরিক্ত খরচ করে না। যার দরুন, সেখানে কে কত সম্পদ মজুদ করলো বা কত জনের হাতে কত টাকা জমলো, সে নিয়ে কারো কোন মাথা ব্যথা থাকে না। যেখানে সামান্য সংখ্যক লোকের হাতে সম্পদ জমা হওয়াটাই মনোকষ্টের কারণ হয় না। মনোকষ্ট শুরু হয় তখনই যখন তারা আড়ম্বর করে বড়লোকী দেখিয়ে তাদের টাকা পয়সা খরচ করতে থাকে।

সম্পদ তখনই ক্ষতিকর হয় বা মনোকষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যখন তা বেহিসাব ব্যয় করা হয়; যথেচ্ছ অপব্যয় করা হয় বা অপচয় করা হয়। ধনীদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রা এবং সেই সঙ্গে তাদের ফুটানী, লোক-দেখানো আড়ম্বর, জাঁকজমক, আত্মম্ভরিতা ইত্যাদি যখন গরীবরা, যারা কষ্টে-সৃষ্টে কোনমতে জীবযাপন করে, তাদের নিম্নমানের জীবনযাত্রার অবস্থান থেকে দেখা হয়, তখন সম্পদের বিষম বিতরণ ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে নানাভাবে ব্যবধান সৃষ্টি করে।

সুতরাং, ইসলাম কোন ব্যক্তির উপার্জন করা এবং তা জমা করার স্বাধীনতার ওপরে খামাখা হস্তক্ষেপ করে না। এবং ইসলাম সরকারী বা পাবলিক সেক্টরের চাইতে প্রাইভেট সেক্টরকেই বেশী অনুপ্রাণিত করে, উৎসাহিত করে।

ইসলাম জীবনযাত্রার একটা সুনির্দিষ্ট নীতিমালা দান করে, যা সত্যিকার অর্থে যথাযথভাবে পালন করা হলে, জীবন সকলের জন্যই প্রফুল্লকর ও সহজ-সরল হয়ে উঠবে।

ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শনের এই দিকটা নিয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। কাজেই, এ বিষয়ে পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। (চলবে)

ভোরের প্রার্থনা

সিবগাতুর রহমান

প্রভু ওগো ডাকছি তোমায় সূর্য উঠার আগে
আমার সকল ভালবাসায় গভীর অনুরাগে।
কাঁদছি বসে তোমার দ্বারে ওগো মেহেরবান
তোমার পথে চলার দিশা আমায় করো দান।

গুনাহগার আমি দুর্বল অতি দাও তব দিদার
করোগো ক্ষমা আপন গুণে অপরাধ আমার।
তুমি ছাড়া এই দুনিয়ায় আমি বড়ই অসহায়
কে তরাবে এই নিদানে সাথি মোর কেহ নাই।

ভিক্ষা দাও হে করুণা তোমার ওগো দয়াময়
তোমার পথে সকল বাধা হয় যেনগো জয়।
দুঃখ ব্যথায় তোমারি নাম না যেন ভুলি কভু
শক্তিদাতা আমায় তুমি এ শক্তি দাও হে প্রভু।

তব নাম স্মরি কাটে যেন মোর দিবস রজনী
এই শুধু চাই দয়াল আমায় করো মেহেরবাণী।
প্রভু ওগো ডাকছি তোমায় সূর্য উঠার আগে
আমার সকল ভালবাসায় গভীর অনুরাগে।

আমি কিভাবে আহমদী হলাম

মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

(২১ কিস্তি)

আহমদীয়া মুসলিম জামাত খুলনায় আমার কার্যক্রম

রাতে বিভিন্ন খবরের কাগজের অফিসে যেতাম। আমার সাথে ২/১ জন খোদ্দাম থাকত। সাংবাদিকদের সাথে কথা বলে মজা পেতাম। তারা খোলামেলা আলাপ আলোচনা করতেন। প্রথম কথাই হতো 'সবাই আপনাদের কাফের বলে'। অনেক কথা হত। আমাদের হাতে বইপত্র থাকত। বলতাম পড়ে দেখেন। দু-চার বার কোন অফিসে গেলেই বন্ধুত্ব হয়ে যেত। কেউ কেউ আবার বিরোধীতা করত। বলত আপনাদের কথা শুনব না। বইও পড়ব না। আমি বলতাম আমাদের বইয়ে কুরআন হাদীসের কথা আছে। আপনি পড়তে চাইলে নিবেন। নয়ত নিবেন না। প্রায় সময় তারা বই নিতেন।

আমরা আমাদের প্রবন্ধ ছাপানোর অনুরোধ করতাম। তারা বলতেন প্রবন্ধ ছাপাতে পারব না কারণ মৌলভী সাহেবরা আক্রমণ করবেন। তারপর বলেছি কমপক্ষে আমাদের কার্যক্রমের খবর ছাপান। কিছু পত্রিকা ২/১ টি খবর ছেপেছিল। যেমন খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা বা সিরাতুন্নবী (সা.) অনুষ্ঠানের খবর।

শতবার্ষিকী জুবিলী উপলক্ষে অনেক টাকা দিয়ে আমাদের ক্রোড়পত্র ছাপানোর চেষ্টা করেছি। কেউ রাজি হয়নি।

খুলনা শহরের বাইরে বিভিন্ন গ্রামে তবলিগী সফর করেছি। বিভিন্ন শহরেও গিয়েছি যেখানে ২/১ টি আহমদী পরিবার থাকত। বাগেরহাট, মোড়লগঞ্জ, ফকীর হাট, যশোর, চৌগাছা ইত্যাদি স্থানে গিয়েছি। তবলীগেরও সুযোগ হয়েছে।

রঘুনাথপুর বাগে নতুন জামাত প্রতিষ্ঠা

রঘুনাথপুর বাগ গ্রামের দু'জন যুবক মোহাম্মদ জালাল ও আইয়ুব আলী আহমদী হয়েছিলেন। এ গ্রামের মৌলভী শাহ আলম সাহেব বড় প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাকে কেউ বলে দিল যে, মোহাম্মদ জালাল ও আইয়ুব আলী কাদিয়ানী হয়ে গেছে। তাদের শাসন করা প্রয়োজন। মৌলভী শাহ আলম সাহেব ওদের দুজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের হেড অফিস কোথায়? কোন বড় মাওলানা কে কোথায় পাওয়া যাবে? তারা তাঁকে ঢাকা হেড অফিস ও খুলনা মসজিদের ঠিকানা দিলেন।

মৌলভী শাহ আলম সাহেব একদিন খুলনায় আমাদের মসজিদে আসলেন। আমার সাথে দেখা হল। বিস্তারিত আলাপ হল। একরাত আমাদের মসজিদে থাকলেন। পরের দিন তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করতে চাইলেন। আমি কিছু বই দিয়ে বললাম, বইগুলো নিয়ে যান, পড়াশুনা করুন, দোয়া করুন, তারপর বয়াত করবেন। মৌলভী সাহেব বললেন, দেখুন, আমি বহু কাজে ব্যস্ত থাকি। এক মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করি, আরেক মাদ্রাসায় নেগরানী করি। আবার কবে আসতে পারব জানি না। আজ বয়াত না নিলে পরে যদি বয়াতের সুযোগ না আসে, আর আহমদী না হয়ে মারা যাই তাহলে আপনি দায়ী থাকবেন। আমার অনুরোধ, আজই বয়াত নিয়ে নিন। আমি বয়াত নিয়ে নিলাম। তিনি ১৪ আগস্ট ১৯৮৯ সালে বয়াত করে বাড়ি চলে গেলেন।

আমি তাঁকে সতর্ক করলাম যে, সাবধান! বিরোধীতা হবে। শাহ আলম সাহেব হেসে বললেন, আপনি আমাদের গ্রামে যাবেন, দেখে আসবেন। মৌলভী শাহ আলম সাহেব নির্ভীক ও বড় বাহাদুর মানুষ ছিলেন। ন্যায় পরায়ণ, স্বচ্ছ হৃদয়ের, পরোপকারী, সমাজসেবী ছিলেন। অত্র অঞ্চলে কারো কোন বিপদাপদ হলে শাহ আলম সাহেব সমাধানের চেষ্টা করতেন। মানুষ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সমাধানের জন্য তার কাছে আসত। জাতীয় সংসদের নির্বাচনের সময় যারা নির্বাচন করতে চান তারা শাহ আলম সাহেবের বাড়ি এসে তার সমর্থন ও সহযোগীতা চাইতেন।

আমি অনেকবার তার বাড়ী গিয়েছি। তিনি আমাকে সাথে নিয়ে তবলীগে বের হতেন। তার তবলীগের পদ্ধতি আমার পছন্দ হয়েছিল। তিনি পূর্বে বলে রাখতেন যে, আমরা আসব। আমরা রাতে তাদের কোন গ্রামের কোন বাড়ীতে গিয়ে বসতাম। আমাদের সামনে পুরুষরা বসতেন আর ঘরের ভেতরে মহিলারা পর্দার আড়ালে

মসজিদ বায়তুর রহমান, আহমদীয়া মুসলিম জামাত খুলনা

বসতেন। বেশী মানুষ বসাতেন না। প্রায় ঘন্টা, দু-ঘন্টা তবলীগ হত। তারপর আমরা চলে আসতাম। এভাবে বিভিন্ন বাড়ী যেতাম। কিছু কিছু বয়াত হতে থাকে। মূলতঃ শাহ আলম মৌলভী সাহেব মাদ্রাসার ওস্তাদ (শিক্ষক) হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তার প্রভাবের কারণে মানুষ বয়াত করত। প্রথম দিন তার বাড়ীর আশপাশের বাড়ীগুলোতে একরাতে পঞ্চাশজন অর্থাৎ পাঁচ-ছয় পরিবারের ছেলেমেয়ে মিলে পঞ্চাশজন বয়াত করেছিল। এভাবে শাহ আলম সাহেবের গ্রামে এবং আশপাশের গ্রামে বেশ কিছু বয়াত হয়েছিল। রঘুনাথপুর জামাত হয়ে গিয়েছিল।

খাকসার তৎকালীন ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মুহাম্মদ মুস্তফা আলী সাহেবকে রাজী করিয়েছিলাম যে, স্বামী-স্ত্রী যদি বয়াত করে তাহলে তাদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ের নামও আমরা লিখব। কারণ মা-বাবা আহমদী;তারা তাদের ছোট ছেলে মেয়েদের তালীম-তরবীয়ত করবেন। আমি যখন আহমদী হয়েছিলাম তখন বা তারপর কোন সময় আমি এমন বয়াত ফর্ম দেখেছি। যেখানে এক ফর্মে কয়েকজনের নাম লেখার জন্য ঘর বানানো ছিল।

আমি ১৯৯১ সালের শেষে বদলী হয়ে চট্টগ্রামে চলে গেলাম। শাহ আলম সাহেব নিজের বাড়ীর জমির এক অংশ মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ (উৎসর্গ) করে দিয়েছিলেন। তারপর মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। শাহ আলম আমাকে ভাই বানিয়েছিলেন। আমার সাথে ভাইয়ের মতই আচরণ করতেন।

সম্ভবত ১৯৯৩ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) তবলীগে খাসের তাহরীক করেছিলেন। তাহরীকের সারমর্ম ছিল প্রতি বছর যেন পূর্বের বছরের তুলনায় দ্বিগুন বয়াত হয়।

মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নির্দেশে ১৫ দিনের জন্য আমি রঘুনাথপুর বাগ গিয়েছিলাম। শাহ আলম সাহেব আমাকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন গ্রামে সফর করেছিলেন। দু'শর বেশী বয়াত হয়েছিল বিভিন্ন গ্রামে। বয়াতের আর একটি কারণ ছিল। যশোরের ওসব গ্রামে অনেক মানুষ চাঁদপুর থেকে হিজরত করে গিয়ে বসতি করেছিল। শাহ আলম সাহেবের গ্রামও এরকম একটি গ্রাম ছিল।

আরো একটি জরুরী কথা এই যে, শাহ আলম সাহেব বাল্যকাল থেকেই ওয়াকফে জিন্দেগী ছিলেন। অর্থাৎ বাল্যকালে তার বাবা-মা, ভাই-বোনদের মধ্য হতে তাকে ধর্মের জন্য ওয়াকফ করেছিলেন। তাই তিনি মাদ্রাসায় পড়ে মৌলভী হয়েছিলেন। অতএব অত্র অঞ্চলের লোকেরা মনে করত এতো আমাদের মৌলভী, ধর্মীয় বিষয়ে আমাদের পথপ্রদর্শক।

মৌলভী শাহ্ আলম সাহেবের শাহাদাতের ঘটনা

৩১ অক্টোবর ২০০৩, পবিত্র রমযান মাসের ৮ তারিখ শুক্রবার আল্লাহর তকদীর এমন এক নিদর্শন দেখাল যে, আমাদের প্রিয় ভাই মৌলভী শাহ আলম সাহেবকে আহমদী জামাতের শত্রুরা পিটিয়ে মেরে শহীদ করে দিল। জানি না আর কত বছর এভাবে আহমদী মোমেন মুসলমানরা শহীদ হতে থাকবেন।বাদ জুমুআ কয়েকশ আক্রমণকারী শাহ আলম সাহেবের বাড়ীতে এসে তার উপর আক্রমণ করে বসল। আক্রমণকারীরা এসেই অসভ্য, অশ্রাব্য ভাষায় আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে জোরে জোরে গালমন্দ করা আরম্ভ করে দিল। শাহ আলম সাহেব খুব ভদ্র নম্র ভাষায় তাদের বসানোর চেষ্টা করতে থাকলেন যে, আপনারা বসে কথা বলুন। কিন্তু শত্রুদের নিয়ত খারাপ ছিল। তারা কোন কথা শুনল না। লাঠি দিয়ে মারা শুরু করল। একসময় তিনি মাথায় শক্ত আঘাত পেয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। তারা এত বেশি মেরেছিল যে, শরীরের অনেক স্থান থেকে রক্ত ঝরা শুরু হল। এক সময় তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। শত্রুরা তখন সরে পড়ল।

শাহ আলম সাহেবের গ্রাম থেকে পাকা সড়ক কিছুটা দূরে ছিল। আহমদীরা তাকে হাসপাতাল নেয়ার জন্য যাত্রা করলেন। কিন্তু শত্রুরা রাস্তাতেও বাধা দিতে লাগল। অনেক কষ্টে আহমদীরা তাকে পাকা সড়কে নিয়ে আসলেন। নিকটতম শহর যেখানে হাসপাতাল ছিল সেটি যথেষ্ট দূরে ছিল। বেশি রক্ত ঝরে যাওয়ায় এবং মাথায় শক্ত আঘাতের কারণে রাস্তায় তিনি শাহাদাতের অমৃতসুধা পান করলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

শহীদ শাহ আলম সাহেব খুবই সাহসী এবং বাহাদুর ছিলেন। যখন তাকে শত্রুরা মারপিট করছিল তখন তিনি নিজ বাড়ীর উঠানেই ছিলেন। তিনি যদি ১৫ বছর পূর্বের শাহ আলম হতেন কেউ তার সামনে গালি-গালাজ করারও সাহস করত না। যত লোকই হোক শাহ আলম চাইলে নিজ বাড়ীর ভেতর থেকে দা-কুড়াল বের করে শত্রুদের উপর আক্রমণ করতে পারতেন,

শহীদ শাহ আলম সাহেব

যদি তা করতেন তাহলে আক্রমণকারীরা জান বাঁচিয়ে পালানোর রাস্তা পেত না। শাহ আলম আক্রমণের উদ্দ্যোগ নিলে তার ভাই এবং অন্য আহমদীরাও তার পক্ষে যুদ্ধে নামত। কিন্তু শাহ আলম তা করেননি। তিনি আহমদী হওয়ার পর ১২/১৩ বছরে আহমদীয়াতের খাতিরে শহীদ হওয়ার মত রুহানী যোগ্যতা লাভ করেছিলেন। তিনি আল্লাহ ও রসূল (সা.)-এর ভালোবাসার শরবত আকুণ্ঠ পান করেছিলেন।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর নযমের পঙতিঃ

দুশমনকো যুলম কি বরছি ছে তুম সিনা ও দিল বরমানে দো

ইয়ে দারদ রাহেগা বানকে দাওয়া তুম সবর কারো ওয়াকত আনে দো।

(কালামে মাহমুদ)

অনুবাদঃ

শত্রুকে তোমরা অত্যাচারের বর্শা দিয়ে বুক ও হৃদয় বিদির্ণ করতে দাও

এই ব্যথা মহৌষধ হবে,তোমরা ধৈর্য্য ধর, সময়ের অপেক্ষা কর।

প্রিয় ভাই শাহ আলম সাহেব পঞ্চম খেলাফতের যুগের প্রথম শহীদ হবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। আমার এই শহীদ ভাই সম্পর্কে আমার প্রবন্ধ দৈনিক আলফযল রাবওয়া পত্রিকায়(২৭ জানুয়ারী ২০০৪ সংখ্যায়) ছেপেছে।

বিরোধীদের খুলনা মসজিদ আক্রমণের প্রস্তুতি

মৌলভী সাহেবরা আমাদের বিরুদ্ধে বড় বড় ঘোষনা দিতে শুরু করলেন। প্রথম পর্যায়ে শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে আমাদের বিরুদ্ধে তারা জলসার তারিখ ঘোষনা করলেন। সবশেষে ১১ জানুয়ারী ১৯৯০ তারিখে আমাদের মসজিদ থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে ময়লাপোতা মোড়ে (পরে অবশ্য ময়লাপোতা মোড়কে 'সুগন্ধ্যা' নাম দেয়া হয়েছে) বিরাট জলসা করার ঘোষণা দিলেন। তাদের পরিকল্পনা ছিল জলসা শেষে উপস্থিত হাজার হাজার জনতা (জনতা বলতে বেশীর ভাগ মাদ্রাসার ছাত্র) আমাদের মসজিদ ও মিশন হাউজে আক্রমণ করে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিবে।

আমরাও আমাদেরপ্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম। সুন্দরবন জামাত থেকে প্রায় ২০/২৫ জন খোদ্দাম আসল। বিরোধীরা মারার, যদি আল্লাহ তাদের সেই শক্তি দেন, আর আমরা মার খাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। আমি মোটেই ভয় পাচ্ছিলাম না। আমার সাথের খোদ্দাম আনসার ভাইয়েরাও নির্ভয় ছিলেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তারা কিছু করতে পারবে না। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন। কয়েকজন বিশেষ খাদেম বিভিন্ন স্থান থেকে আসলেন। যারা বিভিন্ন মাদ্রাসা থেকে এসে আহমদী হয়েছিলেন; এরা আমার ইশারা খুব ভাল বুঝতেন। এদের দায়িত্ব ছিল বিভিন্ন মসজিদ, বিভিন্ন জলসায়, কে কি বলছে, কী ধরনের প্রস্তুতি তারা নিচ্ছে, এসব খবরা-খবর সংগ্রহ করা। আমরা মোটেই চিন্তিত ছিলাম না। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, আমরা কী করব।

১৯৭৪ সালে পাকিস্তানের শাহীওয়াল শহরে আমাদের মসজিদের উপর আক্রমণ হয়েছিল। আমাদের মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস মুনির এবং রানা নাঈম উদ্দীন এবং আরো অনেকের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল। পরবর্তীতে হাজার হাজার জনতা শহরের সকল আহমদীদের বাড়ীতে আক্রমণের উদ্যোগ নিয়েছিল। সেদিন সেখানে আমাদের খোদ্দামুল আহমদীয়া যেরকম প্রজ্ঞাপূর্ণ পরিকল্পনা নিয়েছিল, সেটি আমার জানা ছিল। আমিও অনুরুপ পরিকল্পনা নিয়েছিলাম। আমাদের খোদ্দামদের সেভাবে প্রস্তুত করেছিলাম, দায়িত্ব দিয়েছিলাম। মসজিদের ভেতরে বাইরে খোদ্দামদের বিভিন্ন দল বিভিন্ন দায়িত্বে থাকবে। আমাদের কেউ কোন অবস্থাতেই কোথাও কারো উপর আক্রমণ করবে না। তবে পরিকল্পনা মোতাবেক কর্মকান্ড চালাবে। ইনশাল্লাহ্ তারা আক্রমণ করে ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না। আল্লাহ্ আমাদের অবশ্যই সাহায্য করবেন। (চলবে)

কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'
- ইমাম মাহদী (আ.)

"ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই"
- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মন্ডল

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর-৮৫)

বিভ্রান্তিমূলক অপপ্রচার বন্ধের জন্য আহব্বান (১০)

একটি ঐশী-নিদর্শনই যথেষ্ট নয় কি?

'প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী' হিসেবে ঐশী-নির্দেশে অর্থাৎ প্রাপ্ত অহী-ইলহামের ভিত্তিতে হযরত আহমদ (আ.)-এর দাবীর সত্যতা সম্পর্কে অনেকগুলো সাক্ষ্য-প্রমাণের মধ্যে এখন আমরা কতকগুলো ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে উল্লেখ করবো। তাঁর লিখিত পুস্তকাবলী, অন্যান্য রচনাবলী এবং পত্রপত্রিকা এবং পরবর্তীতে তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারীদের লিখিত পুস্তকাবলীর মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষায় এই সকল তথ্যাবলী প্রচারিত হয়েছে এবং ওয়েবসাইটসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে বর্তমানকালে পৃথিবীব্যাপী প্রচারিত হয়ে চলেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.)-এর লিখিত বিখ্যাত পুস্তক 'দাওয়াতুল আমীর' থেকে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি খুবই গুরুত্ববহ। তিনি ঐ পুস্তকে দাবীকারকের সত্যতার নয়টি প্রমাণ উপস্থাপন করার পর উল্লেখ করেনঃ

"দাবীকারকের সত্যতার দশম প্রমাণও শত শত বরং সহস্র সহস্র প্রমাণের সমাহার– আর তাহলো, আল্লাহতা'লা তাঁকে অজস্র ধারায় অদৃশ্যের সংবাদ দিয়েছেন। তাই বুঝা গেল, তিনি খোদার প্রেরিত ব্যক্তি ছিলেন। আল্লাহ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন: 'ফালা ইউজহিরু আলা গায়বিহি আহাদা ইল্লা মানির তাজা মির রাসুল।' (অর্থাৎ, তিনি অদৃশ্যের প্রভূত সংবাদ কেবলমাত্র স্বীয় রসূলদের দিয়ে থাকেন।) যে ব্যক্তি অজস্র ধারায় অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ পায় এবং যদি তাঁর প্রতি স্বচ্ছ পানির মতো ওহীধারা অবতীর্ণ হয়, যা সকল প্রকার কলুষ ও পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত; আর যদি তাঁকে সমুজ্জ্বল নিদর্শন দেয়া হয়, অসাধারণ বিষয়াদি ঘটার পূর্বেই যদি তাঁকে অবহিত করা হয়– তাহলে সে ব্যক্তি আল্লাহর মা'মুর বা প্রত্যাদিষ্ট... পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এই মাপকাঠির নিরিখে আমরা যদি হযরত আকদাসের অর্থাৎ আহমদ (আ.)-এর দাবীকে যাচাই করি, তাহলে তাঁর সত্যতা প্রকাশ্য দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট ভাবে চোখে পড়ে। তাঁর সামনে খোদা তা'লা অজস্র ধারায় এবং ব্যাপকহারে অদৃশ্যের সংবাদ প্রকাশ করেছেন। তিনি বহু প্রকার ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এর মধ্যে কতক রাজনৈতিক বিষয়াদী সম্পর্কিত, কতক সমষ্টিগত বিষয় সম্পর্কে, আবার কোনো কোনোটি বায়ুমন্ডলের পরিবর্তন সংক্রান্ত ছিল; কোনো কোনোটি ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কে, কোনোটি মস্তিস্কের শক্তি সম্পর্কে, কোনো কোনোটি প্রজন্মগত উন্নতি সম্পর্কিত, কতক বংশ নির্মূল হওয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, কতক ভূমন্ডলের পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, আর কতক বিভিন্ন দেশের আন্তঃসম্পর্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কোনো কোনোটি প্রজা ও শাসক শ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত,কোনোটি ব্যক্তিগত উন্নতি সম্পর্কিত ছিল, কোনো কোনোটি শত্রুর ধ্বংস সংক্রান্ত ছিল, আর কতক ছিল পৃথিবীর ভবিষ্যত অবস্থা সম্পর্কে। **এককথায়, বিভিন্ন প্রকার ও বিভিন্ন ধরনের বিষয়াদী সংক্রান্ত ছিল। কেবল এগুলোর প্রকারই যদি বর্ণনা করা হয়, তাহলে একটি দীর্ঘ তালিকার প্রয়োজন হবে।"** ('দাওয়াতুল আমীর' পৃঃ ২১৯-২২০)।

উল্লেখ্য যে, সত্য–সন্ধানীদের উদ্দেশ্যে এক নজরে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিচে উল্লেখ করা হলো। হযরত মসীহ ও মাহদী (আ.) বলেছেনঃ 'ছাফ দিলকো কছরতে এজাজ কি হাজত নেহি, এক নিশান কাফি হ্যায় গর দিলমে হো খওফে কিরদিগার।' অর্থাৎ–"স্বচ্ছ অন্তর যদি থাকে, তা'হলে বেশী নিশানের প্রয়োজন হয় না," "একটি নিদর্শনই যথেষ্ট–যদি হৃদয়ে খোদাভীতি থাকে।" এই বিষয়টির দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।

প্রাপ্ত ভবিষ্যদ্বাণী ভিত্তিক ঐশী নিদর্শনাবলীর সারাংশ-মূলক একটি তালিকাঃ

১)খৃস্ট-ধর্মাবলম্বীদের জন্য বিশেষ ঐশী নির্দশনাবলীঃ

* পাদ্রী আব্দুল্লাহ আথমের সঙ্গে ভারতবর্ষের অমৃতসরে ১৫ দিন ব্যাপী বাহাস (১৮৯৩ ইং), তার সম্পর্কে প্রাপ্ত

ইলহাম ভিত্তিক ভবিষ্যদ্বাণী এবং ভবিষ্যদ্বাণীর শর্তানুযায়ী আথমের মৃত্যু।

* পাদ্রী হেনরী কৃর্তক মিথ্যা মোকদ্দমা এবং পরিণামে হযরত মির্যা সাহেবের সম্মানজনক বিজয়ের নিদর্শন।

* পাঞ্জাবের খৃস্ট সমাজের তৎকালীন লর্ড বিশপ রেভারেন্ড জর্জ লেফ্রাই সাহেবের প্রতি চ্যালেজ এবং লেফ্রাই সাহেবের টাল-বাহানা (১৯৯০ইং)

* কাশ্মীরের শ্রীনগর খানইয়ার মহল্লায় হযরত ঈসা (আ.)-এর কবর সম্পর্কে ঘোষণা (১৮৯৫ইং) এবং 'মসীহ হিন্দুস্থান মে' এবং খৃস্টধর্ম সংক্রান্ত অন্যান্য পুস্তকাবলী প্রণয়ন এবং প্রকাশ এবং ত্রিত্ববাদিতার অসারতা খন্ডনের জন্য অন্যান্য নিদর্শনাবলী।

২) হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জন্য বিশেষ ঐশী নির্দশনাবলীঃ

* প্রচন্ড ইসলাম-বিরোধী পন্ডিত লেখরাম পেশোয়ারীর মৃত্যু সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী (১৮৮৩ইং) এবং উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর যথাসময়ে পূর্ণতা (১৮৯৭ইং)

* স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী এবং তার মৃত্যু (১৮৮৩ইং)।

* পন্ডিত ইন্দ্রমোহন মোরাদাবাদীর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ এবং তার পশ্চাদাপসরণ (১৮৮৫ইং)।

* 'শুভ-চিন্তক' পত্রিকার পরিচালক সোমরাজ, পন্ডিত ইশ্বরচন্দ্র এবং পন্ডিত ভগ্যরামের প্লেগ জনিত মৃত্যু (১৯০৭ইং) এবং অন্যান্য নিদর্শনবালী।

৩) শিখদের জন্য বিশেষ নিদর্শনাবলীঃ

* হযরত মির্যা সাহেব (আ:) ১৮৮৫ ইং সনে 'ডেরা বাবা নানক' নামক স্থানে গমন করেন এবং বাবা নানকের মুসলমান হওয়ার প্রমাণ পেশ করেন। 'সৎ বচন' নামক পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করত: অকাট্য দলিলদ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে শিখ গুরু বাবা নানক মুসলমান ছিলেন।

* পাঞ্জাবের শিখ রাজপুত্র রাজা দিলীপ শিং সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা।

৪) বিরুদ্ধবাদী মৌলবী ও অন্যান্যদের জন্য নিদর্শনাবলীঃ

–বাটালা নিবাসী মৌলবী মুহাম্মাদ হোসেন সাহেবের জন্য প্রদর্শিত ঐশী নিদর্শন।

–হুশিয়ারপুর নিবাসী মির্যা আহমদ বেগ ও তার কন্যা মুহাম্মদী বেগম সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী এবং তদনুযায়ী আহমদ বেগের মৃত্যু। –ব্যক্তি, পরিবার এবং অন্যান্যদের জন্য কবুলীয়তে দোয়ার অনেক দৃষ্টান্ত।

–ঝিলামের ফৌজদারী আদালতে জনৈক করমদীন কর্তৃক আনীত মামলায় হযরত মির্যা সাহেবের বেকসুর খালাস, ঝিলাম গমনের ফলে বিপুল সম্বর্ধনা এবং বহুলোকের বয়আত গ্রহণ।

–কাদিয়ানের মসজিদ মোবারকে আসার পথে বিরুদ্ধবাদীদের দেওয়াল নির্মাণ এবং ঐশী প্রতিশ্রুতি মোতাবেক দেওয়াল ভেঙ্গে ফেলার জন্য আদালত কর্তৃক নির্দেশ প্রদান।

–মৌলবী রসুল বাবা লিখিত 'হায়াতে মসীহ' পুস্তকের বিষয় খন্ডন করত: 'ইতমামে হজ্জত' নামক পুস্তকের প্রণয়ন ও প্রকাশ।

–সাদুল্লাহ লুধিয়ানবীর বিরোধিতাপূর্ণ ব্যবহার এবং উহার ফলশ্রুতি।

–হযরত সাহেব কর্তৃক ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহাবিজয়, ইসলামের কল্যাণময় আশীষ ধারার চির–প্রবহমানতা, ইসলামের পুনরুত্থান ও পুনর্জাগরণ, ইসলামের বিরুদ্ধে আনীত সর্বপ্রকার অপবাদের খন্ডন এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার্থে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপপূর্ণ পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ।

৫) ভারতবাসীদের জন্য বিশেষ নিদর্শনাবলীঃ

–পাঞ্জাবে মহামারী রূপে প্লেগের আক্রমণের ভবিষ্যদ্বাণী এবং আহমদীয়া জামাতের সদস্যদের প্লেগের আক্রমণ হতে অব্যাহতি লাভ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী। (১৯০৩-১৯০৭)

–লাহোরে অনুষ্ঠিত 'সর্বধর্ম সম্মেলন' (১৮৯৬ইং) এবং উহাতে পঠিত প্রবন্ধের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে প্রাপ্ত ভবিষ্যদ্বাণী (ইসলামী উসুল কি ফিলসফি)।

৬) আফগানদের জন্য বিশেষ নিদর্শনাবলীঃ

সাহেবযাদা সৈয়দ আবদুল লতিফ সাহেব এবং মৌলবী আব্দুর রহমান সাহেবের শাহাদত বরণ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী। ফলশ্রুতিতে আফগানীস্তানের শাসকদের শোচনীয় পরিণতি এবং সে দেশের চরম দূরবস্থা যা অদ্যাবধি আফগানীস্তানের ইতিহাসের পাঠক মাত্রই পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছে।

৭) ইরানের জন্য বিশেষ নিদর্শনঃ

কিসরার রাজপ্রাসাদ তথা ইরানের 'কম্পন অবস্থা' (বিপ্লব অবস্থা) সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী যা ইরানের তৎকালীন তথা উনিশ-বিশ শতকের ইতিহাস থেকে প্রমাণিত।

৮) রাশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার জন্য এবং সমগ্র পৃথিবীর জন্য বিশেষ নিদর্শনাবলীঃ

* রাশিয়ার তদানীন্তন সম্রাট জার এবং তার শোচনীয় পরিণতি সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা।

* রাশিয়ার ভবিষ্যত সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী।

* আমেরিকান ভন্ড প্রচারক পাদ্রী আলেকজান্ডার ডুই সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা।

* ইংল্যান্ডের ধর্মযাজক জন হুগ স্মিথ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা।

* দাজ্জাল এবং ইয়াজুজ ও মাজুজ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা।

* প্রলয়কারী ভূমিকম্প এবং প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং আসন্ন তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী।

* ইসলামের প্রতি ইউরোপীয়দের আকৃষ্ট হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার জন্য ঐশী

প্রতিশ্রুত পথ ও পন্থার মাধ্যমে গৃহিত প্রচার ব্যবস্থা।

৯) বাঙ্গালীদের জন্য বিশেষ ঐশী নিদর্শনাবলীঃ

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা। (১৯১১ইং)

১০) মধ্যপ্রাচ্যবাসীদের জন্য বিশেষ ঐশী নিদর্শনাবলীঃ

* ঈদুল আযহার দিনে আরবী ভাষায় 'খুতবা ইলহামীয়া' প্রদান (১৯০০ইং)।

* ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে তুরস্কের কনসালের সংগে সাক্ষাৎ কালে তুরস্কের সুলতানের আসন্ন বিপদাবলী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী।

* আরবী ভাষায় জনৈক বাগদাদী মৌলবীর আপত্তির জবাব।

* 'লুজ্জাতুন নূর' নামক পুস্তকের মাধ্যমে আরব, সিরিয়া, বাগদাদ, ইরাক ও খোরাসানের আলেমদিগকে সুসংবাদ প্রদান।

* আরবী ভাষায় ঐশী সাহায্যে বুৎপত্তি লাভ, চল্লিশ হাজার 'শব্দমূল' শিক্ষা এবং ২০ খানা আরবী পুস্তক প্রণয়ন।

১১) চীন, কোরিয়া ও জাপান সম্পর্কিত বিশেষ ঐশী নিদর্শনঃ প্রাচ্যে দুইটি রাজনৈতিক শক্তির বিকাশের ভবিষ্যদ্বাণী এবং উহা জাপান ও চীনের অভ্যুদয়ের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে। কোরিয়া সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী।

১২) পাকিস্তানের জন্য বিশেষ ঐশী নিদর্শনঃ

* হিজরত সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী যা পরবর্তীতে পূর্ণ হয়েছে (১৯৪৭ইং)।

* পরবর্তীকালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভূট্টো এবং প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের প্রচন্ড বিরোধিতা এবং তাদের শোচনীয় পরিণতি সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা (১৯৭৪–১৯৮৪ইং)।

১৩) বিশ্ববাসীর জন্য বিশেষ নিদর্শন ও জামাতের চূড়ান্ত সাফল্য সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীঃ

* ১৮৬৪ইং সনে স্বপ্নে হযরত রসূল করীম মুহাম্মদ (সা.)–এর দর্শন লাভ এবং প্রত্যাদিষ্ট সংস্কারক হওয়ার পূর্বাভাস। ১৮৬৮ ইং সনে ইলহাম লাভ করেন 'বাদশা তেরে কাপড়োঁছে বরকত ঢুন্ডেঙ্গে' অর্থাৎ বাদশা তোমার বস্ত্র হতে আশীর্বাদ অনুসন্ধান করবে।

* বিশেষ সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা, উল্কাপাত ও নক্ষত্রের উদয়।

* পাঁচটি বিশেষ ঐশী নিদর্শনমূলক ভবিষ্যদ্বাণী (বিশ্বযুদ্ধ সহ) (তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া–নামক পুস্তক)।

* 'সুলতানুল কলম' হিসেবে প্রাপ্ত ঐশী উপাধী (৮৮ খানা পুস্তকের উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে)।

* যুক্তিতর্ক এবং ঐশী সাহায্য দ্বারা দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজের মোকাবেলা।

* কবূলিয়াতে দোয়া সম্পর্কিত ঘটনাবলী এবং জামা ও পাগড়ীতে রক্তবর্ণ চিহ্নের ঘটনা।

* স্বীয় জীবন, কার্যাবলী ও সাফল্য, মৃত্যু এবং 'কুদরতে সানিয়া' হিসেবে খেলাফতের অব্যাহত ধারা, এবং ওসীয়্যত ব্যবস্থা প্রবর্তন। ঐশী-প্রতিশ্রুত খিলাফত–ব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী (উল্লেখ্য যে, বর্তমানে আহমদীয়া জামাত ব্যতীত কোথাও খিলাফত নাই)।

* 'মুসলেহ মওউদ' সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা যা দ্বিতীয় খলীফার মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে।

* বিরুদ্ধবাদীদের সকল চক্রান্তের অবসান এবং তিন শতাব্দীর মধ্যে বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া জামাতের মাধ্যমে ইসলামের মহাবিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী।

[নোটঃ প্রথমতঃ স্মর্তব্য যে, প্রকাশিত নিদর্শনাবলী এবং ভবিষ্যতে আরো প্রকাশিতব্য নিদর্শনাবলীর তালিকা সীমিত পরিসরে লেখা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ এগুলোর বিশদ বিবরণের জন্য সংশ্লিষ্ট পুস্তকাবলী এবং প্রকাশনা দ্রষ্টব্য]।

বিরুদ্ধবাদী অপ-প্রচারকারীদের উদ্দেশ্যে উদাত্ত আহবানঃ

* "হযরত মসীহ ও মাহদী (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করতঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেনঃ আল্লাহ তালা ইলহামের মাধ্যমে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আ.)-কে জানিয়েছেনঃ 'আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাবো। আমি তোমার একনিষ্ঠ ও আন্তরিক বন্ধুদের জামা'তাকে বড় করবো এবং তাদেরকে ধনসম্পদ ও জনবলে উন্নতি দিবো, আর এক্ষেত্রে তাদের প্রাচুর্য দান করবো।' (আল্লাহ্ তা'লা) একে (আহমদী জামা'ত) উন্নতি দান করবেন, এমনকি তাদের সংখ্যাধিক্য ও কল্যাণময়তা মানুষের দৃষ্টিতে অদ্ভূত ঠেকবে। 'ইয়াতুনা মিন কুলে ফাজ্জিন আযীম' অর্থাৎ পৃথিবীর সকল দেশ থেকে মানুষ তোমার জামা'তভূক্ত হওয়ার জন্য আসবে। 'ইন্না আতায়নাকাল কাওসার' (সূরা কওসার) অর্থাৎ আমরা তোমাকে সকল ক্ষেত্রে প্রাচুর্য দান করব, যার মাঝে জামা'তও অন্তর্গত। ইংরেজিতেও তাঁর প্রতি এ সম্পর্কে ইলহাম হয়েছে যে, 'I shall give you a large party of Islam' (আমি তোমাকে মুসলমানদের একটি বিশাল জামা'ত দান করবো)।... এই ইলহামগুলোর বেশ কয়েকটি এমন সময় অবতীর্ণ হয়েছিল যখন তাঁর প্রতি কেউ ঈমান আনে নি– তখনই তা ছাপিয়ে দেয়া হয়। আর কতক পরে হয়, যখন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কিন্তু, তাও এমন সময় হয় যখন জামা'ত প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল। তখন তাঁর এ মর্মে ইলহাম ছাপিয়ে দেয়া যে, একটি সময় এমন আসবে যখন একটি বিশাল জনগোষ্ঠী তাঁর সঙ্গে থাকবে। আর শুধু ভারতেই নয়, বরং সকল দেশে তাঁর ভক্তকুল ছড়িয়ে পড়বে। সকল ধর্ম হতে বেরিয়ে মানুষ তাঁর জামা'তভূক্ত হবে।" ('দাওয়াতুল আমীর')

* "আজকে পৃথিবীর এমন কোনো মহাদেশ নেই, যেখানে মসীহ্ মওউদ

(আ.)–এর জামা'ত নেই। আর এমন কোনো ধর্ম নেই যে ধর্ম থেকে নিজের অংশ কড়ায়-গন্ডায় বুঝে নেয় নি। খ্রিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, পারসী, শিখ ও ইহুদী, এককথায় সকল জাতিগোষ্ঠীর মানুষ তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে। (নোট: উল্লেখ্য যে, দাবীকারকের দাবীর ১২৮ বছর পর আল্লাহর মহা অনুগহে এবং সাহায্যে বর্তমানে অর্থাৎ ২০১৮ সনে পৃথিবীব্যাপী ২১০টি দেশে প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া প্রচারকেন্দ্র থেকে ইসলামের শান্তিবানী শত বাধাবিঘ্ন সত্বেও সাফল্যজনকভাবে প্রচারিত হচ্ছে-উদ্ধৃতিদাতা)। ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার মানুষ তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছে। তিনি পূর্বে যা ঘোষণা করেছেন তা যদি খোদার বাণী না হতো, তাহলে কীভাবে পূর্ণ হলো? এটি কি অদ্ভূত কথা নয় যে, সেই ইউরোপ ও আমেরিকা যা ইতিপূর্বে ইসলামকে গ্রাস করছিল, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে এখন ইসলাম তাদেরকে গ্রাস করছে। সেই ইসলাম যা অন্য ফিরকার হাতে উপর্যুপরি পরাজয়ের সম্মুখীন হচ্ছিল, এখন মসীহ্ মওউদ (আ.)–এর দোয়ার কল্যাণে সকল ক্ষেত্রে শত্রুকে পরাস্ত করছে আর মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি করছে। সকল প্রশংসা বিশ্ব–প্রতিপালক আল্লাহর।" ('দাওয়াতুল আমীর' পৃ:–২৮০–২৮২)।

সত্য-সন্ধানীদের প্রতি আহবান

* হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আ.) এবং তাঁর দাবী সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেনঃ

"এখন আপনি একটু চিন্তা করুন! এমন একজন মানুষ পথভ্রষ্ট, ফ্যাসাদী ও দাজ্জাল হতে পারে কি যে বাল্যকাল থেকে আমৃত্যু জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত খোদার স্মরণে, তাঁর মহিমা প্রকাশ ও তাঁর বাণীর প্রচারে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি ভালবাসা, তাঁর ধর্মের আনুগত্যে ও তাঁর আনীত শরীয়তের দৃঢ়তার কাজে কাটিয়ে দিয়েছেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সম্মানের সুরক্ষার জন্য আপন-পর সকলকে যিনি শত্রু বানিয়েছেন এবং নিজের সবকিছু ইসলামের সেবায় নিয়োজিত করেছেন?" (ঐ, পৃ. ২৯৫)।

* ঐশী-নিদর্শনের ধারা প্রবাহিত রয়েছে মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর দাসদের মধ্যেঃ

"হে মুহাম্মদ (সা.)-এর মাহাত্ম্য এবং তাঁর সমুজ্জ্বল ও প্রকাশ্য জ্যোতিকে অস্বীকারকারী, সাবধান! যদিও এখনও নিদর্শনের নাম-চিহ্নও নেই; তবু এসো, মুহাম্মদ (সা.)-এর দাসদের মাঝে সেই নিদর্শন দেখ।"

(প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আ.)-এর লিখিত কবিতার অংশ বিশেষ)।

* আল্লাহ্ তালার অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণঃ

"কুদরত ছে আপনি জাত কা দেতা হ্যায় হক্ক ছবুত,
উস্ বে-নেশাঁ কি চেহরা নুমায়ী এহী তো হ্যায়।
যেস বাত কো কহে কে করঙ্গা ইয়ে ম্যাঁয় জরুর,
টলতি নেহী উও বাত, খোদায়ী এহী তো হ্যায়।"

(শক্তির মাধ্যমে আপন সত্তার সে অকাট্য প্রমাণ দেয় সেই নিরাকারের মুখ দর্শন তো এটাই। যে কথা বলে সে– এ আমি করবোই নিশ্চয়– টলে না সে কথা, খোদায়ী তো এটাই।) (দুররে সমীন, পৃ: ১০)।

[চলবে]

'তোমরা যা ভালোবাস তা থেকে (আল্লাহ্‌র পথে) খরচ না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও প্রকৃত পুণ্য অর্জন করতে পারবে না। আর তোমরা যা-ই খরচ কর আল্লাহ্ নিশ্চয় সে বিষয়ে পুরোপুরি অবগত।'

(সূরা ঃ আলে ইমরান : ৯৩)

"আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে এ দিক-নির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই এতে লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা এ পত্রিকার প্রকাশক বরাবর নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

বরাবর,
মাহবুব হোসেন
প্রকাশক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

ভারতে আগত নবীদের মধ্যে
গৌতম বুদ্ধ নবী ছিলেন কি না এর সন্ধানে

(দ্বিতীয় পর্ব)

(১৫ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় লেখকের এই প্রবন্ধের প্রথম পর্ব 'ভারতীয় নবীদের সন্ধানে শ্রীকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র নবী ছিলেন কি না এর অনুসন্ধানে' নামে প্রকাশি হয়েছিল। –সম্পাদক)

শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন, মুরব্বী সিলসিলাহ্

নবীদের বিষয়ে কুরআনের নীতিগত বক্তব্য

কে নবী কে নন এটা নিরূপনের মানদন্ড পবিত্র কুরআন আজ থেকে চৌদ্দশ বছর পূর্বে বলে রেখেছে। একটি সার্বজনীন শিক্ষা বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলছেন–

وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ

অনুবাদ: আর এমন কোন জাতি নাই যার নিকট কোন সতর্ককারী আগমন করেনি। (সূরা ফাতের: ২৫)

وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

অনুবাদ: আর প্রত্যেক জাতির জন্য রয়েছে হেদায়তদাতা। (সূরা রাদ: ৮)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ

অনুবাদ: আর নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে কোন না কোন রসুল পাঠিয়েছিলাম। (এই শিক্ষা দিয়ে) তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং পুণ্যের পথে বাধাদানকারী বিদ্রোহী শয়তান থেকে বেঁচে চল। (সূরা নাহল : ৩৭)

কুরআন বলছে, প্রত্যেক জাতি-গোষ্টির মাঝেই নবী-রসুল এসেছেন। তাহলে একবার চিন্তা করুন তাদের সংখ্যা কত দাড়াঁয়। পবিত্র কুরআনে মাত্র ২৫জন নবীর নাম উল্লেখ রয়েছে। (তথ্যসূত্র: তফসীর ইবনে কাসির, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-৬৫২-৫৩, সূরা নিসার ১৬৫ আয়াতের তফসীর) অথচ মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.) বলেছেন- "আল্লাহ তা'লা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী-রসুল পাঠিয়েছেন।" আবু জার গিফারী (রা) বর্ণিত, তিনি বলেন রসুল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়– হে আল্লাহ্‌র রসুল! নবী কত জন? তিনি (স.) বলেন, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। *(মিশকাতে মাসাবী, খন্ড-দ্বিতীয়, পৃ-৫১১, প্রকাশ কানপুর। তাফসীর ইবনে মিরদুওয়াই; আবু হাতিম (রহ.) আল আনওয়া ওয়াত্তাফাসীম-গ্রন্থে, তথ্যসূত্র: তফসীর ইবনে কাসির, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-৬৫৩-৫৬, সূরা নিসার ১৬৫ আয়াতের তফসীর)* তাহলে নবীদের একটা বিরাট সংখ্যা রয়েছে যাঁদের নাম পবিত্র কুরআনে উল্লেখ হয়নি। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলছেন–

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ

অনুবাদ: আমরা তোমার পূর্বে অনেক রসূল প্রেরণ করেছি, তাদের কারো কারো ঘটনা তোমার কাছে বর্ণনা করেছি এবং কারো কারো ঘটনা তোমার কাছে বর্ণনা করিনি। (সূরা মু'মিন: ৭৯)

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ

অনুবাদ: আর আমরা প্রেরণ করেছি এমন অনেক রসূল যাদের বৃত্তান্ত ইতিপূর্বে আমরা তোমার নিকট বর্ণনা করেছি। আর এমন অনেক রসূল আছে যাদের বৃত্তান্ত আমরা তোমার নিকট বর্ণনা করিনি। (সূরা নিসা: ১৬৫)

মোটকথা, উপরোল্লিখিত আয়াতগুলো থেকে এটা সাব্যস্ত নাম বর্ণিত হোক অথবা না হোক প্রত্যেক জাতির মাঝেই নবী রসুল এসেছেন। এটা পবিত্র কুরআনের ঘোষণা। স্বয়ং আল্লাহর পাকের ঘোষণা। কোন জাতি নবী-রসূল থেকে বঞ্চিত নয়। তাহলে ভারতবর্ষে শত শত জাতিগোষ্টির হাজার হাজার বছর ধরে বসবাস, তারা কিভাবে বঞ্চিত থাকতে পারে? তাদের মধ্যেও অবশ্যই নবী রসুলরা এসেছেন। অবশ্যই ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও আল্লাহ তা'লার এ ঘোষণা বাস্তবায়িত হয়েছে, বাস্তবায়িত হওয়াটাই স্বাভাবিক।

এখানে **হযরত মুজাদ্দেদ আলফে সানী** (রহ.)-এর একটি ঘোষণা পাঠকদের সামনে রাখতে চাই। আমাদের গবেষণায় এটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। তিনি একবার স্বপ্নে ভারতে কিছু নবীর কবর দেখেছেন। তাঁর মকতুবাতে উল্লেখ রয়েছে–

"পূর্ব্ববর্ত্তী উম্মতগণের মধ্যে লক্ষ্য করিলে অতি অল্প স্থান দেখা যায়, যে– তথায় পয়গম্বর প্রেরিত হয় নাই; এমন কি ভারতবর্ষ, যাহা, এই ব্যাপার হইতে বহু

দূরে বলিয়া মনে হয়; তথায়ও দেখিতেছি যে, ভারতেও পয়গম্বরগণ প্রেরিত হইয়াছেন এবং তাহারাও সৃষ্টিকর্তার দিকে আহ্বান করিয়াছেন। ভারতের কোন কোন নগরে পয়গম্বর (আ.)-গণের নূর-শেরকের তমরাশির মধ্যে প্রদীপ্ত প্রদীপ সমূহের ন্যায় সমুজ্জ্বল বলিয়া অনুভূত হইতেছে। ইচ্ছা করিলে ভারতের সেই নগরগুলি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেও পারি।" *(মকতুবাত, প্রথম খন্ড, ৩য় ভাগ, পৃ-৩, মকতুব নম্বর-১৫৯, প্রকাশক আফতাবীয়া খানকাহ্ শরীফ, সাভার, ঢাকা। সন-১৯৭৬)*

উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে বিষয়টি স্পষ্ট, আমরা হয়তো নাম জানি না। তবে অবশ্যই ভারতে শিরক মিটানোর জন্য নবী রাসুলরা এসেছেন। আর একটা দুটো নয় অনেক শহর আছে যেখানে তাদের কবর আছে। তাঁদের কবর অনেক শহরে থাকলে তাঁদের সংখ্যাটাও অনেক হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাই তাঁরা কারা বিষয়টি নিয়ে একটু ভাবার অবকাশ রয়েছে।

আমাদের জামাতের চতুর্থ খলিফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ(রাহে.)-তাঁর বিখ্যাত বই Revelation, Rationality, Knowledge and Truth-এ হযরত গৌতম বুদ্ধ(আ.)এর নবুওয়ত সম্পর্কে বলেন,

"আমরা পূর্ণ বিশ্বাস, দৃঢ়তা এবং আস্থার সাথে বলতে পারি, বৌদ্ধধর্ম খোদা প্রদত্ত একটি ধর্ম। আমরা এ সত্যের ওপর বিশ্বাস রাখি, বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা কোনভাবেই নাস্তিক ছিলেন না। বরং তিনি এমন এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন যাঁকে স্বয়ং খোদা নিজের বাণী পৌঁছানোর জন্য মনোনীত করেছিলেন। ঠিক সেভাবে যেভাবে অন্যান্য নবী-রসূল বা অবতারদের প্রেরণ করা হয়েছিল।"

তিনি (রাহে.) ঐ পুস্তকে আরও বলেন,

"পশ্চিমা পন্ডিতদের এই সাধারণ প্রবণতার বিপরীতে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.) (১৮৩৫-১৯০৮) এক একক আওয়াজ উঠান এবং এক সম্পূর্ণ বিপরীত মত উপস্থাপন করেন। তিনি (আ.) দাবি করেন, মহাত্মাবুদ্ধ (আ.) খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন যাঁকে আল্লাহ তালা বিশেষ উদ্দেশ্য প্রেরণ করেছিলেন। তিনি প্রমাণ করেছেন অন্যান্য নবীদের মত হযরত বুদ্ধ (আ.) ফেরেশতা, জান্নাত, জাহান্নাম, পরকাল ও শয়তানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। এ কারণে এই অপবাদ হযরত বুদ্ধ (আ.) আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না -এটা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা রটনা। হযরত বুদ্ধ (আ.) মূলত বেদান্তের (ঐ ধর্মীয় বিশ্বাস ও নীতি যা হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ বেদে বিদ্যমান ছিল) অস্বীকারকারী ছিলেন। আর হিন্দদের উপস্থাপিত শারিরী ঈশ্বরের অস্বীকারকারী ছিলেন। হযরত বুদ্ধ (আ.) ব্রাহ্মণদের খুবই দোষারোপ করেছেন যারা নিজেদের ভুল ব্যাখ্যা দ্বারা হিন্দুধর্মের ঐশী শিক্ষাগুলোকে বিকৃত করেছে।"

হযরত মির্যা বশিরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ খলিফাতুল মসীহ সানী (রা) বলেন,

"খোদা তা'লাকে পেয়ে সৃষ্টির সাথে ভালোবাসা প্রর্দশনকারীদের মধ্যে হযরত ইব্রাহিম (আ.), হযরত মূসা (আ.), হযরত ঈসা (আ.) হযরত কৃষ্ণ (আ.), হযরত রামচন্দ্র (আ.) হযরত জরাতুষ্ট ছিলেন। আর আমার মতে হযরত বুদ্ধ (আ.), হযরত কনফুসিয়াস (আ.) ও নবীদের সর্দার হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ক্ষেত্রেও ঘটনা একই ছিল। তাঁদের সবার দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে। তাঁরা যেভাবে আর যে উত্তম পন্থায় মানব জাতি ও অন্যান্য সৃষ্টির সেবা করেছেন এর দৃষ্টান্ত অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। তাঁদের বিপরীতে এমন কাউকে উপস্থাপন করা যাবে না যে সৃষ্টিকে ভালোবেসে খোদা তা'লাকে পেয়েছে।" *(তফসীরে কবীর, প্রথম খন্ড, পৃ-১৩৪)*

তিনি (রা.) আরও বলেন,

"মোটকথা সে (এক মুসলমান) যে দেশে যায় তার শির গর্বে উচু হয়ে যায়। তার হৃদয় এ আনন্দে পরিতৃপ্ত হয় আমার কিতাবে যা কিছু বলা হয়েছিল এটা আক্ষরিকভাবেও প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু এক খৃষ্টান, এক ইহুদী ও এক হিন্দু যে দেশেই যায় মুখ বিষন্নতায় কালো হয়ে যায়। সে মধ্যপ্রাচ্যে যায় আর শুনে হযরত মুহাম্মদ(স.) সবচে বড় নবী তখন তার হৃদয়ে আগুন লেগে যায়। সে বার্মায় যায় আর শুনে বুদ্ধ নবী ছিলেন তখন সে কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। ভারতে শুনে কৃষ্ণ নবী ছিলেন তখন তার উপর পাগলামী ভর করে। গ্রীকে যখন যায় আর সে জানতে পারে সেখানে সক্রেটিস এসেছিলেন তখন সে চিৎকার করতে থাকে। এক কথায় সে যে দেশেই যায় তার উপর এক বিপদ আপতিত হয়। কিন্তু এক মুসলমান যে দেশেই যায় সে যার পর নাই আনন্দিত হয়। আর প্রত্যেক দেশে এ শিক্ষা তার শির উচু ও গর্বের কারণ হয়ে দাড়ায়।" *(তফসীরে কবীর, সপ্তম খন্ড, পৃ-৪৩)*

তিনি (রা.) আরো বলেন,

"এটা এমন এক নীতি যার পরিপন্থি একটি দৃষ্টান্তও জগতে পাওয়া যায় না। যখন কোন ধর্মীয় সম্প্রদায় অধপতিত হয়েছে সর্বদা কোন নবীর মাধ্যমে তারা পুনর্জীবিত হয়েছে। এটা ছাড়া কোন জাতি আজ পর্যন্ত জীবিত হতে পারে নি। ইতিহাস বলে প্রথমে হযরত কৃষ্ণ (আ.) আসেন পরে হযরত রামচন্দ্র(আ.) আসেন অথবা হিন্দুদের ধারণানুসারে প্রথমে হযরত রামচন্দ্র (আ.) পরে হযরত কৃষ্ণ (আ.) আসেন। দুটোর মাঝে যেটাই মনে করেন। আমাদের মতে প্রথমে হযরত কৃষ্ণ (আ.)-এর মাধ্যমে হিন্দু জাতি উন্নতি লাভ করেছে। পরে এক দীর্ঘ সময় পার হওয়ার পর আবার অধপতিতি হয়েছে। আর হযরত রামচন্দ্র (আ.) আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়ে আসার পর এটা দূর হয়েছে। অথবা হিন্দু ধর্মানুসারে প্রথমে হযরত রামচন্দ্র (আ.) এর মাধ্যমে তাদের উন্নতি হয়েছে। আর পরে হযরত কৃষ্ণ (আ.) এটাকে সর্বোচ্চ পর্যন্ত নিয়ে গেছেন। এরপর তারা আবার অধপতিত হয়েছে। আল্লাহ তালা তখন হযরত বুদ্ধ (আ.)-কে মানুষের হেদায়তের জন্য প্রেরণ করেন যার প্রতি ঈমান এনে লোকদের অধপতিত অবস্থা দূর হয়।" *(তফসীরে কবীর, নবম খন্ড, পৃ-৫৫৭)*

তিনি (রা.) আরো বলেন,

"যেহেতু আজ মুসলমান ছাড়া বাকি সমস্ত

জাতি জীবন্ত ধর্ম থেকে অনেক দূরে চলে গেছে তাই হিন্দুরা যদি বর্তমানে শুধুমাত্র জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কলাকৌশলকে কাজে লাগিয়ে উন্নতি করতে চায় তাহলে তারা করতে পারে। কেননা তারা সত্য ধর্মের প্রতি আরোপিত নয়। যখন তারা এক সত্য ধর্মের প্রতি আরোপিত ছিল, আর যতদিন পর্যন্ত হিন্দুধর্ম জীবিত ছিল তখন প্রথমে হযরত কৃষ্ণ (আ.) এসেছেন যার প্রতি ঈমান এনে তারা উন্নতি লাভ করেছে। পরে হযরত রাম (আ.) এসেছেন যার প্রতি ঈমান এনে তারা উন্নতি লাভ করেছে। পরে হযরত বুদ্ধ এসেছেন যার প্রতি ঈমান এনে তারা আবার উন্নতি লাভ করেছে। অথবা হিন্দুদের মতে প্রথমে হযরত রাম (আ.) এসেছেন, পরে হযরত কৃষ্ণ (আ.) এসেছেন এবং পরে হযরত বুদ্ধ (আ.) এসেছেন। তাঁদের মাধ্যমে তারা উন্নতি লাভ করেছে। কিন্তু হযরত বুদ্ধ (আ.)-এর পর যেহেতু হিন্দুধর্ম এবং পরে বৌদ্ধধর্মও রহিত হয়ে যায়। তাই আজ যদি হিন্দুধর্মাবলম্বীরা জাগতিক উপায়-উপকরণের মাধ্যমে উন্নতি করতে চায় তাহলে তারা তা করতে পারবে। এতে কোন বাধাপ্রাপ্ত হবে না। কিন্তু মুসলমান আজ কখনও জাগতিক উপায় উপকরণে উন্নতি করতে পারবে না। কেননা মুসলমানরা এক সত্য ধর্মকে মান্যকারী।" *(তফসীরে কবীর, নবম খন্ড, পৃ-৫৫৮)*

অর্থাৎ হযরত মুসলেহ মাওউদ(রা.) হযরত গৌতম বুদ্ধ (আ.)-কে তাঁর তফসীরে একজন নবী বলে উল্লেখ করেছেন।

যুলকিফল নামে একজন নবীর উল্লেখ পবিত্র কুরআনে

পবিত্র কুরআনে যেভাবে বলা হয়েছে প্রত্যেক জাতির মাঝে নবী-রসুল প্রেরণ করা হয়েছে। ঠিক সেভাবে বলা হয়েছে যুলকিফল নামে একজন নবীর আগমন হয়েছে। আল্লাহ তা'লা বলছেন–

وَاِسۡمٰعِيۡلَ وَاِدۡرِيۡسَ وَذَا الۡكِفۡلِ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيۡنَ ۖ﴿۸۶﴾

অনুবাদ: এবং ইসমাইল, ইদরীস ও যুলকিফলকেও (স্মরণ কর)। তারা সকলেই ধৈর্যশীল ছিল। (সূরা আম্বিয়া-৮৬)

এছাড়া সূরা সাদ এর-৪৯ নম্বর আয়াতেও যুল-কিফলের উল্লেখ রয়েছে।

পবিত্র কুরআনের দুই জায়গায় যুল-কিফলের উল্লেখ করা হয়েছে। কে ছিলেন এই যুলকিফল? বলা হয়েছে- এই যুলকিফল কারো প্রকৃত নাম নয়, এটা ছদ্মনাম বা উপাধি। *(সীরাত বিশ্বকোষ, খন্ড-২, পৃ-২২৫, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)* এই নাম সম্পর্কে আরবরা অনেকটাই অপরিচিত। এছাড়া আরবে কোন বিখ্যাত ব্যক্তি বা জায়গাও এ নামে নাই। এ সম্পর্কে অবশ্য বিভিন্ন তফসীরে বিভিন্ন জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে কপিলাবস্তু ভারত ও নেপালের সীমান্তে অবস্থিত একটি বিখ্যাত জায়গার নাম। যাতে গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয়েছিল। যিনি তাঁর যুগে তৌহিদ তথা একত্ববাদের প্রচার করে গেছেন। শিক্ষা দিয়ে গেছেন জান্নাত, জাহান্নাম, পরকাল ও ফিরিশতার। নিজে শয়তান থেকে আত্মারক্ষা করেছেন, আত্মরক্ষার শিক্ষা দিয়েছেন। আদেশ দিয়ে গেছেন অহিংসার, ভালোবাসার, মানব কল্যাণে কাজ করার, ন্যায় ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার। সর্বপ্রকার পাপ বর্জনের, মিথ্যা পরিহারের। তাই, যুলকিফল অর্থাৎ কিফল ওয়ালা দ্বারা কপিলা ওয়ালা বা কপিলাবাসী অর্থাৎ নেপালের কপিলাবস্তুর অধিবাসী মহাপুরুষ গৌতমবুদ্ধের প্রতিও বিষয়টিকে খুব সহজে আরোপ করা যায়। এখানে শুধু 'ফ' আর 'প' এর পার্থক্য মাত্র। ভৌগলিক অবস্থান ও ভাষার ভিন্নতা অর্থাৎ পালি ও আরবীর উচ্চারণের ভিন্নতার কারণে এতটুকু পার্থক্য হওয়াটা এক সাধারণ ব্যাপার।

এ বিষয়ে **হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলিফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)** বলেন–

"যেসব নবীদের নামের তালিকা উল্লেখ আছে তাঁদের মাঝে এমনও কিছু নবীর নাম পাওয়া যায় যারা বনী ইসরাইলী নবী নন। এই কারণে অনেক তফসীরকারক মনে করেন, বর্হিঃবিশ্বের প্রতিনিধিত্ব করার উদ্দেশ্যে এই তালিকায় অনারব নবীদের নাম অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ যুলকিফল এই তালিকার মাঝে এমন একটি নাম যা আরবী ভাষা অথবা সেমেটিক রেফারেন্সে পাওয়া যায় না। কিছু কিছু পন্ডিত এই নামের উৎস্যস্থল বুদ্ধের নামের সাথে মিলিয়েছেন, যিনি কপিলের অধিবাসী ছিলেন। যেটি ছিল ভারত ও নেপাল সীমান্তের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত একটি ছোট রাজ্যের রাজধানী। বুদ্ধ শুধু কপিলেরই ছিলেন না বরং অনেক সময় তাঁকে কপিলাবাসী বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। যুলকিফল শব্দটি দ্বারা ঠিক এটিই বুঝানো হয়। মনে রাখতে হবে আরবীতে 'প' নাই কিন্তু 'ফ' আছে। এ কারণেই কপিল আরবীতে কিফল হয়ে গেছে।"

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বক্তব্য

যুগ ইমাম হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) যুলকিফলকে বুদ্ধ বলেন নি। তবে হযরত বুদ্ধ (আ.) নবী ছিলেন এটা তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলে গেছেন। তিনি বলেন– "আমি বর্ণনা করে এসেছি, বুদ্ধ শয়তানের অস্তিত্বেও বিশ্বাসী। একইভাবে তিনি দোযখ, বেহেশত, ফেরেশতা এবং কিয়ামতেও বিশ্বাসী ছিলেন। আর বুদ্ধের বিরুদ্ধে খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসী না হবার অভিযোগ ডাহা মিথ্যা। বরং বুদ্ধ প্রচলিত বেদ এবং হিন্দুদের দৃশ্যমান প্রতিমাগুলোকে স্বীকার করতেন না। নিঃসন্দেহে তিনি বেদের বিরুদ্ধে কড়া সমালোচনা করেছেন। বর্তমান বেদকে সত্য বলে তিনি স্বীকার করেন নি। এটিকে এক বিকৃত, প্রক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত গ্রন্থ বলে মনে করতেন।" *(রুহানী খাযায়েন, খন্ড মসীহ্ হিন্দস্থান ম্যায়, পৃ. ৮২)*

"গৌতম বুদ্ধ এরূপ সন্ধি স্থাপনের ইচ্ছা করেছিলেন। বেদই সব কিছু এবং এর বাইরে কিছু নাই– তিনি একথা বিশ্বাস করতেন না। তিনি জাতি, দেশ এবং বংশের বৈশিষ্ট্য স্বীকার করতেন না। অর্থাৎ তাঁর ধর্ম-বিশ্বাস এরূপ ছিল না যে, বেদেই সব কিছু সীমাবদ্ধ আর এ ভাষায় এবং এ দেশেই ও এ ব্রাহ্মণরাই

পরমেশ্বরে বাণী পাওয়ার জন্য তাঁর আদালতে চিরকালের জন্য রেজিস্ট্রিকৃত হয়ে রয়েছে। তিনি এ মতবিরোধের দরুন বড় কষ্ট ভোগ করেছিলেন এবং তাঁকে নাস্তিক ও নাস্তিকমতবাদধারী আখ্যা দেয়া হয়েছিল, যেভাবে আজকাল ইউরোপ ও আমেরিকার সেই সকল গবেষক পাদ্রী সাহেবদের মতে তারা সকলেই নাস্তিক যারা হযরত ঈসা (আ.)-এর ঈশ্বরত্ব স্বীকার করে না এবং এ কথা মানতে রাজী হয় না যে, ঈশ্বর ক্রুশবিদ্ধ হতে পারেন। সুতরাং বুদ্ধকেও এ ধরনেরই নাস্তিক সাব্যস্ত করা হয়েছিল। যেহেতু সর্বসাধারণের মাঝে ঘৃণা জন্মাবার জন্য তাঁর প্রতি অনেক অপবাদ আরোপ করা হয়েছিল সেজন্য দুষ্ট বিরুদ্ধবাদীদের রীতি অনুযায়ী অবশেষে বুদ্ধকে তাঁর দেশ ও মাতৃভূমি আর্যবর্ত্ত থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল। এখন পর্যন্ত হিন্দুরা বৌদ্ধধর্ম ও এর সফলতাকে অত্যন্ত ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে দেখে থাকে। কিন্তু হযরত ঈসা (আ.)-এর উক্তি **'নিজ মাতৃভূমি ছাড়া নবী অন্যত্র অপমানিত হন না।' অনুযায়ী বুদ্ধ অন্য দেশে হিজরত করে বড় সফলতা লাভ করেছিলেন।** বলা হয় পৃথিবীর তিন ভাগের একভাগ বৌদ্ধধর্মে ভরে গেছে।" *(রূহানী খাযায়েন, ২৩ খন্ড, পয়গামে সুলেহ, পৃ. ১৩)*

"গৌতম বুদ্ধকে শয়তান ধন-ধৌলত ও রাজত্বের প্রলোভন দিলে তাঁর মনে গৃহে ফিরে যাবার ধারনার উদ্রেগ হয়েছিল। কিন্তু তিনি এর অনুসরণ করেন নি। তখন শয়তান আবারও তার সকল পরিজন নিয়ে এক বিশেষ রাতে তাঁর নিকট আসে এবং ভয়াবহ রূপ ধারন করে তাঁকে ভয় দেখায়। বুদ্ধ ওই শয়তানগুলোকে সাপের আকৃতিতে দেখতে পাচ্ছিলেন, যারা মুখ দিয়ে বিষ ও আগুন উদগীরণ করছিল। কিন্তু বিষ তাঁর কাছে এসে পুষ্পে পরিণত হয়ে যাচ্ছিল এবং আগুন তাঁর চারদিকে বলয়ে পরিণত হচ্ছিল। এভাবে শয়তান যখন সফল হতে পারলো না তখন সে তার ষোল জন কন্যাকে ডেকে বললো, 'তোমরা বুদ্ধের সামনে তোমাদের রূপ প্রকাশ কর।' কিন্তু এতেও তাঁর মনোবলে চির ধরে নি এবং শয়তান বিফল মনোরত হয়। এরপর শয়তান আরো কিছু কৌশল অবলম্বন করে, কিন্তু তাতেও বুদ্ধের দৃঢ়তার মুখে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় এবং গৌতম বুদ্ধ ক্রমান্বয়ে উন্নত স্তরসমূহ অতিক্রম করতে থাকেন। অবশেষে এক দীর্ঘ রাতের অবসানের অর্থাৎ কঠিন ও দীর্ঘস্থায়ী পরীক্ষার পর তিনি তাঁর শত্রু অর্থাৎ শয়তানকে পরাস্ত করেন। ফলে তাঁর নিকট প্রকৃত জ্ঞানের আলো প্রতিভাত হয় এবং প্রভাত উদিত হতেই অর্থাৎ সকল পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে তিনি সত্যিকার জ্ঞান লাভ করেন। যে ভোরে সেই যুদ্ধের অবসান হয় সে ভোরটি ছিল বৌদ্ধ ধর্মের জন্মদিন। সে সময় গৌতমের বয়স হয়েছিল পঁয়ত্রিশ বছর। আর তখনই তাঁকে বুদ্ধ অর্থাৎ নূর বা জ্যোতিঃ উপাধিতে ভূষিত করা হয় এবং যে বৃক্ষের নিচে তিনি বসেন, সেটি নূর বা জ্ঞানের বৃক্ষ বলে খ্যাতি লাভ করে।" (রুহানী খাযায়েন, খন্ড মসীহ্ হিন্দুস্থান ম্যায় পৃ-৬৮)

অন্য জাতির প্রতি প্রেরিত নবীদের বিষয়ে হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.)-এর নীতিগত শিক্ষা। তিনি (আ.) বলেন, "হযরত মূসা (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.) এবং অন্যান্য নবী-রসূল সবাই যে পবিত্র, সম্মানিত ও খোদার মনোনীত মহাপুরুষ ছিলেন এ কথা ঘোষণা করা আর এ স্বীকারোক্তি জগতময় প্রচার করা আমি আমার জন্য একটি সৌভাগ্য বলে মনে করি। একইভাবে খোদা তা'লা যেসব সম্মানিত মনীষীদের মাধ্যমে তাঁর পবিত্র পথ-নির্দেশনা আর্যবর্তে অবতীর্ণ করেন আর পরবর্তীতে আগমনকারী আর্যদের যেসব পবিত্র বুযুর্গ ছিলেন যেমন রাজা রামচন্দ্র ও শ্রী কৃষ্ণ- এরা সবাই পবিত্র মানুষ ছিলেন এরা সেসব মানুষের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদের প্রতি খোদার অনুগ্রহ সদা বিরাজমান।" *(চশমায়ে মারেফাত; রূহানী খাযায়েন: ২৩শ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৮৩)*

আলেমদের বক্তব্য

শুধু হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ও তাঁর খোলাফাগণই নন। এ বিষয়ে আলেম-উলামারাও পরবর্তীতে মুখ খুলতে শুরু করেছেন। উপমহাদেশের একজন বিখ্যাত আলেম শামস নবীদ উসমানী লিখেন, "এযুগে এক প্রসিদ্ধ বিতার্কীক ও আলেম মাওলানা মুনাযের আহসান গিলানীর বুদ্ধের মাঝে নবুওয়তের পূর্ণতা দৃষ্টিগোচর হতো। আর তিনি কালামে ইলাহীর **যুলকিফল এবং কপিলাবস্তুকে একই ব্যক্তি আখ্যা** দিয়েছেন।" (আগার আব ভী নাহ্ জাগে তো, পৃষ্ঠা-৫৬)

গৌতম বুদ্ধ আল্লাহর একজন নবী ছিলেন। এ কথা আজ থেকে একশত বছর পূর্বে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.) এবং পরবর্তীতে তাঁর খলিফাগণ দ্যর্থহীন ভাষায় বলে গেছেন। ঐ সময়ে মুসলমানরা নিরব থাকলেও পরবর্তীতে মুখ খুলতে শুরু করেছেন।

এ প্রসঙ্গে শুধু শামস নবীদ উসমানী ও মাওলানা মুনাযের আহসান গিলানীই নন। আল্লামা শিবলী নোমানী ও সৈয়দ সুলাইমান নদভীর একটি লিখার অংশ তুলে ধরতে চাই। তারা লিখছেন,

"আম্বিয়াদের সম্পর্কে এই হাকীকতটি সূরা মু'মিনেও দ্বিতীয়বার বয়ান করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছেঃ 'এবং অবশ্যই আমি আপনার পূর্বে বহু রাসূল প্রেরণ করেছি, যাদের কিছু সংখ্যকের কথা আমি আপনার কাছে বিবৃত করেছি এবং কিছু সংখ্যকের কথা বিবৃত করিনি।' (সূরা মু'মিন-৪)তা'লীমে মুহাম্মদী (সা.)-এর বিধান মেতাবেক এই বিশ্বাস করাও জুরুরী যে, দুনিয়ার বড় বড় কওম এবং দেশ যেমন- চীন, ইরান, হিন্দুস্থানেও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পূর্বে আল্লাহর প্রেরিত নবীগণের আগমন ঘটেছিল। আর এজন্য এ সকল অঞ্চলের অধিবাসীরা যে সকল বুযুর্গদের ইজ্জত ও সম্মান করে এবং নিজেদের দীন ও মাজহাবকে যাদের দিকে সম্পৃক্ত করে, তাদের সততা, সত্যবাদিতার সার্বিক অস্বীকার কোন মুসলমানই করতে পারে না। এই নিরিখে কোন কোন বিদ্দজ্জন হিন্দুস্তানের কৃষ্ণ এবং রামকে এবং ইরানের জরতস্তকে, এমনকি **কেউ কেউ বুদ্ধকেও পয়গাম্বর বলে অভিমত প্রকাশ করেছে।** মোটকথা, তাদের কিংবা অন্য কারোরও নবী হওয়ার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সন্দেহ করা যায় না। কিন্তু প্রকৃতই তারা নবী ছিলেন কিনা, তা নিরূপণ করার মানদন্ড আল কুরআনেই

সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে।" *(সীরাতুন নবী, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৬৯, দি তাজ পাবলিশিং হাউজ, প্রকাশ ১৯৯১ইং)*

উল্লেখ্য, বিষয়টা হালকা করে দেখার কোন সুযোগ নেই। কুরআনের মানদন্ড আমরা শুরুতেই উল্লেখ করেছি। মানদন্ড স্পষ্টই বলে দেয়া আছে 'আল্লাহ তা'লা প্রত্যেক জাতিতে নবী পাঠিয়েছেন। তারা এক আল্লাহর ইবাদত করা ও শয়তান থেকে বাচাঁর শিক্ষা দিয়েছেন।' হযরত গৌতম বুদ্ধও এ শিক্ষা দিয়েছেন। তাই- কৃষ্ণ, রাম, জরতুস্ত যেভাবে নবী ছিলেন হযরত বুদ্ধও সেভাবেই নবী ছিলেন।

শামস নবীদ উসমানী তাঁর পুস্তক "আগার আব ভী নাহ্ জাগে তো" এর ৫৬পৃষ্ঠায়- "হযরত মূসা(আ.) ও দিগর আম্বিয়া(আ.) হিন্দুস্তান মে" (ভারতে হযরত মুসা(আ.) ও অন্যান্য নবীরা) -এ শিরোনামে লিখেন- "গবেষকদের এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই আরববাসীরা বুদ্ধকেই বাউয আসফ বলতো।"

দেখেন, মৌলভী সাহেবরা সাহস করে সরাসরি নবী বলেন না। তবে পরোক্ষভাবে ঠিকই বলেন। শিরোনাম দিয়েছেন "ভারতে হযরত মুসা(আ.) ও অন্যান্য নবীরা" আর বলছেন আরবরা বুদ্ধকেই বাউয আসফ বলতো। তাহলে এরা অর্থাৎ বুদ্ধ বা বাউয আসফ কে? এরাই হলেন তার মতে 'অন্যান্য নবীরা'। অর্থাৎ সরাসরি বলার সাহস না দেখালেও পরোক্ষভাবে ঠিকই বুদ্ধকে নবী বলেছেন।

হিফজুর রহমান সেহয়াবারী কাসাসুল কুরআনে লিখেন, "অনেক মুয়াসিরিনদের (সমসাময়িক পন্ডিতের) অভিমত হলো, যুল কিফল গৌতম বুদ্ধের উপাধী। কেননা তাঁর রাজ্যের নাম কিপল ছিল, যার আরবী উচ্চারণ কিফল হয়ে গেছে। আরবীতে শব্দ 'যু' অধিকারী বা মালিক এর জন্য ব্যবহার হয়। এজন্য এখানে কপিল এর মালিক ও বাদশাকে যুল কিফল বলা হয়েছে। মুযাসিরিনদের এটাও দাবি- গৌতম বুদ্ধের আসল শিক্ষা তওহিদ ও প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা ছিল। কিন্তু বর্তমানে বিদ্যমান অবস্থা হলো অন্যান্য জনপদ ধর্মের ন্যায় তাদের মাঝেও বিকৃতি ও পরিবর্তন ঘটেছে। *(কাসাসুল কুরআন, দ্বিতীয় খন্ড)*

বিভিন্ন তফসীরের ভাষ্য

সূরা নাহলের ৩৬ আয়াতে যেভাবে বলা হয়েছে সব নবীরা শিরক মিটানোর জন্য, এক আল্লাহর ইবাদত শিখানোর জন্য এসেছিলেন, আর শয়তানের আক্রমণ থেকে বাচাঁর শিক্ষা দিয়েছেন। ঠিক সেভাবে গৌতম বুদ্ধওএ কাজগুলো করেছেন। এজন্য তিনি মূর্তি ও ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে দাড়িয়েছেন।

বুদ্ধের সাথে শুধু নামের ও জায়গার মিল নয় আরো কিছু অন্ত মিলও আছে। সেগুলো নিয়েও একটু চিন্তা করা যায়। যেমন আম্বিয়ার ৮৬ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে তিনজন নবীই অত্যন্ত ধৈর্যশীল ছিলেন। বুদ্ধও খুবই ধৈর্যশীল ছিলেন। অনেক ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছেন ও অবশেষে উত্তীর্ণও হয়েছেন।

প্রথম দুজনই অর্থাৎ ইসমাইল ও ইদরীস অ-বনীইসরাঈল নবী ছিলেন। তাই তৃতীয় জনও একই গন্ডির অর্থাৎ অ-বনীইসরাঈল হওয়াটাই স্বাভাবিক।

বাকি রইল বিভিন্ন তফসীরের কিতাবের বিষয়। এগুলোতে যুলকিফল সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে-

যুলকিফলকে শয়তান বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেছে।

তাঁকে পদস্খলিত করার চেষ্টা করেছে।

প্রথমে শয়তান তার সাঙ্গ-পাঙ্গদেরকে পাঠিয়েছে।

তারা ব্যর্থ হলে শয়তান নিজে বিভিন্ন রূপ ধরে এসেছে।

এছাড়া মহিলা সংক্রান্ত একটি ঘটনাও আছে। *(তফসীর মারেফুল কুরআন, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ ২২৭ ও ২২৮ লেখক আল্লামা মুফতি মোহাম্মদ শফী, তফসীর ইবনে কাসির , চর্তুদশতম খন্ড, পৃ -৩৭৫ ও ৩৭৬)*

যুল কিফলের পরিচয়ে নবী হওয়ার পাশাপাশি তিনি বাদশা ও ন্যায় বিচারকও ছিলেন বলা হয়েছে। *(তফসীর ইবনে কাসির , চর্তুদশতম খন্ড, পৃ -৩৭৪)*

দেখেন গৌতম বুদ্ধের ক্ষেত্রেও বিষয়গুলো দুইয়ে দুইয়ে চার এর মত মিলে। তিনি বাদশা ছিলেন, ন্যায় বিচারক ছিলেন। তাকেঁও শয়তান (পাপী/দুষ্ট 'মার') বিভিন্নভাবে পদস্খলিত করার চেষ্টা করেছে। শয়তান বিভিন্ন রূপ নিয়ে তাঁর কাছে এসেছে। সাঙ্গ-পাঙ্গদেরকে লেলিয়ে দিয়েছে। সাপ হয়ে এসেছে। বিষ ছুড়ে মেরেছে, আগুন ছুরে মেরেছে। পরিশেষে শয়তান ব্যর্থ হয়ে নিজের কন্যা রতি, আরতি ও তৃষ্ণাকে লেলিয়ে দিয়েছে। পরিশেষে তারাও ব্যর্থ হয়েছে। *(গৌতম বুদ্ধের মহাজীবন ও ধর্মদর্শন, পৃ-১৬, লেখক ড. জগন্নাথ বড়ুয়া)*

আব্দুল হক দেহলবী বলেন, যুলকিফল একজন বাদশা ছিলেন। ..প্রতিমা পূজা উৎখাতের দায়িত্ব গ্রহণ করায় তাঁকে যুলকিফল বলা হতো। *(তাফসীরে হাককানী, ১৭ খন্ড, পৃ-২৩)*

গৌতম বুদ্ধও একজন বাদশা ছিলেন। আর প্রতিমা পূজা তিনি উৎখাত করেছিলেন। এটা নিয়েই তাঁর ব্রাহ্মণদের সাথে দ্বন্ধ শুরু হয়েছিল।

তফসীরে রূহুল মাআনী ১৭ খন্ডের ৮২ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে 'যুল-কিফলের এক পুত্র ছিল।' গৌতম বুদ্ধেরও একপুত্র ছিল। তার নাম ছিল রাহুল।

যুলকিফল হযরত সুলায়মানের পর খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় ৬০০ থেকে ৫০০ সালের মধ্যে, আবির্ভূত হয়েছিলেন।(দাইরা মাআরিফ ইসলামীয়া উর্দু, খন্ড-১০, পৃ-৬২; মাজমাউল বায়ান ফি তাফসীরুল কুরআন, ৭খন্ড, পৃ-৯৬) গৌতম বুদ্ধও খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০থেকে ৫০০ সালের মধ্যেই জন্মগ্রহন করেছিলেন।

তফসীরের কিতাবগুলোতে লেখা আছে যুলকিফল ১. সদা-সর্বদা রোযা রাখতেন ২. ইবাদতে রাত্রি জাগতেন ৩. কোন সময় রাগান্বিত হতেন না।

গৌতম বুদ্ধও সদা-সর্বদা রোযা(উপবাস ব্রত পালন করতেন) রাখতেন। রোযা রাখতে রাখতে হাড্ডিসার হয়ে গিয়েছিলেন। ইবাদতে রাত্রি জাগতেন। রাতের বিভিন্ন অংশে উঠে ইবাদত করতেন। কোন সময় রাগান্বিত হতেন না। অহিংসা তথা রাগ ধমনের শিক্ষা দিতেন। প্রচার করতেন।

তফসীরে বলা হয়েছে- "যুলকিফল শব্দের

অর্থ অঙ্গীকার ও দায়িত্ব পূর্ণকারী ব্যক্তি। হযরত যুলকিফল(আ.) তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছিলেন। তাই তাঁকে এই নামে অভিহিত করা হয়।" *(তফসীরে মারিফুল কুরআন, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ-২২৭-২২৮; তফসীরে কুরতুবী, ১১খন্ড, পৃ-৩২৭-৩২৮, নূরুল কুরআন ১৭ খন্ড, পৃ-১৩৫-১৩৬)*

বুদ্ধও তাঁর উপর অপির্ত দায়িত্ব পালন করে গেছেন। উর্ধ্বলোক থেকে আদিষ্ট হয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ধর্ম প্রচার করে গেছেন।

এই সাদৃশ্য প্রমাণ করে কুরআন, হাদীস ও বিভিন্ন তফসীরে উল্লেখিত যুলকিফল আর গৌতমবুদ্ধ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

আমরা হযরত গৌতম বুদ্ধের নবুওয়তের সপক্ষে পাঠকদের সামনে আরো একটি প্রমাণ উপস্থাপন করতে চাই। এটি ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত সীরাত বিশ্বকোষে রয়েছে। এই সীরাত বিশ্বকোষ মহানবী (স.)-এর জীবনী গ্রন্থ। এর চৌদ্দটি খন্ড এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। এর সংকলন ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে ইসলামী পন্ডিত, গবেষক ও আলেমদের একটি বিশাল টিম যৌথভাবে কাজ করেছেন। এর চতুর্থ খন্ডের ৯৯ থেকে ১০২ পৃষ্ঠায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) সম্পর্কে ত্রিপিটকের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। প্রবন্ধের শুরুতে বুদ্ধ শব্দের অর্থ তুলে ধরা হয়েছে। লিখা হয়েছে 'বুদ্ধ' শব্দের অর্থ 'বুদ্ধি দ্বারা যুক্ত'। বৌদ্ধ ধর্মে নবী রাসুলগণকে বুদ্ধ বলা হয়। *(সীরাত বিশ্বকোষ, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত, ৪র্থ খন্ড, পৃ-৯৯)* পরে লেখা হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর আগমনের মাধ্যমে গৌতম বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পূর্ণতা লাভ করেছে। তিনিই হলেন মৈত্রিয়া বুদ্ধ। এখন শ্রোতাবৃন্দ একটু চিন্তা করুন। আল্লাহ তালা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন–

عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖۤ
اَحَدًا ﴿۲۷﴾
اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ
مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ﴿۲۸﴾

অনুবাদ: তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো নিকট প্রকাশ করেন না, তাঁর মনোনীত রসুল ব্যতীত...। (সূরা জিন্ন- ২৬-২৭)

আল্লাহ বলছেন অদৃশ্যের বিষয় আল্লাহ তালা জানেন। আর এটা তিনি নবী-রাসুলদের অবগত করেন। নবী-রাসুল ছাড়া আর কেউ জানেন না। গৌতম বুদ্ধ তাঁর একহাজার বছর পর আগমনকারী নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা(স.) সম্পর্কে যা যা বলেছেন সব পূর্ণ হয়েছে। তাই তাদের এই প্রবন্ধ উপস্থাপনকী সাব্যস্ত করে? তারা সরাসরি নবী বলার সাহস না দেখালেও পরোক্ষভাবে গৌতম বুদ্ধের নবুওয়তের স্বীকৃতি দিচ্ছেন।

বৌদ্ধ শাস্ত্রের সাক্ষ্য

১. বুদ্ধত্ব লাভের ঘটনা:

দীর্ঘ তপস্যার মাধ্যমে গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পর এই শিক্ষা কার নিকট, কিভাবে প্রচার করবেন এই দ্বিধাদ্বন্দ্বে যখন পড়েন, তখন ভাবতে থাকেন-

"আমি বহু কষ্টে অর্জিয়াছি যাহা,
কাজ নাই প্রকাশ করিয়া তাহা,
রাগ-দোষে লিপ্ত নর যারা,
এই ধর্ম বুঝিবে না তাহা!
প্রতিস্রোতগামী ইহা নিপুণ গম্ভীর,
দুর্দর্শ সুসূক্ষ্ম ইহা-রাগরক্ত যারা
অবিদ্যার অন্ধকারে ঢাকা-বুঝিবে না ইহা
তারা।"

(ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, দ্বিতীয় খন্ড, মহাপনাদ সূত্রান্ত, শ্লোক-৩/২, পৃ-২৬)

যখন তিনি এমন চিন্তা করছিলেন তখন উর্ধ্বলোক থেকে একজন তাঁর সামনে এসে হাজির হন। এ ঘটনা এভাবে উল্লেখ রয়েছে– "ভিক্ষুগণ, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ বিপস্‌সী নিরুৎসাহ হইলেন, ধর্মদেশনায় তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। ভিক্ষুগণ, তখন মহাব্রহ্মা স্বচিত্তে ভগবান বিপস্‌সীর চিত্ত-বিতর্ক জ্ঞাত হইয়া এইরূপ চিন্তা করিলেন:- "হায়! এই জগৎ নষ্ট হইবে, বিনষ্ট হইবে, যেহেতু ভগবান বিপস্‌সীর চিত্ত উৎসাহ-হীন হইয়া ধর্মদেশনায় প্রবৃত্ত হইতেছে না।" *(ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, দ্বিতীয় খন্ড, মহাপনাদ সূত্রান্ত, শ্লোক-৩/২, পৃ. ২৬-২৭)*

'অনন্তর, ভিক্ষুগণ, সেই মহাব্রহ্মা, যেরূপ বলবান পুরুষ সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করে, অথবা প্রসারিত বাহু সংকুচিত করে, সেইরূপই ব্রহ্মলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়া ভগবান বিপস্‌সীর সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তৎপরে, ভিক্ষুগণ, মহাব্রহ্মা একাংশ উত্তরাসঙ্গে আবৃত করিয়া দক্ষিণজানুমন্ডল ভূমিতে স্থাপন করিয়া ভগবান বিপস্‌সীর দিকে অঞ্জলি প্রণত করিয়া তাঁহাকে এইরূপ কহিলেন:

"হে ভগবান, ধর্মপ্রচার করুন, হে সুগত ধর্মপ্রচার করুন, সাংসারিকতার মলিনতায় যাহাদের চক্ষু নিষ্প্রভ হয় নাই, এমন প্রাণিও আছে। ধর্মশ্রবণের অভাবে তাহারা বিনষ্ট হইতেছে, তাহারা ধর্মের জ্ঞান লাভ করিবে। *(ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, দ্বিতীয় খন্ড, মহাপনাদ সূত্রান্ত, শ্লোক-৩/৩, পৃ-২৭)*

বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের এ ঘটনাও প্রমাণ করে তিনি অন্যান্য নবীদের মত নবুওয়ত লাভ করেছিলেন। ফিরিশতা তাঁর কাছে বাণী নিয়ে এসেছিল। ফেরেশতা লাভের এমন ঘটনা একবারই ঘটেনি। তাঁর জীবনে বার বার ঘটেছে।

যেমন উল্লেখ আছে-বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পর ভাবতে লাগলেন এ ধর্ম কার কাছে প্রচার করবেন। এ বিষয়ে বলা হয়েছে–

"হে ভিক্ষুগণ, অতঃপর আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইল-আমি কাহার নিকট প্রথম ধর্ম-উপদেশ প্রদান করিব যিনি এই ধর্মের শীঘ্র অর্থবোধ করিতে পারিবেন? তখন আমার মনে এই চিন্তা হইল-অরাড় কালামই সুপন্ডিত, দক্ষ, মেধাবী এবং দীর্ঘকাল অল্পরজঃজাতীয় পুরুষ। অতএব, আমি তাঁহারই নিকট প্রথম ধর্ম-উপদেশ প্রদান করিব, তিনিই এই ধর্মের অর্থ শীঘ্র জানিতে পারিবেন।

তখন জনৈক দেবতা আমার নিকট উপস্থিত হইয়া জানাইল– "প্রভো,

সপ্তাহকাল হইল অরাড় কালাম দেহত্যাগ করিয়াছেন।" আমার মধ্যেও জ্ঞান-দর্শন উৎপন্ন হইল যে, সপ্তাহকাল পূর্বে সত্যই অরাড় কালাম দেহত্যাগ করিয়াছেন।

তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইল- অরাড় কালাম মহাজ্ঞানী ছিলেন বটে যিনি এই ধর্ম শ্রবণ মাত্র ইহার অর্থবোধ করিতে পারিতেন। তখন আমার মনে এই চিন্তা হইল– তবে আমি কাহার নিকট প্রথম ধর্ম-উপদেশ প্রদান করিব যিনি এই ধর্ম শ্রবণ করিয়া শীঘ্র ইহার অর্থবোধ করিতে পারিবেন? তখন আমার মনে হইল-রুদ্র রামপুত্র তো সুপন্ডিত, দক্ষ, মেধাবী এবং দীর্ঘকাল অল্পরজঃজাতীয় পুরুষ। অতএব, আমি তাঁহারই নিকট প্রথম ধর্ম-উপদেশ প্রদান করিব। তিনি এই ধর্ম শ্রবণমাত্র শীঘ্রই ইহার অর্থবোধ করিতে পারিবেন।

তখন জনৈক দেবতা আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল-"প্রভো, সপ্তাহকাল হইল রুদ্র রামপুত্র দেহত্যাগ করিয়াছেন।" আমার মধ্যেও জ্ঞান-দর্শন উৎপন্ন হইল যে, সত্যই সপ্তাহকাল পূর্বে রুদ্র রামপুত্র দেহত্যাগ করিয়াছেন। তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইল-রুদ্র রামপুত্র মহাজ্ঞানী ছিলেন বটে যিনি এই ধর্ম শ্রবণ মাত্র ইহার অর্থবোধ করিতে পারিতেন।" *(মধ্যম নিকায়, প্রথম খন্ড, ঔপম্য-বর্গ, আর্যপর্যেষণ সূত্র, শ্লোক-১৩, পৃ. ২০০-২০১)*

এরপর তিনি বারাণসীতে প্রচারের জন্য চলে যান। পরবর্তীতে তিনি বন্ধুমতী রাজধানীতে মহাভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রচারের মনস্ত করেন। তখন ঊর্ধ্বলোক থেকে আবার একজন এসে তাঁর সামনে হাজির হন। উল্লেখ রয়েছে-

"অতঃপর, ভিক্ষুগণ, মহাব্রহ্মা স্বচিত্তে ভগবান বিপস্‌সীর চিত্তবিতর্ক জ্ঞাত হইয়া, যেরূপ বলবান পুরুষ সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করে, অথবা প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করে, সেইরূপই ব্রহ্মলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়া ভগবান বিপস্‌সীর সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তৎপরে, ভিক্ষুগণ, মহাবহ্মা একাংশ উত্তরাসঙ্গে আবৃত করিয়া ভগবান বিপস্‌সীর দিকে অঞ্জলী প্রণত করিয়া তাঁহাকে এইরূপ কহিলেন:

হে ভগবান, হে সুগত! আপনার সংকল্প যথার্থ। এক্ষণে বন্ধুমতী রাজধানীতে মহাভিক্ষুসঙ্ঘ বাস করিতেছেন: আপনি তাঁহাদিগকে নির্দেশ দিন। *(ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, দ্বিতীয় খন্ড, মহাপনাদ সূত্রান্ত, শ্লোক-৩/২৩, পৃ-৩৩)*

এই ঘটনাগুলো প্রমাণ করে তাঁর কাছে স্রষ্টার পক্ষ থেকে ঐশী প্রত্যাদেশ নিয়ে একজন বার বার অবতীর্ণ হয়েছেন। এসে তাঁকে সেই বিষয় অবগত করেছেন, নির্দেশনা দিয়েছেন যা তিনি জানতেন না। আর এমন ঘটনা নবী-রসুলদের ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। তাঁদের জীবনীতেই এমন ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়।

বৃক্ষ ফল দ্বারাও চিনা যায়

নবীদের কাজ কি ছিল? যে কাজের জন্য তার বিভিন্ন জাতিগোষ্টির মাঝে আগমন করেছিলেন। আল্লাহ তালা বলছেন,

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ؕ

অনুবাদ : আর নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে কোন না কোন রসুল পাঠিয়েছিলাম। (এই শিক্ষা দিয়ে) তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং পুণ্যের পথে বাধাদানকারী বিদ্রোহী শয়তান থেকে বেঁচে চল। (সূরা নাহল : ৩৬)

কুরআনে বর্ণিত এ কাজগুলো বা এ দায়িত্ব বুদ্ধ পালন করেছেন কি না? বুদ্ধের জীবনী ও মূল ত্রিপিটক পাঠ করলে দেখা যায়– বুদ্ধ একত্ববাদের তথা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের শিক্ষাই প্রচার করে গেছেন। মূর্তি পূজার বিরোদ্ধে দাড়িয়েছেন। শিক্ষা দিয়ে গেছেন জান্নাত, জাহান্নাম, পরকাল ও ফিরিশতার বিষয়ে (যা ঈমানিয়্যতের অংশ)। নিজে শয়তান থেকে আত্মারক্ষা করেছেন, আত্মরক্ষার শিক্ষা দিয়েছেন। আদেশ দিয়ে গেছেন অহিংসার, ভালোবাসার, মানব কল্যাণে কাজ করার, ন্যায় ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার। সর্বপ্রকার পাপ বর্জনের, মিথ্যা পরিহারের। এ বিষয়গুলোও তাঁর নবী হওয়ার বিষয়টি সমর্থন করে।

প্রকৃত সত্য সবার কাছে উদ্ভাসিত হোক, উন্মোচিত হোক। আমরা পরিশেষে হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমাদের লেখা শেষ করছি–

"আমরা কখনও অন্য জাতির নবীগণের অবজ্ঞা করি না। বরং এটাই আমাদের ধর্ম-বিশ্বাস পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতিতে যত নবী এসেছেন এবং কোটি কোটি লোক তাঁদেরকে মেনে নিয়েছে আর পৃথিবীর কোন অংশে তাঁদের ভালোবাসা ও মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর এ ভালোবাসা ও বিশ্বাসের সুদীর্ঘকাল পার হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে এ একটি প্রমাণই তাঁদের সত্যতার জন্য যথেষ্ট। কেননা যদি তাঁরা খোদার পক্ষ থেকে না হতেন তবে কোটি কোটি লোকের হৃদয়ে তাঁদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হতো না। খোদা তাঁর মনোনীত বান্দাগণের সম্মান কখনো অন্যকে দেন না। যদি কোন মিথ্যাবাদী তাঁদের আসনে বসতে চায় তাহলে শীঘ্রই তাকে ধ্বংস ও বিনাশ করে দেয়া হয়।" *(পয়াগামে সুলেহ, পৃষ্ঠা-১৫)*

তথ্যসূত্র:

১. পবিত্র কুরআন, তফসীরে কসীর, ২. তফসীর ইবনে কাসির, ৩. তাফসীর রুহুল বায়ান, ৪. মাজমাউল বায়ান ফি তাফসীরুল কুরআন, ৫. দাইরা মাআরিফ ইসলামীয়া উর্দু, ৬. মকতুবাত, মির্যা মাযহার জানজানান শহীদ, ৭. সীরাতুন নবী, ৮. তাফসীরে মারেফুল কুরআন, ৯. আগার আব ভী নাহ্ জাগে, ১০. পয়াগামে সুলেহ, ১১. সীরাত বিশ্বকোষ– ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৩. তফসীরে রূহুল মাআনী, ১৪. গৌতম বুদ্ধের মহাজীবন ও ধর্মদর্শন– লেখক ড. জগন্নাথ বড়ুয়া, ১৫. বৌদ্ধধর্ম, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ১৬. বাংলাপিডিয়া, ১৭. ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, দ্বিতীয় খন্ড।

খেলাফতের তাৎপর্য

মোহাম্মদ জানে আলম (মনি)

খিলাফত ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলামের বীজ প্রথম যেদিন বপন করা হয়েছিল, সেদিন থেকে খেলাফতের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। খলীফার আভিধানিক অর্থ হল, প্রতিনিধি বা স্থালাভিষিক্ত। খলীফা প্রধানত দুই প্রকার প্রত্যেক নবীই খলীফাতুল্লাহ্। দ্বিতীয় প্রকার খলীফা হলেন নবীর স্থলাভিষিক্তগণ। খেলাফত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন– অর্থাৎ মু'মিন এবং স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সৎকর্মশীলদের সঙ্গে আল্লাহ্ তা'লা ওয়াদা করছেন যে, তিনি এই পৃথিবীতে তাদের মধ্যে অবশ্যই খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করবেন, যেভাবে তিনি পূর্ববর্তীদের মধ্যে খেলাফত কায়েম করেছিলেন। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী লিখেছেন যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা হারূন, ইয়াহিয়া, দাউদ এবং সোলায়মান (আ.)-কে খলীফা করেছিলেন, তদ্রূপ এই উম্মতেও তিনি খলীফা নিযুক্ত করবেন। মৃত্যুর পূর্বে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সবাইকে নসিহত করে বলেছিলেন, আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং একজন কাফ্রী গোলাম খলীফা হলেও তাকে মান্য কর। কেননা, আমার পরে যে জীবিত থাকবে সে বহু মতভেদ দেখতে পাবে। হাদীসে আছে– অর্থাৎ "আমার সুন্নত ও সৎপথ প্রাপ্ত এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাগণের সুন্নতের ওপর কায়েম থাকবে, তাকে মজবুতভাবে ধরে থাকবে এবং দন্ত দ্বারা কামড়িয়ে রাখবে তাহলে নব নব বিধান থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা, প্রত্যেক বিদাতই পথভ্রষ্টকারী। (আবুদাউদ, তিরমিযী ইবনে মাজা) হযরত আলী (রা.) শাহাদতের পর ত্রিশ বছর মেয়াদের মধ্যে আমীর মুয়াবিয়া (রা.) দ্বারা রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই খেলাফত ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটে। মৌলানা আজাদ লিখেছেন হযরত আলী (রা.)-এর সাথে সাথে মুসলমানদের সম্মিলিত সংগঠন নষ্ট হয়ে গেল। শুরু হল নৈরাশ্য ও নৈরাজ্যের জামানা। এর ফলে কেন্দ্রীয় শক্তি ও পরিকল্পনাগুলো সমূলে ধ্বংস হয়ে গেল (মসলায়ে খেলাফত ২১ পৃ.) ইসলামের প্রাথমিক যুগে ঐশী খেলাফতের কল্যাণে মুসলমানগণ যেভাবে বিশ্বে সফলকাম ও জয়যুক্ত হয়েছিল, জ্ঞানে ও গুণে সারা মানবজাতির শিক্ষা গুরুতে পরিণত হয়েছিলেন, সেই মুসলমানগণই শেষকালে খেলাফতে রাশেদা থেকে বঞ্চিত হয়ে 'রাখাল হারা মেষের' মতো বিচ্ছিন্ন ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। খেলাফত আল্লাহ্‌র এক বিশেষ নেয়ামত। খেলাফতের সাথে ইমানের শর্ত রয়েছে। তাই প্রকৃত খেলাফত থেকে বঞ্চিত হয়েও মুসলমানগণ নানাভাবে খিলাফতকে মেনে অন্তরে সান্তনা খুঁজে পেয়েছে। অনেকটা দই-এর স্বাদ ঘোল দিয়ে মিটানোর মত ব্যাপারই বলা চলে। শিয়ারা হযরত আলী (রা.)-এর বংশে ইমামত মান্য করে খেলাফতের বিকল্প বের করেছে। সুন্নীরা উমাইয়া এবং আব্বাসীয়া রাজাদেরকে খলীফা জ্ঞান করেছে আর শেষ পর্যন্ত তুর্কী সুলতানদেরকেও তারা খলীফা মান্য করেছে। তুরস্কের রাজার রাজতন্ত্রের আবসানের যুগে মুসলমানরা খিলাফত আন্দোলন করেছে। ঐ সময় তাদের দাবী ও বিশ্বাস ছিল খেলাফত রক্ষা না হলে মুসলমান জাতির সর্বনাশ। খলীফা ছাড়া মুসলমান জাতির কোন গুরুত্ব থাকবে না। খলীফা ইসলাম ও মুসলমান জাতির মেরুদন্ডস্বরূপ। (আল এছলাম ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, মাঘ ১৩২৭) কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, খলীফা বানানো যে খোদার কাজ, একথা তারা ভুলে গিয়েছিল বলেই খিলাফত আন্দোলন স্বাভাবিক ভাবেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। নবী করীম (সা.) বলেছেন শেষকালে আবার খেলাফত আলা মিন হাজিন নবুওয়াত বা নবুওয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে (মেশকাত)। এই খেলাফত প্রতিষ্ঠাকারীকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) খলীফাতুল্লাহিল মাহদীয়া বলে উল্লেখ করেছেন (আহমদ, বায়হাকী, ইবনে মাজা)। মৌলানা মৌদুদী সাহেব ইমাম মাহ্‌দীকে নবুওয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠাকারী বলে স্বীকার করেছেন (ইসলামী রেনেঁসা আন্দোলন, ২৫ ও ১২১ পৃ:)। ইমাম মাহ্‌দীকে যে অস্বীকার করে, সে আমাকেই (নবী সা.) অস্বীকার করে (ইকমালুদ্দীন ৩৯০)। ইমাম বাকের (রা.) বলে গেছেন, মাহদীর যুগে পূর্ব পশ্চিমের মু'মিনগণ একে অপরের দর্শন লাভ করবে (বেহারুল আনওয়ার ১৩/২০০)। অর্থাৎ ঐ যুগে উট বেকার হয়ে যাবে। উটে চড়ে মানুষ দূর দেশে যাতায়াত করবে না। মাহদীর যুগে সমস্ত মাযহাবের বিলুপ্তী ঘটবে। হানাফি, মালেকি, শাফেয়ী ইত্যাদি কোন ফিরকা থাকবে না। সবাই আল্লাহ্‌র কিতাব ও সুন্নতের অনুসারী হবে (হাদীসুল গাশিয়া ১৫৬) মাহদী (আ.)-এর সহযোগীরা রসূল করিম (সা.)-এর সাহাবীদের অনুরূপ হবেন। (নজমুস সাকেব) ইমাম মাহ্‌দীর দল সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন শহরে মসজিদ নির্মাণ করবে। (ইকতেরাবুস সায়াত ৯১ পৃ:) এমন একদিন আসবে যখন আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীর প্রতিটি ঘরে ইসলাম এর কলেমাকে প্রবেশ করে দিবেন (মিশকাত) অর্থাৎ 'রাসূলাহু বিল হুদার' বা নবী করীম (সা.) এর আত্মিক বিকাশ ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাবে ইসলাম

সমগ্র জগতে প্রসার লাভ করবে। দুনিয়ার কোণায় কোণায় সত্যের প্রচার হবে।

ইহুদী শাস্ত্র তালমুদে বলা হয়েছে– The glorious future centred around the person of Meshiaeh অর্থাৎ মসীহ্ এর আগমনে গৌরবের যুগ শুরু হবে। (তালমুদ পৃ: ৩৫০) গীতায় আছে– অনাগত ভবিষ্যতে বিশ্বরূপে যে অবতারের আবির্ভাব হবে তাঁর মধ্যে তত্রৈ কস্থং জতৎ কৃতস্নং প্রবিভক্ত মনেকধা (১১/১৩) অর্থাৎ ঐ বিশ্বরূপ অবতার সমস্ত জগতকে একত্রিত করবেন। তিনি কল্কি পরম তেজস্বী ধর্মানাং পরিরক্ষক: (কলকি পুরান ৩/২/২) অর্থাৎ তিনি প্রকৃত সত্যধর্মের রক্ষক হবেন। মহাভারতের ১৬১/৪১ এ আছে– ব্রাহ্মণ: ক্ষত্রিয়। বৈশ্যান শিষ্যন্তি জনাধিপ এক বর্ণ স্তদা লোক্স ভবিষ্যত ঘুগক্ষয় অর্থাৎ তিনি বিভিন্ন ধর্ম বিলুপ্ত করে সবাইকে এক বর্ণে এক ধর্মে একত্রিত করবেন।

মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদেরকে তারকা সদৃশ বলেছেন 'সেই অর্থে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত পুরুষের সহচরগণও তারকাতুল্য এবং তিনি পূর্ণচন্দ্র সদৃশ' হবেন। এই চন্দ্র আলো লাভ করবে ধর্মের সূর্য হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছ থেকে। ইমাম মাহদী (আ.) হবেন মহানবী (সা.)-এর বুরুজ বা প্রতিবিম্ব। তাই তাঁর মধ্যে সকল নবীর গুণের বিকাশ ঘটবে। বর্ণিত হয়েছে, মাহদী কাবাতে হেলান দিয়ে বলবেন, যারা আদম, শীষ, নূহ, শাম, ইব্রাহিম, ইসমাঈল, মূসা, ইউসা, ঈসা, শামুন এবং মুহাম্মদ (সা.)-কে এমনকি আলী ও হোসেনের বংশধরকে দেখতে চায় তারা আমাকে দেখে নিক (বিহারুল আনোয়ার ১৩/২০২) আর এ জন্যই শেষ যোগের এই প্রতিশ্রুত পুরুষের মধ্যে খ্রীষ্টানরা যেমন ঈসাকে কামনা করেছে তেমনি হিন্দুরা কামনা করেছে শ্রী কৃষ্ণকে। বৌদ্ধরা তাকে বলছে মৈত্রেয়। তিনি ভিন্ন নামে হলেও একই যুগ এবং একই ব্যক্তির ওপর সবাই ইঙ্গিত করে গেছেন। আখেরী জামানার বিভিন্ন ধর্মের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন প্রতিশ্রুত পুরুষ এসে ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শ দ্বারা পৃথিবীর মানুষকে লন্ডভন্ড করে দিবেন– এমনটি হতে পারে না। আল্লাহ্ চান সকলে বিভক্ত না হয়ে ভক্ত হয়ে একমাত্র তারই উপাসনা করুক। আর এটা তখনই সম্ভব যখন এই সব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মাত্র একব্যক্তি আবির্ভূত হয়ে সমগ্র জগতবাসীকে এক ধর্মে, এক পতাকা তলে সমবেত করবেন। তিনি এসেছেন। তাঁর মৃত্যুর পরেই আল্লাহ্ তা'লা খেলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এখন সমগ্র বিশ্বের ঐক্য ও উন্নতি এই খেলাফতের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার মাঝে নির্ভরশীল।

আমাদের ধর্ম বিশ্বাস

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন,

"আমরা মুসলমান। এক-অদ্বিতীয় খোদা তা'লার প্রতি ঈমান রাখি এবং **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্** কলেমায় আমরা বিশ্বাসী। আমরা কুরআনকে খোদার কিতাব এবং তাঁর রসূল খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে মানি। আমরা ফিরিশ্‌তা, কিয়ামত অর্থাৎ পুনরুত্থান দিবস, জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাসী। আমরা নামায পড়ি ও রোযা রাখি এবং কিবলামুখী হই। যা কিছু আল্লাহ্ ও রসূল (সা.) 'হারাম' তথা নিষিদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন সেগুলোকে হারাম জ্ঞান করি এবং যা কিছু 'হালাল' তথা বৈধ করেছেন সেগুলোকে হালাল আখ্যা দেই। আমরা শরীয়তে কোন কিছু সংযোজনও করি না, বিয়োজনও করি না এবং এক বিন্দু পরিমাণও কম-বেশী করি না। যা কিছু রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি– আমরা এর হিকমত বুঝি বা না বুঝি কিংবা এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব নাইবা উদ্ধার করতে পারি– আমরা তা গ্রহণ করি। আমরা আল্লাহ্‌র ফযলে বিশ্বাসী, একত্ববাদী মুসলমান।" ('নূরুল হক', খণ্ড ১, পৃ. ৫)

মহিলাদেরকে সংশোধন করার পদ্ধতি

মুসলমানদের হারানো ঈমান ফিরিয়ে দেয়ার জন্য এবং মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ও ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের উপর জয়যুক্ত করার জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন, পুরুষ যদি পুণ্যবান না হয় তবে মহিলা কিভাবে পুণ্যবতী হতে পারে। তবে হ্যাঁ, যদি পুরুষ স্বয়ং সালেহ বা পুণ্যবান হয় তবে মহিলাও পুণ্যবতী হতে পারে। কথার মাধ্যমে মহিলাদেরকে উপদেশ দেওয়া উচিত নয় বরং আমলের মাধ্যমে যদি উপদেশ দেয় হয় তবে তার প্রভাব পড়ে। মহিলাতো দূরের কথা কে এমন আছে যে শুধুমাত্র কথার উপর ভিত্তি করে কাউকে মান্য করে।

যদি স্বামী নিজের মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা রাখে তবে স্ত্রী তার প্রধানতম সাক্ষী। যদি সে ঘুষ নিয়ে বাড়ি ফিরে তবে তার স্ত্রী বলবে যখন স্বামী নিয়ে আসছে তখন আমি কেন হারাম বলবো। আসল কথা হলো স্বামীর প্রভাব স্ত্রীর উপর অবশ্যই পড়ে এবং সে নিজে স্ত্রীকে অপবিত্র বা পুণ্যবতী বানায়। এই কারণে মহান আল্লাহ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন, "আলখাবিসাতু লিলখাবিসিনা ওয়াত্বায়্যিবাতু লিত্বায়্যিবিনা"– অর্থ্যাৎ অপবিত্র বিষয়গুলো অপবিত্র লোকদের জন্য এবং পবিত্র বিষয়গুলো পবিত্র লোকদের জন্য। (সূরা নূর : ২৭)

এই আয়াতেও এই উপদেশ যে, প্রথমে তুমি পবিত্র ও পুণ্যবান হও নতুবা হাজার আঘাত বা চেষ্টা করেও কোন লাভ হবে না। যে ব্যক্তি স্বয়ং খোদাকে ভয় করে না, তার স্ত্রী তাকে কিভাবে ভয় পাবে? এমন মৌলভীদের ওয়াজে না কোন প্রভাব পড়ে আর না এমন স্বামীর কথায়ও। প্রত্যক অবস্থায় ব্যবহারিক দৃষ্টান্তই প্রভাব ফেলে। সুতরাং স্বামী যখন রাতে উঠে নামাজ পড়ে ,দোয়া করে কান্নাকাটি করে, তবে স্ত্রী প্রথমে একদিন দু'দিন দেখবে, অবশেষে তারও একদিন চিন্তা হবে এবং সে অবশ্যই প্রভাবিত হবে। প্রভাবিত হওয়ার উপকরণ মহিলাদের মধ্যে অনেক বেশী থাকে। এই একটি কারণে স্বামী যখন খ্রিষ্টান হয়ে যায় তো স্ত্রীও তার সাথে খ্রিষ্টান প্রভৃতি হয়ে যায়। তাদের সংশোধনের জন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও সফল হয় না বরং স্বামীর ব্যবহারিক নমুনাই যথেষ্ট হয়ে থাকে। স্বামীর মোকাবেলায় স্ত্রীর ভাইবোন প্রভৃতিও তার উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারে না। খোদা তা'লা পুরুষ ও মহিলা দু'জনকে একই সত্ত্বা বলেছেন।

এটি পুরুষদের মারাত্মক ভুল যে তারা মহিলাদেরকে এমন সুযোগ করে দেয়, যেন সে তার ভুল ধরে। তাদের উচিত মহিলাদেরকে কখনোও এমন সুযোগ করে দেবেন না, যাতে সে বলতে পারে তুমি অমুক অপরাধ বা পাপ করো বরং মহিলা যখন আঘাত করে কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে যাবে এবং কোন ভুল বা অপরাধের সন্ধান সে না পাবে, ঐ সময় তার দিয়ানতদারি বা বিশ্বস্ততার খেয়াল হবে এবং সে ধর্মকে বুঝতে পারবে।

পুরুষ নিজের ঘরের কর্তা হয়ে থাকে। সুতরাং সে যদি মন্দ প্রভাব প্রতিষ্ঠা করে, তবে সেই মন্দ প্রভাব তার স্ত্রীর ওপর পড়ার আশংখা রয়েছে। পুরুষের উচিত নিজের শক্তিকে সঠিক পরিবেশ ও বৈধ সুযোগে ব্যবহার করা। উদাহরণস্বরূপ, একটি শক্তি হলো রাগ, যখন তা মধ্যম-পন্থা থেকে বেশী হয় তবে তা উম্মাদনার স্তরে চলে যায়। উম্মাদনা ও রাগের মধ্যে সামান্য পরিমাণ পার্থক্য রয়েছে। যখন কোন ব্যক্তি প্রচন্ড রাগান্বিত হয় তখন তার থেকে হিকমতের বারিধারা ছিনিয়ে নেয়া হয়। এমনকি যদি কেউ শত্রু হয় বা বিরোধী হয়, তবুও তার সাথে রাগান্বিত হয়ে কথা বলবে না।

পুরুষের এই সমস্ত বিষয় বা গুণাবলী মহিলারা লক্ষ্য করে। সে দেখে আমার স্বামীর মাঝে অমুক অমুক গুণাবলী রয়েছে। যেমন দানশীলতা, সহনশীলতা ও ধৈর্য। আর স্বামীকে পরখ করার সুযোগ স্ত্রীর কাছে যেমন করে আসে অন্য আর কারো কাছে এমন করে আসে না। এই জন্য মহিলা বা স্ত্রীকে চোরও বলা হয়ে থাকে। কেননা, সে ভিতরে ভিতরে স্বামীর আখলাককে চুরি করতে থাকে। এমনকি অবশেষে স্বামীর সম্পূর্ণ আখলাককে নিজের করে নেয়।

এক ব্যক্তি সমপর্কে উল্লেখ রয়েছে যে সে একবার খ্রিষ্টান হয়ে যায় এবং তার সাথে তার স্ত্রীও খ্রিষ্টান হয়ে যায়। শুরুতে স্বামীর সাথে মদ পান করা আরম্ভ করে, পরে পর্দা করাও ছেড়ে দেয় এবং পর পুরুষের সাথে উঠাবসা করতে শুরু করে। পরবর্তীতে স্বামী আবার মুসলমান হয়ে যায় এবং সে তার স্ত্রীকেও মুসলমান হওয়ার জন্য বলে। কিন্ত তখন স্ত্রী উওর দেয় যে, এখন আর আমার পক্ষে মুসলমান হওয়া সম্ভব নয়। এই সমস্ত অভ্যাস যেমন মদপান, বেপর্দা, পর-পুরুষের সাথে উঠাবসা প্রভৃতি এবং স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা, এগুলো আমি আর ছাড়তে পারবো না। (মলফূযাত থেকে সংগৃহীত)

মাওলানা ফুরাদ আহমদ
মুরুব্বী সিলসিলাহ
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মিরপুর

হে পাঠক! সুলতানুল কলমের জ্ঞান সম্ভারে নিজেকে সমৃদ্ধ করুন

কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ইলাহী

মহান আল্লাহ্ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে "সুলতানুল কলম" (কলম সম্রাট) আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর লেখায় রয়েছে অসাধরণ জ্ঞানের প্রাচুর্য, প্রজ্ঞা ও পান্ডিত্যপূর্ণ শব্দের সমাহার। আত্মার মুক্তির সুন্দর ও সুনির্মল আলোর উজ্জ্বল পথ, যে পথের অনুসরণ করে খোদার সমীপে পৌঁছা যায়। আমি দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বলছি যে, ইহাই সেই সম্পদ, যার সম্পর্কে রাসূলে পাক (সা.) বলেছিলেন, "আখেরী যুগে আমার মাহদী (আ.) এতসব সম্পদে সমৃদ্ধ হবেন যে, সে সম্পদরাজি নেওয়ার মত লোকের অভাব হবে"। কলম সম্রাট হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর লেখার জ্ঞানপূর্ণ বাক্যসমূহই হলো সেই সম্পদ-ভান্ডার, যা হাদীসে উদ্ধৃত রয়েছে। তাই পাঠক সমীপে খাকসারের সবিনয় আরজ, আপনারা উদার ও নিরহঙ্কার অন্তর নিয়ে সেসব রচনাবলী পাঠ করুন। আমি জ্ঞানত: বলছি যে, এসব সেবনে আপনার আত্মা জাগতিক তাবৎ ক্ষতিসমূহের প্রভাব থেকে পিরাপদ থাকবে।

হে দুরাচার দুর্জনগণ! তোমাদেরকেও অনুরোধ করছি, তোমরা নিজেদেরকে যতই নিকৃষ্ট ও নিষ্প্রভ মনে করনা কেন এবং তোমাদের আত্মার মুক্তির সম্পর্কে তোমরা যতই হাতশাগ্রস্থ হওনা কেন, তোমরাও মাহাত্ম্যমন্ডিত এই ধর্মীয় সম্পদসমূহ সংগ্রহোত্তর পক্ষপাতহীন ও মুক্ত হৃদয়ে পাঠ কর। ইহা সুনিশ্চিত যে, এর বিনিময়ে তোমাদের শিরেও শোভা পাবে স্বর্ণ-খচিত মুকুট। কারণ এ সম্পদ পরশপাথরতুল্য, যার পরশে লোহাও সোনায় পরিণত হয়।

ঐশী জগতে স্বীকৃত সেই মহাপুরুষ রচিত ৮৮ খানা কিতাব ৮৮ প্রকারের বিশেষত্ব সমৃদ্ধ এক রত্নভান্ডার। কুরআন ও হাদীস ব্যতীত যার সমতুল্য জ্ঞানের কথন আজ আর এ পৃথিবীতে নেই। আত্মম্ভরিতা পরিহার করতঃ যারা এ রত্ন সম্ভার নিজ আত্মায় আত্মস্থ করবে, তারা অবশ্যই এ জগতে বিজয় লাভ করবে। তাদের আত্মা শ্রেষ্ঠত্বের খেতাবে ভূষিত হবে। ধন্য হবে তার পার্থিব ও পারত্রিক জীবন। সে হবে ঐশী জগতে সম্মানীত। তাই আমি আমার ভাই, বোন ও বন্ধু, শত্রু সকলকে সমানাদরে সশ্রদ্ধায় অনুরোধ করছি, আপনারা স্বীয় অন্তরের শ্লাঘা, অহংকার ও পান্ডিত্যের গর্ব পরিহার করে সেই অনিন্দ্য-সুন্দর রচনাবলীর প্রত্যেকটি কম করে হলেও তিনবার করে পাঠ করুন। নিশ্চিত আপনি জ্যোতির্ময় হবেন। পরিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে আপনি ঐশী-জগত কর্তৃক স্বীকৃত হবেন।

নীচে তাঁর মহামূল্যবান ঐসব কিতাবের নাম সম্বলিত ছবি প্রদত্ত হলো, যেগুলি আমাদের নিষ্ঠাবান জ্ঞানবৃদ্ধ বিদগ্ধ আলেমগণ নিরলস চেষ্টায় স্ব ভাষায় অনুবাদ করেছেন। এর প্রত্যেকটি আপনারা প্রত্যেকে কমকরে হলেও তিনবার করে পাঠ করুন আর তা আমি এজন্যই বলছি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, "যে আমার রচনাবলীর প্রত্যেকটি কম করে হলেও তিনবার করে পাঠ করেনি, তার অন্তরে অহংকার বিদ্যমান"। সে কারণেই সুহৃদগণ সমীপে আমার সবিনয় এই আরজ। রচনাবলীর প্রত্যেকটির কপিই আমাদের ইশায়াত বিভাগে পর্যাপ্ত সংখ্যায় মজুত আছে। বইয়ের প্রত্যেকটিতে সিন্ধু তুল্য জ্ঞান রয়েছে আর মূল্য হলো বিন্দু পরিমাণ। এই জ্ঞান-ভান্ডার থেকে নিজে পড়ুন সন্তানদেরকে পড়তে বলুন এবং বন্ধু-বান্ধবদেরকেও পড়তে দিন।

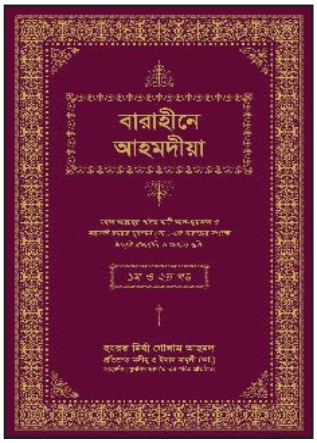

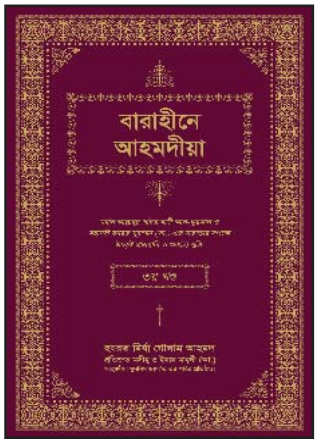

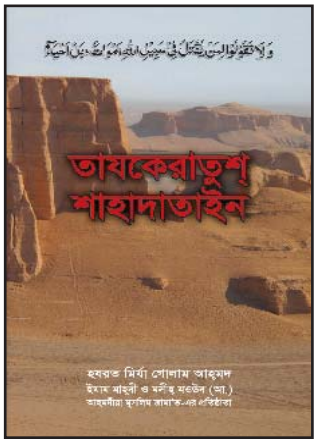

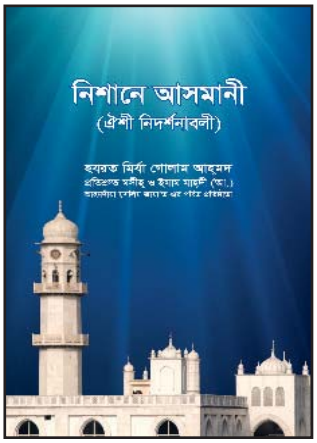

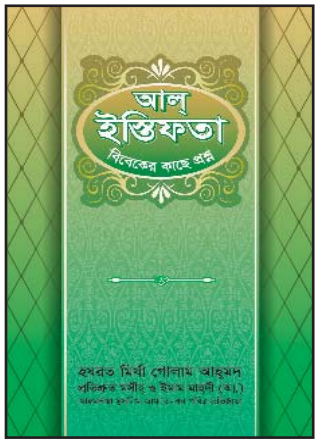
আল্ ইস্তিফতা
বিবেকের কাছে প্রশ্ন
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ

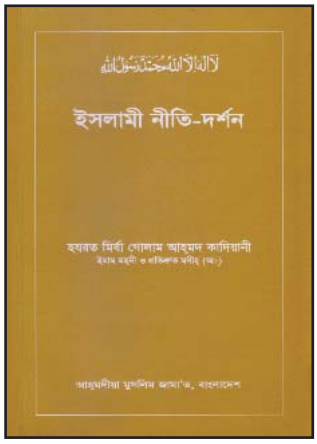
ইসলামী নীতি-দর্শন
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী

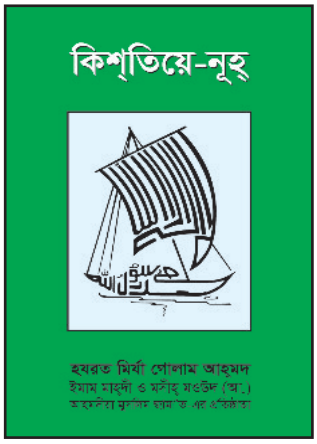
কিশ্‌তিয়ে-নূহ্
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ

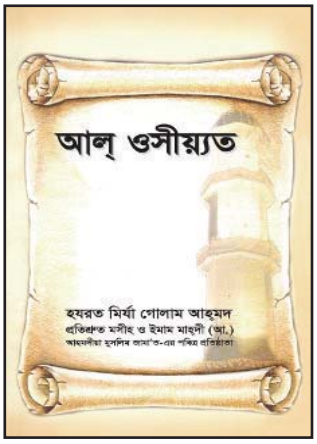
আল্ ওসীয়্যত
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ

সিররুল খিলাফাহ্
(খিলাফতের তত্ত্বকথা)
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী

খ্রীষ্টান সিরাজ উদ্দীনের
চারিটি প্রশ্নের
উত্তর

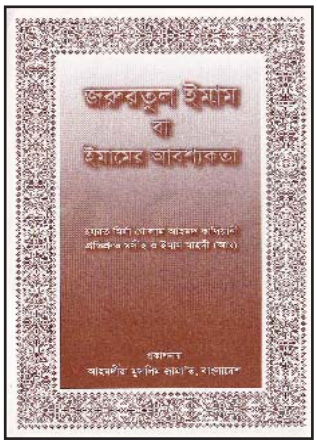
জরুরতুল ইমাম
বা
ইমামের আবশ্যকতা

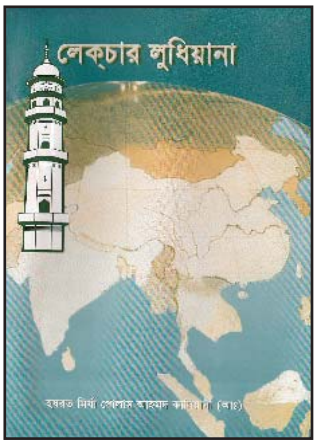
লেকচার লুধিয়ানা

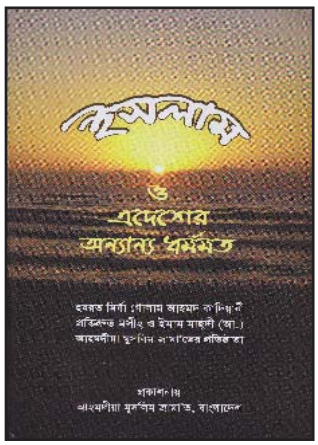
ও
এদেশের
অন্যান্য ধর্মমত

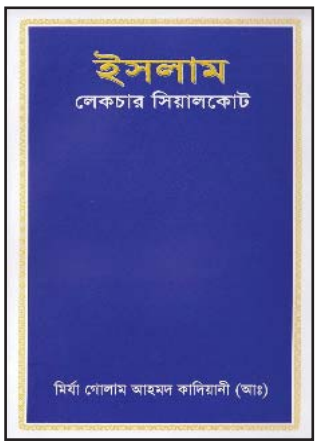
ইসলাম
লেকচার সিয়ালকোট
মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)

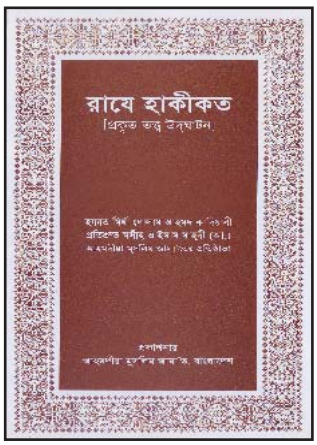
রাযে হাকীকত

হাকীকাতুল
মাহ্‌দী

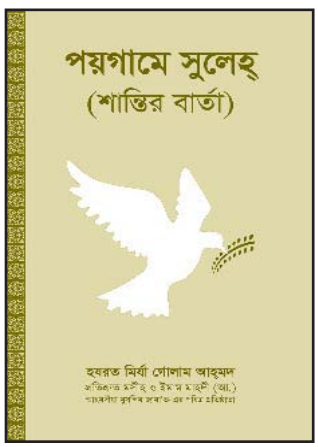
পয়গামে সুলেহ্
(শান্তির বার্তা)
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ

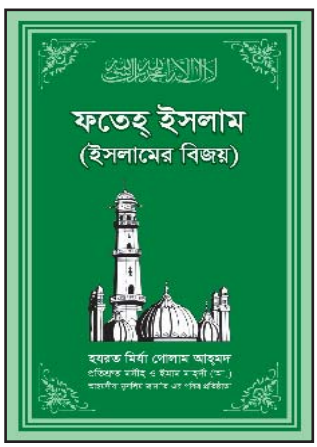
ফতেহ্ ইসলাম
(ইসলামের বিজয়)
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ

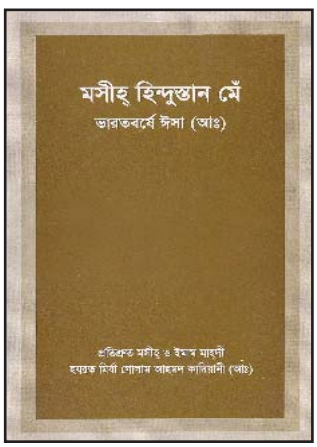
মসীহ্ হিন্দুস্তান মেঁ
ভারতবর্ষে ঈসা (আঃ)

কীভাবে পাপ থেকে
মুক্তি পাওয়া যায়?

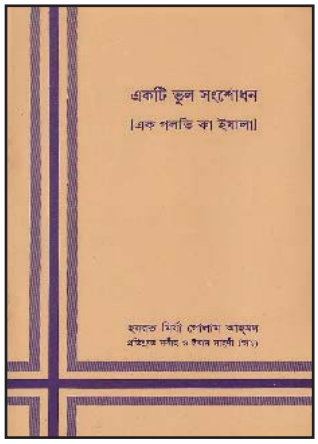

একটি ভুল সংশোধন
[এক গলতি কা ইযালা]
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ

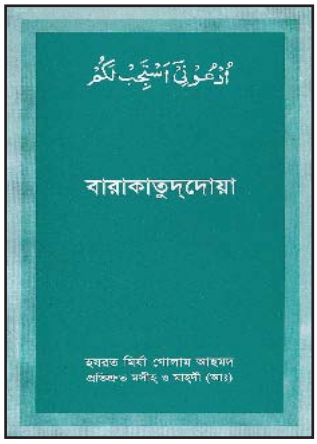

أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ
বারাকাতুদ্‌দোয়া
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী (আঃ)

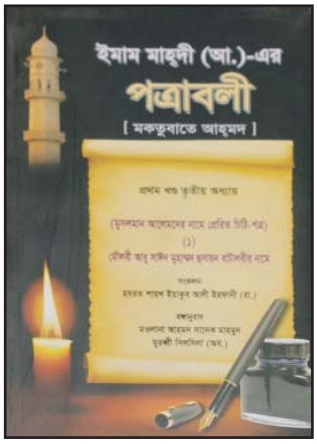

ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর
পত্রাবলী
[মকতুবাতে আহ্‌মদ]
প্রথম খণ্ড তৃতীয় অধ্যায়

মলফুযাত
হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর
আহ্বান
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত
বাংলাদেশ

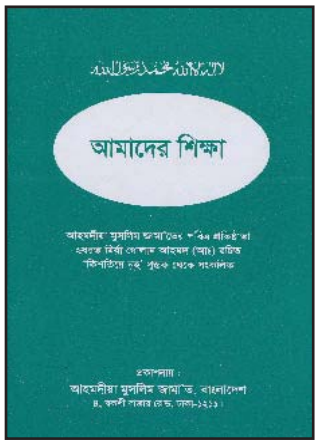

আমাদের শিক্ষা
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

হাকীকাতুল ওহী
(ওহীর প্রকৃত তাৎপর্য)
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্দী (আঃ)
প্রকাশনায়
মজলিসে আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ

নূরুল কুরআন
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ

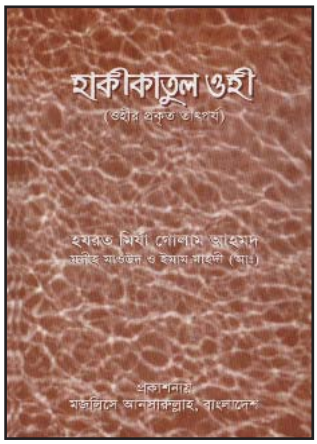

চশমায়ে মসীহি
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)

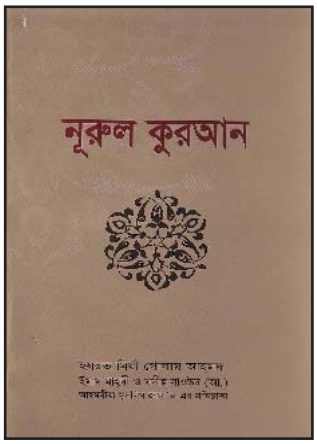

আহমদী
ও
গয়ের-আহমদীতে পার্থক্য
(আহমদী আওর গয়ের-আহমদী মে ফরক)
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর প্রতিষ্ঠাতা

সবুজ
ইশতেহার
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ

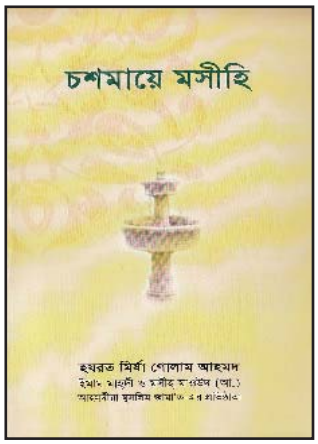

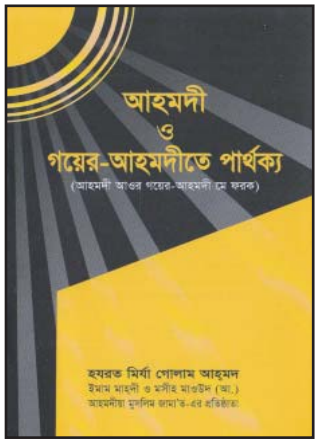

তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া
বা
ঐশী বিকাশ
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর প্রতিষ্ঠাতা

দাফেউল বালা
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)

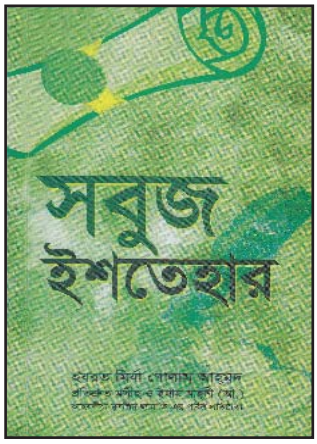

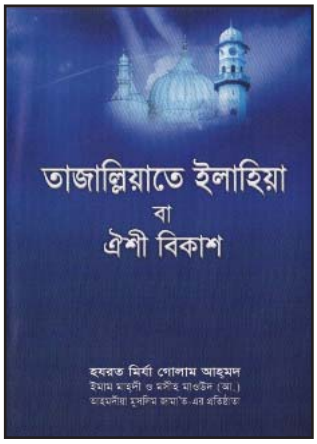

হামামাতুল বুশরা
(সুসংবাদবাহী পায়রা)
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)

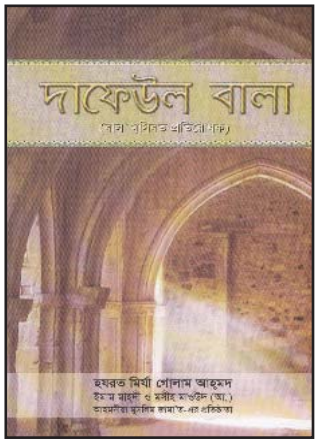

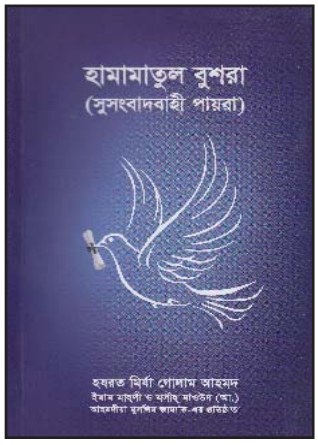

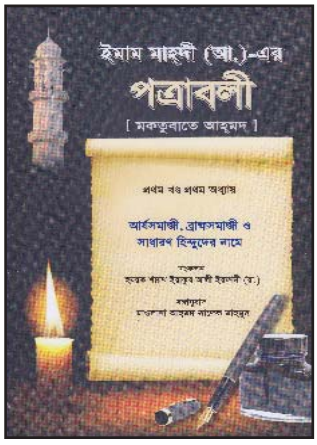

ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর
পত্রাবলী
[মকতুবাতে আহ্‌মদ]
প্রথম খণ্ড প্রথম অধ্যায়
আর্যসমাজী, ব্রাহ্মসমাজী ও
সাধারণ হিন্দুদের নামে

ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর
পত্রাবলী
[মকতুবাতে আহ্‌মদ]
প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় অধ্যায়
পাদ্রীদের নামে চিঠি-পত্র

ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর
পত্রাবলী
[মকতুবাতে আহ্‌মদ]
দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম অধ্যায়

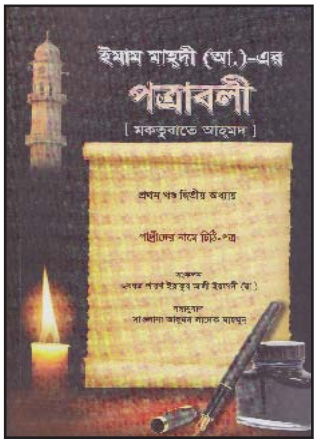

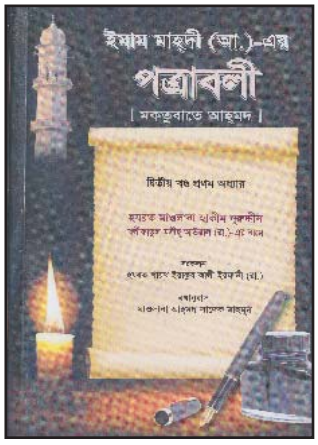

ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-কে মানার গুরুত্ব

মোহাম্মদ নূরুজ্জামান

মুসলমানদের সব ফির্কা বা দলই হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমন সম্পর্কে বিশ্বাসী। তাঁর (আ.)-এর আগমন সম্পর্কে কেউ দ্বিমত পোষণকারী নন। ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন সম্পর্কে খাতামান্নাবীঈন সৈয়দনা হযরত মুহাম্মদ (সা.) চৌদ্দশত বছর আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন এবং এ নির্দেশ দান করে গেছেন যে, ইমাম মাহ্‌দীর (আ.)-এর আগমন হলে বরফের পাহাড় হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাঁর (আ.) হাতে বয়াত করতে হবে এবং তাঁকে হুযূর পাক (সা.)-এর সালাম পৌঁছাতে হবে। অতএব ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-কে মান্য করার গুরুত্ব অপরিসীম। পবিত্র কুরআনে ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমনকে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর দ্বিতীয় আগমন বলা হয়েছে এবং এর ব্যাখ্যা স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা.) করে গেছেন। ইমাম মাহদী (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী যে শুধু রসূলুল্লাহ্ (সা.)-ই করে গেছেন তা নয়, অতীত জাতিসমূহের ধর্মগ্রন্থেও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী আছে। বিতর্ক হল ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.)-কে নিয়ে। ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.) আবির্ভূত হবেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উম্মত হবেন, এতে কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু এ কথাকেই সাধারণ মুসলমানরা ধরে নিয়ে বসে আছেন যে, স্বয়ং ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.)-ই চতুর্থ আকাশ থেকে নেমে এসে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উম্মত হয়ে যাবেন এবং ইমাম মাহদী (আ.)-এর সহযোগে ইসলামকে বিশ্ববিজয়ী করবেন, অথচ সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে ঈসা ইবনে মরিয়ম ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) ভিন্ন ব্যক্তি নন, একই ব্যক্তি (বুখারী)। আকাশে উঠা এবং আকাশে বসে থাকার আকিদা ইহুদীরাও পোষণ করেছিল এবং তাদের অবস্থানে তারা সুদৃঢ় ছিল। ফলে তারা ঈসা (আ.)-কে গ্রহণ করতে পারেনি আর এর ফলশ্রুতিতে তারা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকে গেছে। ঐ একই আকিদা পোষণ করে মুসলমানরাও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-কে গ্রহণ করতে পারছেন না যে, ঈসা (আ.) আকাশে অবস্থান করছেন এবং তিনিই অবতরণ করবেন। খ্রীষ্টানদের এ আকিদা যে, ঈসা (আ.) ক্রুশে মৃত্যুবরণ করে তিনদিন পর জীবিত হয়ে আকাশে উত্থীত হয়েছেন এবং আল্লাহ্‌র ডান পাশে বসে আছেন এবং তিনি আবার অবতরণ করবেন– এটা মুসলমানদেরকে প্রভাবিত করেছে। প্রকৃত ঘটনা হল, খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উম্মতই 'ইবনে মরিয়ম' উপাধিধারী। একই ধরণের আকিদা পোষণ এবং একই ধরণের প্রতিকারের জন্য আল্লাহ্ পাকের হিকমত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-কে এই উপাধি প্রদান করেছে এবং তিনি উম্মতি নবী। অন্য শরীয়তের নবী এসে মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মতের নেতৃত্ব দেওয়া খাতামান্নাবীঈন (সা.)-এর অবমাননা। পবিত্র কুরআন উম্মতির নবীর যোগ্যতা খাতামান্নাবীঈন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উম্মত ভিন্ন অন্য সবার জন্য রুদ্ধ করে দিয়েছে। (সূরা নিসা: ৭০ এবং সূরা আলে ইমরান: ৩২)। খৃষ্টানরা, যারা ত্রিত্ববাদের উদ্ভাবক– বিশেষ করে তাদের পাদ্রীরা উম্মতি নবীর পদটি ছিনিয়ে নিয়ে মুসলমানদেরকে ফাঁদে ফেলে রেখেছিল এবং এখনও গরিষ্ঠ সংখ্যক মুসলমান এই ফাঁদে আটকা পড়ে আছে। ইমাম মাহ্‌দী (আ.), যাঁর পবিত্র নাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.), তিনি আবির্ভূত হয়ে আল্লাহ্ পাকের আদেশে ভেল্কিবাজির এই কারাগার থেকে মুসলমানদেরকে উদ্ধার করেছেন। পবিত্র কুরআনের অন্তত ত্রিশটি আয়াত মূলে তিনি (আ.) প্রমাণ করেছেন যে, খ্রিষ্টানদের খোদা যাকে তারা নিজেরা বানিয়েছে, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।

তিনি (আ.) আল্লাহ্‌র পবিত্র নবী ছিলেন, খোদার পুত্র খোদা ছিলেন না এবং তাঁর (আ.)-এর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। ইমাম মাহ্‌দী (আ.) ঈসা (আ.)-এর কবর কাশ্মিরের শ্রীনগরের খান ইয়ার মহল্লায় অবস্থিত আর এই সত্য ক্রুশীয় মতবাদকে সমূলে উৎপাটিত করে দিয়েছে। আর এতে এ-ও প্রমাণিত যে, ইহুদীরা তাঁকে ক্রুশে চড়িয়ে মৃত্যু দিয়ে অভিশপ্ত প্রমাণ করতে পারেনি, যদিও তারা তাঁকে ক্রুশে চড়িয়ে ছিল বটে। আল্লাহ্ পাক তাঁর নবীকে অপবাদমুক্ত করেছেন এবং তাঁর দিকেই উন্নীত করেছেন। এ রকম একটি বাস্তব ও ঐতিহাসিক ঘটনা আমাদের বাংলাদেশেও আছে। এটা ভাওয়ালের রাজার ঘটনা। রানী ও তার অবৈধ প্রেমিক আশুবাবু রাজাকে বিষপান করিয়ে হত্যা করে ফেলেছে এবং চিতায় পুড়িয়ে ভস্ম করে দিয়েছে, এই ছিল তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস। আল্লাহ্ পাকের কুদরত– আল্লাহ্ পাক তাকে রক্ষা করেছিলেন এবং কিভাবে রক্ষা করেছিলেন, সে ঘটনা ঐতিহাসিক-সত্য।

রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে খাতামান্নাবীঈন মানলে পবিত্র কুরআনকে খাতামাল কুতুব এবং ফুরকান ও মিজান মানতে হবে। সত্য-মিথ্যা নির্ধারণে পবিত্র কুরআন ও রসূলুল্লাহ্‌র রায়ই সর্বশেষ রায়। কোন অবস্থাতেই পবিত্র কুরআন এবং রসূলুল্লাহ্‌র রায় ও আনুগত্য অস্বীকার করা যাবে না। যারা অস্বীকার করবে তারাই খাতামান্নাবীঈনের অস্বীকারকারী। ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-কে অস্বীকার করা স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে অস্বীকার করার শামিল; কারণ তিনি (আ.) রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পক্ষ থেকে আগত এবং পবিত্র কুরআন ও রসূলুল্লাহ্ (সা.) হাদীস সমূহ তাঁর (আ.) সমর্থনকারী। আল্লাহ্ পাক সবাইকে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর আনুগত্যে ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-কে মানার তৌফিক দান করুন। সবাইকে ইসলামের বিশ্ববিজয়ে অংশগ্রহণ করার যোগ্যতা দান করুন, আমীন।

সংবাদ

সংকলন: **মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী**

ফতুল্লা জামাতের উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২৪-০৪-২০১৮ তারিখ রোজ শনিবার দুপুর ২-১৫ মিনিট থেকে ৫-১৫ মিনিট পর্যন্ত ফতুল্লা জামাতে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জলসায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন মোহতরম মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর আহমদীয়া, মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। উক্ত মহতী জলসায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। জলসার প্রারম্ভে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মুসলিম উদ্দিন আহমদ এবং নযম (উর্দু) পরিবেশন করেন, জনাব মাসুদ আহমদ সুমন। বক্তব্য রাখেন মাওলানা খালেদ মুসনাদ খান, মুরব্বী সিলসিলাহ্। তিনি 'আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পরিচিতি ও ধর্ম-বিশ্বাস' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর খাতামান্নাবীয়ীন এর শান ও মর্যাদা বিষয়ে প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভাষায় বক্তব্য রাখেন। সভায় সমাপ্তি বক্তব্য প্রদান করেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। মঞ্চে আরও উপবিষ্ট ছিলেন মোহতরম আবদুর রহমান, প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ফতুল্লা ও মাওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমিন। সভাশেষে উপস্থিত জেরে তবলিগ বন্ধুদেরকে নিয়ে প্রশ্ন-উত্তর পর্ব পরিচালিত হয়। ইসলাম ও আহমদীয়াত জেরে তবলীগ বন্ধুদের সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর অত্যন্ত বিনয়ের সাথে দেয়া হয়।

সীরাতুন নবী (সা.) জলসায় সর্বমোট ১২২ জন উপস্থিত ছিলেন। এতে জেরে তবলিগ বন্ধু ছিলেন ২৪ জন। সভাশেষে ১ জন লাজনা সদস্যা বয়াত গ্রহণ করেন।

আবদুর রহমান
প্রেসিডেন্ট

ডোহান্ডা জামাতের উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ডোহান্ডায় গত ১৫/০৫/২০১৮ তারিখে আহমদী সদস্য জনাব শাহিন আহমদ এর বাড়িতে বাদ আসর সীরাতুন নবী (সা.) জলসার ব্যবস্থা করা হয়। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ সাব্বির আহমেদ। এরপর দোয়া পরিচালনা করেন ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মাহতাব উদ্দিন। বক্তৃতা করেন জনাব মোহাম্মদ রাশিদুল ইসলাম, মোয়াল্লেম ও জনাব মোহাম্মদ শেখ শরিফ আহমেদ মুরুব্বী সিলসিলাহ। উক্ত অনুষ্ঠান শেষে একজন লাজনা বোন বয়আত গ্রহণ করেন। (আলহামদুলিল্লাহ্) এতে ১৭ জন মেহমান ও ২৩ জন আহমদী সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ রাশিদুল ইসলাম,
মোয়াল্লেম
আ.মু.জা. ডোহান্ডা

লাজনা ইমাইল্লাহ্ বড়ভেটখালীর উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১৪/০৫/২০১৮ রোজ সোমবার বাদ মাগরিব বায়তুস সুবহান মসজিদে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জলসা কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে আরম্ভ হয়। এরপর বক্তারা মহানবী (সা.) এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে লাজনা ৩০ জন, মেহমান ১২ জন, নাসেরাত ১৫ জন ও শিশু ৭ জন সহ মোট ৬৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

রেবেকা খাতুন, জেনারেল সেক্রেটারী

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হালকার ব্যবস্থাপনায় পবিত্র কুরআনের দরস

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হালকার উদ্যোগে প্রতিবারের ন্যায় এবারও ক্যাম্পাসে বসবাসরত আহমদী সদস্যদের কুরআনের দরস বাদ আছর থেকে মাগরিব পর্যন্ত দেওয়া হয়। নিয়োমিতভাবে কুরআনের দরস দিতেন হালকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জনাব খলিলুর রহমান ভুইয়া সাহেব। তিনি খুবই সহজ-সরল ভাষায় কুরআনের তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করে উপস্থিত সবাইকে শুনিয়েছেন। পরে সবাই মিলে ইফতারে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তী সময় তারাবীর নামায আদায়ের জন্য পুরুষের পাশাপাশি পর্দার আড়ালে লাজনাগণও তারাবীর নামায আদায় করেন। তারাবী নামাযের ইমামতি করেন জনাব মাসুদুর রহমান। হালকার সদস্যদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এবং তাদের সময় ও আর্থিক কুরবানীর ফলে এই নেক কার্যক্রমটি সম্পূর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

গিয়াস উদ্দিন আহমেদ, প্রেসিডেন্ট
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হালকা

ফতুল্লা জামাতের উদ্যোগে মহান খেলাফত দিবস অনুষ্ঠিত

গত ২৭-০৫-২০১৮ তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ফতুল্লার উদ্যোগে মহান খেলাফত দিবস অনুষ্ঠিত হয়। বাদ আসর থেকে ইফতার পর্যন্ত এ সভার কার্যক্রম চলে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন মোহতরম আবদুর রহমান, প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ফতুল্লা। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন, জনাব মুসলিম উদ্দিন আহমদ সাহেব। নযম (উর্দু) পরিবেশন করেন জনাব তালহা নূর সৌরভ এবং খেলাফত দিবসের ওপর জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব ডা. আবু নাসির সাহেব, জনাব শামছুদ্দিন আহমদ ও মাওলানা খালেদ মুসনাদ খান, মুরব্বী সিলসিলাহ্। বাংলা নযম পরিবেশন করেন জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা সাহেব। সভার সভাপতি মোহতরম আবদুর রহমান সাহেবের বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি হয়। সকলের জন্য ইফতারের ব্যবস্থা ছিল।

আবদুর রহমান, প্রেসিডেন্ট

ঘাটুরা জামাতের উদ্যোগে ২৭ মে খেলাফত দিবস পালন

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঘাটুরার উদ্যোগে ২৭ মে খেলাফত দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠান শুরু হয় বিকাল ৫ টা থেকে এবং শেষ হয় ৬.২০ মিনিটে। এরপর সকলের মাঝে ইফতার বিতরণ করা হয়। সভাপতি ছিলেন মোহাম্মদ মুসা মিয়া প্রেসিডেন্ট। কুরআন তেলাওয়াত করেন এস, এম আরমান, উর্দু নযম পরিবেশন করেন এস, এম, এরফান সাহেব। বক্তৃতা করেন জনাব সামসুদ্দিন আহমদ মাসুম মুরুব্বি সিলসিলাহ এবং এস, এম ইব্রাহীম সাহেব। এ সভায় মোট ১৭০ জন উপস্থিত ছিলেন।

এস. এম. সেলিম
জেনারেল সেক্রেটারী

কৃষ্ণনগর জামাতের উদ্যোগে খেলাফত দিবস অনুষ্ঠিত

গত ২৭ মে রোজ রবিবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কৃষ্ণনগর এর আয়োজনে বাদ মাগরিব থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত মহান খেলাফত দিবস উদযাপিত হয়, আলহামদুল্লিাহ্। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব আলী আহমদ মাস্টার। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়ত করেন মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম। নযম পাঠ করেন আরিফুর রহমান জয়। এরপর খেলাফত কি এবং কেন, খেলাফতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য, খলীফার আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তা ও কল্যাণ, প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা রাখেন জনাব আলা হক্ব, মুরুব্বী সিলসিলাহ এবং সাব্বির আহমদ, ছাত্র জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ এবং সভাপতি সাহেব। সবশেষে সভাপতি সাহেব দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

সাব্বির আহমদ, কৃষ্ণনগর জামাত

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামাতের উদ্যোগে ২৭ মে খেলাফত দিবস পালন

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে গত ২৭/০৫/২০১৮ তারিখ যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে খেলাফত দিবস উদযাপন করা হয়। ২৭/০৫/২০১৮ তারিখ রোজ রবিবার বাদ আছর মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদ এ খেলাফত দিবসের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোহাম্মদ মঞ্জুর হুসেন, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব কাওসার আহমদ মঞ্জুর, নযম (উর্দু) পেশ করেন জনাব রায়হান আহমেদ খান রুদ্র। সংক্ষিপ্ত এ অনুষ্ঠানে ঐশী খেলাফত ও আমাদের দায়দায়িত্ব এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মৌলানা জহির উদ্দিন সাহেব, মুরুব্বী সিলসিলাহ্, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। অতঃপর মোহতরম মোহাম্মদ মঞ্জুর হুসেন, আমীর আহমদীয়া মুসলিম

জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন এবং দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কর্মসূচী সমাপ্ত হয়। উক্ত সভায়, আনসার, খোদ্দাম, আতফাল, লাজনা ও নাসেরাতসহ মোট উপস্থিত ছিল ৩৯৫ জন।

আবদুল আউয়াল মাস্টার
সেক্রেটারী তরবিয়ত, আ.মু.জা. ব্রাহ্মণবাড়িয়া

ডোহান্ডা জামাতের উদ্যোগে খেলাফত দিবস পালিত

গত ০১/০৬/২০১৮ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ খেলাফত দিবস পালন করা হয়। এতে সভাপতি ছিলেন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ আফতাব উদ্দিন শাহ্। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ সাব্বির আহমেদ, দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি সাহেব। নযম পরিবেশন করেন জনাব রিপন আহমেদ, জনাব মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম, মোয়াল্লেম ও জনাব মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান মুরুব্বী সিলসিলাহ। উপস্থিত সকলেই মনোযোগ সহকারে বক্তৃতা শুনেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম, মোয়াল্লেম
আ.মু.জা. ডোহান্ডা

চড়াইখোলা জামাতের উদ্যোগে খেলাফত দিবস পালিত

গত ২৭ মে ২০১৮ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চড়াইখোলার উদ্যোগে বাদ আসর খেলাফত দিবস পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ জামালউদ্দিন প্রামাণিক, প্রেসিডেন্ট চড়াইখোলা। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মুহাম্মদ সুজন এবং নযম পরিবেশন করেন জামালউদ্দীন সাহেব। এরপর পর্যায়ক্রম বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব আমজাদ হোসেন চৌধুরী, মামুন সরকার কায়েদ চড়াইখোলা, ইমরান আহমদ, মোয়াল্লেম চড়াইখোলা এবং জামালউদ্দীন প্রমাণিক, প্রেসিডেন্ট চড়াইখোলা। পরিশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ২৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

ইমরান আহমদ
মোয়াল্লেম, চড়াইখোলা

আহমদীয়া মুসলিম জামাত রংপুরে খিলাফত দিবস পালিত

মহান আল্লাহ্ তাআলার ফযলে গত ২৭/০৫/২০১৮ তারিখ রোজ রবিবার মুন্সিপাড়াস্থ আহমদীয়া মুসলিম জামাত রংপুর মসজিদে খিলাফত দিবস যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ। বাজামাত আছরের নামাজের পর দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব ডাঃ মুহাম্মদ রেজওয়ানুল্লাহ, নযম পরিবেশন করে শোনান, শাহরিয়ার নাজিম জয়। 'খিলাফত দিবসের গুরুত্ব ও কল্যাণ এবং এ বিষয়ে আমাদের করণীয়' প্রভৃতি বিষয়ের উপর তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন যথাক্রমে সর্বজনাব আবদুর রশীদ, মসীহাজ্জামান শাহিন, আফজাল হোসেন ও সেলিম আহমদ কাজল, মোয়াল্লেম। পরিশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়। সভাশেষে সবাইকে আপ্যায়ন করা হয়। এতে প্রায় ৫৫ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

মাহমুদ আহমদ নিবিড়
কায়েদ, ম. খো. আ., রাংপুর
প্রেসিডেন্ট

তেরগাতী জামাতের উদ্যোগে খেলাফত দিবস পালিত

বিগত ২৭/০৫/২০১৮ রোজ রবিবার বাদ আছর হতে ইফতার পর্যন্ত তেরগাতী মসজিদ প্রাঙ্গণে খেলাফত দিবসের সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব আনোয়ার আলী সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান শুরু হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব পিয়াস আহমদ। উর্দু নযম পরিবেশন করেন জনাব মাসরূর আহমদ উৎস। বক্তৃতা পর্বে স্থানীয় বক্তাগণ জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। পর্যায়ক্রমে বক্তাগণ: 'নবুওয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব সফিক আহমদ, 'খেলাফতের গুরুত্ব' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব নূরুল ইসলাম (২) 'এতায়াতে নেযাম ও তার কল্যাণ' এ বিষয়ে জনাব আফজাল আহমদ ইয়াছিন, 'খেলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ' জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম জেলা নাযেম আলা কিশোরগঞ্জ। 'বর্তমানে সামাজিক প্রেক্ষপটে খেলাফতের ব্যবস্থাপনা' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মৌলানা শাহ্ এহসান উদ্দিন মুরব্বী সিলসিলাহ্। সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে উক্ত সভার সমাপ্তি হয়। এতে মোট ৬২ জন উপস্থিত ছিলেন।

সৈয়দ তোফায়েল আহমদ
তেরগাতী জামাত

পুরুলিয়া জামাতের উদ্যোগে খেলাফত দিবস পালিত

গত ২৭/০৫/২০১৮ তারিখ রোজ রবিবার বাদ আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম জামাত, পুরুলিয়ার উদ্যোগে খেলাফত দিবস পালিত হয়। উক্ত দিবসে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব হাফিজুর রহমান সাহেব। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব সালেহ্ আহমদ সাহেব, নযম পরিবেশন করেন জনাব আল আমিন হক তুষার। এরপর খেলাফত দিবস সম্পর্কে বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন জনাব জহুরুল ইসলাম জুয়েল, স্থানীয় মোয়াল্লেম আব্দুর রহমান এবং মৌলভী মজিদুল ইসলাম। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও

দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ২ জন মেহমানসহ মোট ৩২ জন উপস্থিত ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট, পুরুলিয়া জামাত

খেলাফত দিবসের উপর আলোচনা অনুষ্ঠান

গত ২৭ মে বাদ আসর তাহেরাবাদ জামাতের উদ্যোগে খেলাফত দিবসের উপর আলোচনা অনুষ্ঠান আরম্ভ করা হয়। স্থানীয় ভাইস প্রেসিডেন্ট সাহেব আলহাজ্জ মোহাম্মদ আবুল হোসেন মন্ডল সাহেবের সভাপতিত্বে সভার কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়। পবিত্র কুরান থেকে তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, নযম পাঠ করেন মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন। পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা করেন, মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, মোহাম্মদ আঃ রাজ্জাক চান্দের, মোহাম্মদ জিন্নাত আলী, আব্দুল খালেক মোল্লা ও মোয়াল্লাম ফরহাদ হোসেন এবং সবশেষে সভাপতি সাহেব সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন। ৩৪ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে সভাপতি সাহেব সভা সমাপ্ত করেন।

মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন
জেনারেল সেক্রেটারী

সুন্দরবন জামাতের উদ্যোগে খেলাফত দিবস পালিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবনের উদ্যোগে গত ২৭ মে' রোজ রবিবার বাদ আসর দারুত তবলীগস্থ 'মসজিদ বায়তুস সালামে' খেলাফত দিবস পালিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। স্থানীয় আমীর জনাব এস.এম. রেজাউল করিম সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোয়াল্লেম শেখ আব্দুল ওয়াদুদ। বাংলা নযম পরিবেশন করেন জনাব এম. রফিকুল ইসলাম। খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ, খিলাফতের আভিধানিক অর্থ ও তাৎপর্য এবং খিলাফতে হাক্কা ও ইসলামিয়া বিষয়ের ওপর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন যথাক্রমে জনাব সুজন আহমদ তরফদার, জনাব জি. এম. সাব্বীর আহমদ এবং মোয়াল্লেম আমীর হোসেন সাহেব। অনুষ্ঠান সহযোগী হিসেবে ছিলেন জনাব জি.এম মোবারক আহমদ। স্থানীয় আমীর জনাব এস, এম রেজাউল করিম সাহেবের সমাপনী বক্তব্য ও দোয়া পরিচালনান্তে সভার সমাপ্তি হয়। অনুষ্ঠানে ১৭০ জন আনসার, খোদ্দাম, আতফাল এবং ৬৫ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে সকলের মাঝে ইফতার বিতরণ করা হয়।

এস. এম. রেজাউল করিম, আমীর

ফাজিলপুর জামাতের উদ্যোগে খেলাফত দিবস পালিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত ফাজিলপুরের উদ্যোগে গত ০১/০৬/২০১৮ বাদ জুমুআ স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব নূর এলাহী জসিম সাহেবের সভাপতিত্বে মহান খেলাফত দিবস পালন করা হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব যামির আহমদ। নযম পরিবেশন করেন যৌথভাবে সাবিহা আক্তার, নিশাত তাসনিম ও মুস্তারিণ আক্তার, খেলাফত দিবসের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন স্থানীয় জামাতের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব মুহাম্মদ রেজোয়ানুল হক খাঁন। খেলাফতের কল্যাণ সম্পর্কে আলোচনা করেন স্থানীয় জামাতের মোয়াল্লেম জনাব মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম। 'নবুয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত' সম্পর্কে আলোচনা করেন স্থানীয় সেক্রেটারী মাল জনাব সাইফুল ইসলাম। এরপর সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।

মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, মোয়াল্লেম

ময়মনসিংহের নেত্রকোনা হালকা জামাতের উদ্যোগে খেলাফত দিবস অনুষ্ঠিত

গত ২৭ মে ২০১৮ তারিখ রোজ বাদ মাগরিব আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ময়মনসিংহের নেত্রকোনা হালকায় উদ্যোগে নেত্রকোণা হালকায় খেলাফত দিবস উদযাপিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোস্তাফিজুর রহমান অনিক। এরপর সভাপতি সাহেব দোয়া পরিচালনা করেন এবং খেলাফত দিবসের ওপর ভাষণ প্রদান করেন। এরপর "খেলাফত দিবস এর গুরুত্ব ও কল্যাণ" এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব নাসের আহমদ দোলন, ছাত্র জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ। পরিশেষে সভাপতি আলহাজ্জ আব্দুল মজিদ, ভাইস প্রেসিডেন্ট, আ.মু.জা. ময়মনসিংহ কর্তৃক দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে খোদ্দাম, আনসার, আতফাল, লাজনা, নাসেরাত এবং মেহমানসহ মোট ৪২ জন উপস্থিত ছিলেন।

আলহাজ্জ আব্দুল মজিদ
ভাইস প্রেসিডেন্ট আ.মু.জা. ময়মনসিংহ
নেত্রকোণা হালকা

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ধানীখোলার উদ্যোগে খেলাফত দিবস পালিত

গত ২৭ মে ২০১৮ তারিখ বাদ আছর হতে মাগরিবের আগ পর্যন্ত সময়ে মসজিদে খেলাফত দিবসের অনুষ্ঠান মোহতরম প্রেসিডেন্ট জনাব তফাজ্জল হোসেন পাটোয়ারী সাহেবের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়। এতে নযম পরিবেশন করেন জনাব জোহায়ের আহমদ দহিয়ান। এরপর উক্ত দিবসের বিভিন্ন দিক নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন জনাব মোমিনুল ইসলাম, জেনারেল সেক্রেটারী, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ধানীখোলা এবং জনাব মৌলবি আসাদুল্লাহ্ আসাদ মোয়াল্লেম, ওয়াকফে জাদীদ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ধানীখোলা। সবশেষে মোহতরম সভাপতির জ্ঞানগর্ভ ভাষণ ও দোয়ার

মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। ৪ জন জেরে তবলীগ মেহমানসহ মোট ৩৬ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

আসাদুল্লাহ্ আসাদ, মোয়াল্লেম
ওয়াকফে জাদীদ,
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ধানীখোলা

উমেদপুর জামাতের ১ম খেলাফত দিবস পালিত

উমেদপুর জামাতে এই প্রথম আমরা বিগত ২৭/০৫/২০১৮ বাদ আসর খেলাফত দিবস উদযাপন করেছি, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত খেলাফত দিবস কুরআন তেলাওয়াত ও নযমের মাধ্যমে শুরু হয়। খেলাফত দিবস কি, খেলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ এবং খলীফা খোদা তা'লা নির্বাচন করে থাকেন, এ বিষয়ের ওপর মাওলানা জুনায়েদ ইসলাম, তৌফিক আহমদ ঋতু, মোবারক হোসেন ও খাকসার বক্তৃতা প্রদান করি। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৩৩ জন উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে দোয়ার মাধ্যম উক্ত প্রোগ্রাম সমাপ্তি হয়।

ডাঃ শফিকুর রহমান
উমেদপুর, সুনামগঞ্জ

লাজনা ইমাইল্লাহ্ রাজশাহীর উদ্যোগে খেলাফত দিবস পালিত

গত ১ মে ২০১৮, লাজনা ইমাইল্লাহ্ রাজশাহীর উদ্যোগে খেলাফত দিবস পালন করা হয়। কুরআন তেলাওয়াত, দোয়া ও আহাদনামা পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে উর্দু ও বাংলা নযম পাঠ করেন সালমা কানেতা এবং মোহতরমা সাজলীনা রহমান। খেলাফত-এর প্রতি আনুগত্য এবং খেলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন সাবাহ কানেতা ও রাশেদা করিম সাহেবা। এই অনুষ্ঠানে মোট ১৮ জন সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, রাজশাহী

মজলিস আনসারুল্লাহ্ চট্টগ্রাম-এর উদ্যোগে জেলা ইজতেমা ২০১৮ অনুষ্ঠিত

আল্লাহ তায়ালার অশেষ ফজলে ১ মে রোজ শুক্রবার তাহাজ্জুদ নামাজ ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমা ২০১৮ চট্টগ্রামস্থ মসজিদ বায়তুল বাসেত প্রাঙ্গনে শুরু হয়। এই ইজতেমায় ঢাকা থেকে আগত কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং চট্টগ্রামের সদস্যগণ সহ মোট ১৬৮ জন আনসার উপস্থিত হন। শুক্রবার বাদ জুমা উপস্থিত সকলকে দুপুরের খাবার পরিবেশন করা হয়। এই ইজতেমার বেশ কয়েকটি আকর্ষণীয় দিকের মধ্যে জাতীয় পতাকা এবং মজলিসের পতাকা উত্তোলন, প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা এবং দুই দিনের এই মহতী সম্মেলনের ৩টি অধিবেশনে কুরআন তেলাওয়াত, নযম ও ইসলামী চিন্তাবিদগণের জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতার পাশাপাশি প্রভাতী অনুষ্ঠানে বাজামাত তাহাজ্জুদ এবং ফজর নামায, খেলাধূলার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা থেকে মজলিসে আনসারুল্লাহ বাংলাদেশের নায়েব সদর মোহাতরম নাঈম আলম খান আগমন করেন। উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্য বিভিন্ন অধিবেশনে বক্তাগণ তালীম, তরবিয়ত, তবলীগ ও মানবতার কল্যাণে ইসলাম আহমদীয়াতের আদর্শ তুলে ধরেন। স্থানীয় যয়ীমে আলা জনাব এম আরিফুজ্জামান ইজতেমার স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন।

স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে আহমদীয়া মুসলিম জামাত চট্টগ্রামের আমীর জনাব, মুর্শেদ আলম, মাওলানা রাজু আহমদ, জনাব সিদ্দীক রহীম, এ্যাডভোকেট আনসারী প্রমুখ উপস্থিত থেকে বিভিন্ন অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন। ইজতেমার সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন জনাব মুর্শেদ আলম। পুরস্কার বিতরণ এবং আহাদ পাঠের মাধ্যমে ইজতেমা সমাপ্ত হয়।

মহান আল্লাহ আমাদের নেক কাজে বেশী বেশী অংশগ্রহণের তৌফিক দিন।

এম আরিফুজ্জামান, যয়ীমে আলা
মজলিসে আনসারুল্লাহ, চট্টগ্রাম

সুন্দরবন জামাতের অধীনে ১টি মসজিদ ও ১টি নামায-সেন্টার উদ্বোধন

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবনের হালকা ফুলতলিতে গত ০৫-০৬-২০১৮ রোজ মঙ্গলবার ইফতারীর পূর্বে স্থানীয় আমীর এস, এম, রেজাউল করিম, জি, এম মোবারক আহমদ সেক্রেটারী তরবিয়ত, এম রফিকুল ইসলাম, খোদ্দামুল আহমদীয়ার মোতামাদ সুজন আহমদ সহ সর্বমোট ২৬ জন উপস্থিত থেকে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে ২৫ ফুট-১৭ ফুট একটি টিনসেড মসজিদ-এর শুভ উদ্বোধন করা হয়। তারপর ইফতার করে মাগরিবের নামায আদায় করা হয়। এছাড়া গত ০৬.০৬.২০১৮ রোজ বুধবার ইফতারের পূর্বে আহমদীয়া মুসলিম জামাত সুন্দরবনের হালকা বড় ভেটখালীর এস. এম. আব্দুর রশিদ সাহেবের বাড়ীর পার্শ্বে ২৩ ফুট–১৮ ফুট মেঝে পাকা ১টি নামায-সেন্টারের শুভ উদ্বোধন করা হয়। ঘরটি পারিবারিক ভাবে নিজেরা নির্মাণ করে জামাতের হাতে বুঝিয়ে দেন। হুযূর (আই.) এর বিশেষ নির্দেশনা মোতাবেক উক্ত নামায সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত দিনে স্থানীয় আমীর এস, এম, রেজাউল করিম সেক্রেটারী তরবিয়ত ও স্থানীয় মোয়াল্লেমসহ সর্বমোট ৩৪ জন উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে উক্ত নামায সেন্টারের উদ্বোধন করা হয়।

এস. এম. রেজাউল করিম, আমীর

নোয়াখালীর অম্বরনগরে তবলীগ সেমিনার, জিকরে খায়ের ও ইফতার পার্টি অনুষ্ঠিত

নোয়াখালী অম্বরনগর জামাতের অধীন সুবর্ণচর হালকার নবগ্রাম পকেটে মৃত.ইব্রাহিম সাহেবের বাড়িতে পূর্ব নির্ধারিত ৩১.৫.২০১৮ইং রোজ বৃহস্পতিবার বাদ আছর থেকে মাগরিব পর্যন্ত দরস ও তবলিগি আলোচনা এবং বাদ মাগরিব থেকে রাত ৮.০০টা পর্যন্ত স্থানীয় আহমদী ইব্রাহিম সাহেবের মৃত্যুতে খাকসারের সভাপতিত্বে জিকরে খায়ের ও তবলিগ এবং তালিম-তরবিয়তি আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। দরস প্রদান করেন মাওলানা আবুল কাসেম।

আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরে অংশগ্রহণ করেন জনাব মাহবুব আজম রেজা,খাকসার মুহাম্মদ আলমগীর হোসেন এবং মরহুম ইব্রাহিমের বড় ছেলে মোহাম্মদ সেলিম।

উক্ত অনুষ্ঠানে আহমদী-অআহমদী মিলে পুরুষ ২২ জন, মহিলা ২২ জন, বালক ৬ জন ও বালিকা ১৮ জন, মোট ৬৮ জন উপস্থিত ছিল। যাদের মধ্যে ২জন অনার্স পড়ুয়া অ-আহমদী ছাত্রও ছিল।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলের হাফেজ,নাসের ও হাদী হউন।

মুহাম্মদ আলমগীর হোসেন, প্রেসিডেন্ট

লাজনা ইমাইল্লাহ্ রাজশাহীর উদ্যোগে নাসেরাত দিবস পালিত

গত ১ মে ২০১৮, লাজনা ইমাইল্লাহ্ রাজশাহীর উদ্যোগে নাসেরাত দিবস পালন করা হয়। কুরআন তেলাওয়াত, দোয়া ও নাসেরাতের আহাদনামা পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত ও দ্বীনি মালুমাত প্রতিযোগিতা এবং খেলাধূলার আয়োজন করা হয়। এতে ১২ জন নাসেরাতের মধ্যে ৯ জন নাসেরাত, ১৫ জন লাজনা ও ৩ জন শিশুসহ মোট ২৮ জন সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। নাসেরাতদের বিভিন্ন তরবিয়তী বিষয়ের ওপর বক্তৃতা প্রদান করেন মুরুব্বী সিলসিলাহ্, রাজশাহী। পরিশেষে তিনি দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করেন।

প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, রাজশাহী

লাজনা ইমাইল্লাহ্, বড়ভেটখালীতে (সুন্দরবন) নাসেরাত দিবস পালন

গত ২৮/০৫/২০১৮ রোজ সোমবার বাদ মাগরিব বায়তুস সুবহান মসজিদে লাজনা ইমাইল্লাহ্ বড়ভেটখালীর উদ্যোগে সকাল ৮ টা হতে দুপুর ২ টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত নাসেরাত দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন আম্বিয়া খাতুন। দোয়া পরিচালনা করেন সভানেত্রী সাহেবা। অনুষ্ঠানটির উদ্বোধনী ঘোষণা এবং বক্তব্য প্রদান করেন মোহতরমা ফাতেমা আহমেদ মুফাত্তিস। আহাদ পাঠ করেন সোহেলী নাসির, নাসেরাত সেক্রেটারী। হাদীস পাঠ করেন সিনহিয়া রহমান, নযম পাঠ করেন সোহানা ইসলাম। এরপর পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, নযম, দীনিমালুমাত ও খেলাধুলার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সবশেষে পুরস্কার বিতরণী ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত করেন সভানেত্রী সাহেবা। লাজনা ৮ জন সহ মোট ৩৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

রেবেকা খাতুন, জেনারেল সেক্রেটারী

ভাতগাঁও জামা'তে মসীহ্ মওউদ (আ.) দিবস পালিত

গত ২৩ মার্চ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ভাতগাঁও-এর মসজিদ মাহদীতে মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র উদ্যোগে মসীহ্ মওউদ দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব আব্দুর রশিদ, প্রেসিডেন্ট পবিত্র কুরআন থেকে পাঠ করেন মাসরুর আলম খান প্রভাত। নযম (বাংলা) পরিবেশন করেন তৌসিফ ও তার দল। মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মনির হোসেন খান, মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর দরূদ পাঠের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন জনাব নূরুদ্দীন আহমদ শাহ, যয়ীম। বয়াতের দশটি শর্তের ওপর আমল করার গুরুত্ব আলোচনা করেন জনাব এইচ এম সোহরাওয়ার্দী। মসীহ্ মওউদ (আ.)কে মান্য করার গুরুত্ব ও না মানার পরিণাম বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব শাহ আলম খান, মোয়াল্লেম ভাতগাঁও। প্রেসিডেন্ট সাহেবের ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্তি করা হয়। এতে মোট ৭২ জন উপস্থিত ছিলেন।

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান, মোন্তাযেম উমুমী

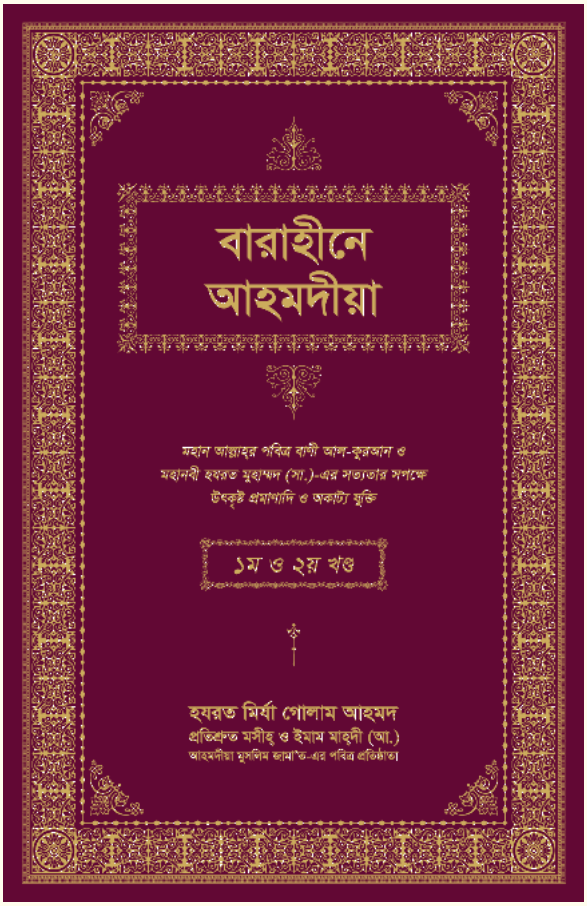

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বিশেষ কৃপায় যুগান্তকারী ও অবিস্মরণীয় পুস্তক **'বারাহীনে আহমদীয়া'**র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আমরা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, তিনি তাঁর নিজ কৃপায় এ অসাধারণ পুস্তকটির অনুবাদ প্রকাশ করার আমাদেরকে তৌফিক দান করেছেন। এর পুরো নাম **'আলবারাহীনুল আহমদীয়াহ্ আলা হাক্কীয়্যতে কিতাবিল্লাহীল কুরআনে ওয়ান্ নবুয়্যাতীল মুহাম্মদীয়াহ্'** অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্র বাণী আল-কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার সপক্ষে উৎকৃষ্ট প্রমাণাদি ও অকাট্য যুক্তি।

'বারাহীনে আহমদীয়া'র মোট পাঁচটি খণ্ড রয়েছে। ২৩ খণ্ডে প্রকাশিত রূহানী খাযায়েন-এর প্রথম খণ্ডে রয়েছে বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম চার খণ্ড আর পঞ্চম খণ্ডটি রয়েছে একুশতম খণ্ডে। এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমবার প্রকাশ হয়।

বহুল প্রতিক্ষিত এ পুস্তক, যা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর দাবির পূর্বেই রচনা করেছিলেন এবং যেই পুস্তক সম্পর্কে সেই যুগে ভারতবর্ষে বহু মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত এ সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়েছেন যে, বিগত তেরশ' বছর যাবত ইসলামের সপক্ষে এমন অসাধারণ সেবা প্রদান কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি, যা এ পুস্তকের মহান লেখক করে দেখিয়েছেন।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

Right Management Consultants
Software Developer & MIS Solution Provider
Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

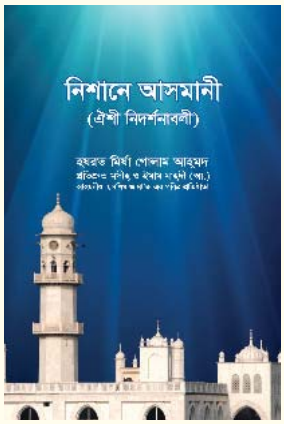

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) **'নিশানে আসমানী'** গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় ১৮৯৬ সালে প্রণয়ন করেন।

এ বইটির মধ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ঐ সব বুযূর্গের মধ্য হতে দুইজন বুযূর্গ মজযুব গোলাব শাহ্ এবং নেয়ামতউল্লাহ্ ওলী'র সেসমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেছেন যা ইমাম মাহ্দী আগমনের লক্ষণাবলী ও সত্যতা প্রকাশ করে।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.) উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

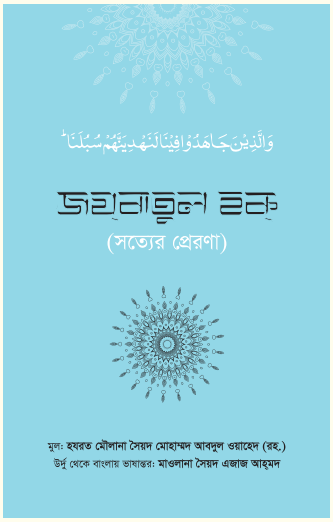

জয্বাতুল হক্ (সত্যের প্রেরণা) ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রখ্যাত আলেম হযরত মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ (রহ.) সাহেবের আধ্যাত্মিকতার পথে মহাসংগ্রামের ধারাবাহিক বিবরণ। তিনি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়ে আত্মিক প্রশান্তির সাথে ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রথম খলীফার হাতে বয়আত গ্রহণ করেন। তার নিজের লেখা বইটি (মূল উর্দু) ছাপাখানায় থাকা অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

পরবর্তীতে তার সুযোগ্য সন্তান মাওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। চাহিদার প্রেক্ষিতে এখন তার উত্তরসূরিগণ পুনরায় যথাযথ অনুমোদন নিয়ে বইটি পুনঃপ্রকাশ করেছেন।

আমরা আশা করি যারা এই বইটি পড়বেন তারা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হেদায়াত লাভের প্রেরণা পাবেন। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল। বইটির শুভেচ্ছা মূল্য ২০/- টাকা মাত্র।

New Vol. No. 80 | 24 Issue

The Ahmadi Fortnightly Since 1922

30th June, 2018 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

'সুতরাং ধন্য সেই ব্যক্তি যে খোদার জন্য নিজ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং সেই ব্যক্তি হতভাগ্য যে নিজের প্রবৃত্তির জন্য খোদার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং তাঁহার সহিত মিলন সাধন করে না। যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া খোদার আদেশ লঙ্ঘন করে সে কখনো বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিতে পারে না।'

(কিশ্‌তিয়ে নূহ পৃ-৩৮)

ধানসিড়ি রেস্তোরাঁ

ধানসিড়ি রেষ্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫
মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪
আমাদের কোথাও কোন শাখা নেই

সুখবর

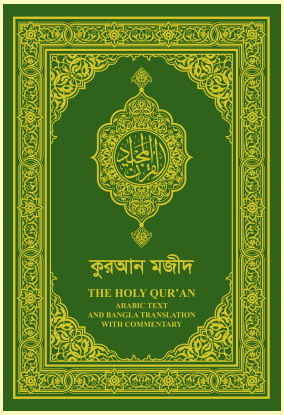

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সহজবোধ্য আরবি অক্ষরে নতুন করে পবিত্র কুরআন শরীফ মুদ্রিত হয়েছে। বাংলাদেশ ইশায়াত দপ্তরে এর পর্যাপ্ত সংখ্যক কপি সংরক্ষিত আছে। প্রত্যেক আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীগণকে পবিত্র কুরআন শরীফ সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। কুরআন শরীফের হাদীয়া নির্ধারণ করা হয়েছে ৫০০/- (পাঁচশত টাকা)।

নিবেদনান্তে–
ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

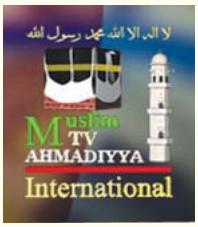

MTA INTERNATIONAL

এমটিএ দেখুন
অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
০১৯১২-৭২৪৭৬৯

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com
www.theahmadi.org (Pakkhik Ahmadi web site live now)